সেবা প্রকাশনী

আগাথা ক্রিস্টির

গুপ্তচর

বাংলাপিডিএফ.নেট

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

বাংলাপিডিএফ.নেট
এক্সক্লিউসিভ!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে।
ইংল্যাণ্ডে নিজেদের জাল বিছিয়েছে
নাৎসি মদদপুষ্ট দুর্ধর্ষ সিক্রেট সার্ভিস 'ফিফথ্ কলাম'।
সংগঠনের দুই 'মাথার' খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল লোকটা।
একটা ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল।
মরার আগে শুধু দুটো শব্দ উচ্চারণ করতে পারল সে: সং সুসি।
মনের মতো কাজ পেয়ে গেল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের
দুই প্রাক্তন এজেন্ট টমি আর ওর স্ত্রী টাপেন্স।
কিন্তু কোথাও কোনও ক্লু নেই।
অথচ অপহরণ থেকে শুরু করে প্রকাশ্য খুন ঘটে গেল
ফিফথ্ কলামের তথাকথিত সদর-দপ্তর লিয়াহ্যাম্পটনে।
টমি-টাপেন্স ভুলে গিয়েছিল, গুপ্তচরবৃত্তিতে সন্দেহ করতে হয়
সবাইকেই। তাই টের পেল না, কোন্ ফাঁকে পা দিয়ে ফেলেছে
শত্রুপক্ষের নিশ্ছিদ্র ফাঁদে।

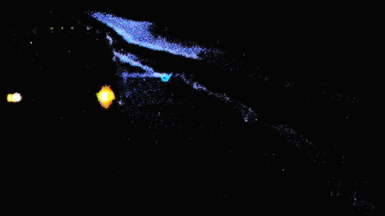

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

আগাথা ক্রিস্টির

গুপ্তচর

রূপান্তর ■ সায়েম সোলায়মান

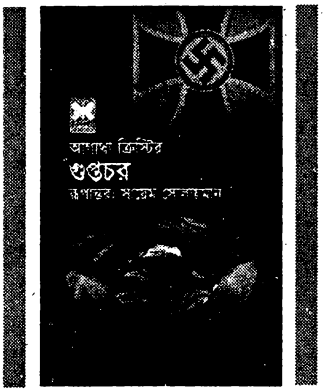

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3274-8

দয়া করে এড়িয়ে যাবেন না

বাংলাপিডিএফ এ আপলোডকৃত বইসমূহ আপনার নিজের ওয়েবসাইট/ব্লগ/সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার সময় দয়া করে অরিজিনাল আপলোডারদের ক্রেডিট দিন। দিনে দিনে পিডিএফ বইয়ের সংখ্যা যে কমে আসছে তার অন্যতম প্রধাণ কারন অবাধে এক ওয়েবসাইটের বই অন্য ওয়েবসাইটে কোন প্রকার মেনশন করা ছাড়াই শেয়ার করা। এর মধ্যে কেউ কেউ তো আবার আরেকজনের আপলোড করা বই ওয়াটারমার্ক লাগিয়ে নিজের বলেও চালিয়ে দিচ্ছেন। এটা খুব দ্রুত বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাপিডিএফ থেকেও অনেক আপলোডার হারিয়ে গেছেন শুধুমাত্র এইসব পিডিএফ চুরির কারনে। অল্প গুটিকয়েক যেসব আপলোডার আছেন, তাদেরও অনেকে নিয়মিত পিডিএফ আপলোডে উৎসাহ পান না। কাজেই তাদের ধরে রাখার দায়িত্তটা আপনাদের পাঠকদের নিতে হবে। আমাদের বই শেয়ার করেন, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু দয়া করে ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ করে করুন। এতে আপনাদের ওয়েবসাইটের ভিজিটর কিন্তু কমে যাবে না, উলটো সবাই আপনাদের সততার প্রশংসাই করবে। পিডিএফ কমিউনিটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না।

বাংলাপিডিএফ এ ডোনেট করতে চাইলে সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে পেপালের মাধ্যমে করতে পারবেন। আর বিকাশ নাম্বার প্রয়োজন হলে মেইল করুনঃ banglapdf@yahoo.com এই ঠিকানায়!

ধন্যবাদ সবাইকে।

Banglapdf.net

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

N OR M?
By: Agatha Christie
Trans. by: Sayem Solaiman

সেবা প্রকাশনা

ছিয়াশি টাকা

গুপ্তচর

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য উইজার্ড/তারক রায়

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন
চাইল্ড অভ স্টর্ম
এলিসা
অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার
শী অ্যাণ্ড অ্যালান

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান
বেনিটা
ক্লিওপেট্রা
জেস
রানী শেবার আংটি
দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান
দ্য লেডি অভ ব্লসহোম
মেরি
হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড
ফিনিশ্‌ড্
সোয়ালো
কুইন অভ দ্য ডন

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান
পার্ল মেইডেন
দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট
মিস্টার মিসন'স উইল
দ্য ব্রেদ্‌রেন
মাইওয়ার প্রতিশোধ
নাডা দ্য লিলি

রূপান্তর: সাইফুল আরেফিন অপু
হিউ-হিউ অর দ্য মনস্টার
ট্রেজার অভ দ্য লেক
দি আইভরি চাইল্ড
দ্য ইয়েলো গড
দ্য গোস্ট কিংস

ভিক্টর হুগো
নাইন্টি থ্রি/ইসমাইল আরমান

সল বেলো
হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং/বাবুল আলম

রাফায়েল সাবাতিনি
দ্য সি-হক/ইসমাইল আরমান
দ্য লায়ন'স স্কিন/সায়েম সোলায়মান
দ্য সোর্ড অভ ইসলাম/সাইফুল আরেফিন অপু

ব্রাম স্টোকার
ড্রাকুলা/রকিব হাসান

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান
দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস
লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম

ফ্রেডা ওয়ারিংটন
রিটার্ন অভ ড্রাকুলা/ইসমাইল আরমান

অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক/ডি. এইচ. লরেন্স
অ্যানি ফ্র্যাঙ্কের ডাইরি+সান্স অ্যাণ্ড লাভার্স/সুরাইয়া আখতার জাহান/কাজী শাহনূর হোসেন

এমিলিও সালগ্যারি
মিস্ট্রিজ অভ দ্য ডার্ক জাঙ্গল/ডিউক জন

পি. জি. ওডহাউস
জীভ্‌স্ অভ অল ট্রেডস/ডিউক জন

মেরাল ওকায়
সুলতান সুলেমান/ডিউক জন

আগাথা ক্রিস্টি
সিরিয়াল কিলার/মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ/তৌফিক হাসান উর রাকিব

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান
ক্যাসল হাউসের খুনি
বেনামী চিঠি
গুপ্তচর

এক

উনিশ শ' চল্লিশ সাল। বসন্তকাল।

ফ্ল্যাটের হলে ঢুকে ওভারকোট খুলল টমি বেরেসফোর্ড, সময় নিয়ে সযত্নে ঝুলিয়ে রাখল ওটা ক্লথ-পেগে। পাশের হুকে ঝোলাল ওর হ্যাট। ঠোঁটের কোনায় মেকি হাসি ঝুলিয়ে সিটিংরুমে ঢুকল। এখানে বসে আছে ওর স্ত্রী, খাকি উল দিয়ে ব্যালাক্ল্যাভা হেলমেট বুনছে।

টমির দিকে একবার তাকিয়েই আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টাপেন্স, অর্থাৎ মিসেস বেরেসফোর্ড। বলল, 'সান্ধ্যপত্রিকায় কোনও খবর আছে?'

'প্রচণ্ড হামলা চালানোর জন্য আসছে জার্মানরা। ফ্রান্সের অবস্থা খারাপ।'

'সারা পৃথিবীর অবস্থাই খারাপ। তোমার খবর কী?'

'ভালো না। আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, ফরেন অফিস—সব জায়গায় চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার মতো ছেচল্লিশ বছর বয়সের কেউ বোধহয় বুড়ো হয়ে গেছে ওদের বিবেচনায়। সবারই এক কথা: দরকার হলে পরে জানাবো।'

'আমারও একই অবস্থা। নার্সিং-এর জন্য বেশি হয়ে গেছে আমার বয়স। যেখানেই গেছি, সোজা বলে দিয়েছে: লাগবে না, ধন্যবাদ। লোকে ওই কাজে ননির পুতুল ছুকরিদের নিতে রাজি—যারা কাটাছেঁড়া অথবা স্টেরাইলাইয্ড ড্রেসিং কী তা-ই

দেখেনি কখনও, কিন্তু আমার মতো অভিজ্ঞ কাউকে নেবে না। অথচ উনিশ শ' পনেরো থেকে উনিশ শ' আঠারো পর্যন্ত তিন বছর নার্স হিসেবে কাজ করেছি সার্জিকাল ওয়ার্ড আর অপারেটিং থিয়েটারে। এমনকী একটা ডেলিভারি ভ্যানও চালিয়েছি। আর এখন আমি একজন গরিব, একঘেয়ে, মাঝবয়সী মহিলা।'

'যুদ্ধ শেষ করে দিয়েছে সবকিছু। তবে কপাল ভালো, আমাদের মেয়ে ডেব্রা একটা চাকরি পেয়ে গেছে। ওর যমজ বোন ডেরেকেরও যদি কোনও হিল্লা হয়ে যেত!'

'আচ্ছা, আমরা কি আসলেই অকেজো হয়ে গেছি? নাকি লোকে আমাদেরকে কটাক্ষ করছে আর আমরা তা-ই মেনে নিচ্ছি? অথচ, মনে করে দেখো, একবার তোমার মাথায় বাড়ি মেরে তোমাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল জার্মান এজেন্টরা। মনে করে দেখো, একবার আমরা দু'জনে পিছু নিয়েছিলাম ভয়ঙ্কর এক ক্রিমিনালের, এবং শেষপর্যন্ত ধরে ফেলেছিলাম লোকটাকে! আরেকবার উদ্ধার করেছিলাম একটা মেয়েকে, ওর কাছ থেকে পেয়েছিলাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ গোপন কাগজ। মনে পড়ে, একটা দেশের সরকারপ্রধান ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন আমাদেরকে?' থেমে একটু দম নিল টাপেন্স। 'আমাদেরকে! তোমাকে আর আমাকে! অথচ এখন আমরা, মিস্টার ও মিসেস বেরেসফোর্ড, অবাঞ্ছিত। লোকে এখন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে আমাদেরকে।' চোখ পিটপিট করল, অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করছে। 'মিস্টার কার্টারকে নিয়ে আমি হতাশ।'

'কেন? তিনি তো চমৎকার একটা চিঠি লিখেছেন।'

'ওই লেখা পর্যন্তই। তার বেশি কিছু করতে পারেননি আমাদের জন্য।'

'করবেন কীভাবে? তিনিও আমাদের মতো সব ছেড়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া বয়স হয়েছে তাঁর। এখন স্কটল্যাণ্ডে থাকেন,

মাছ ধরে সময় কাটান।'

'তিনি ইচ্ছা করলে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কোনও একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন আমাদের জন্য।'

'বেকার থাকাটা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের জন্য বেশি খারাপ। মেয়েরা এটা-সেটা বুনতে পারে, পার্সেল করতে পারে, ক্যান্টিনের কাজে সাহায্য করতে পারে।'

সদর-দরজার বেল বেজে উঠল এমন সময়। উঠে গিয়ে দরজা খুলল টাপেন্স। চওড়া কাঁধ, বড় গোঁফ আর লালচে চেহারার এক লোক দাঁড়িয়ে আছে গোবরাটে।

'আপনি কি মিসেস বেরেসফোর্ড?' লোকটার কণ্ঠ মনোরম।

'জী।'

'আমার নাম গ্র্যান্ট। আমি লর্ড ইস্টহ্যাম্পটনের বন্ধু। আপনার এবং আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন তিনি আমাকে।'

'ভিতরে আসুন।' গ্র্যান্টকে পথ দেখিয়ে সিটিংরুমে নিয়ে এল টাপেন্স। টমিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার স্বামী, ক্যাপ্টেন...'

'মিস্টার,' শুধরে দেয়ার কায়দায় বলল গ্র্যান্ট।

টমির দিকে তাকিয়ে টাপেন্স বলল, 'মিস্টার গ্র্যান্ট। মিস্টার কার...লর্ড ইস্টহ্যাম্পটনের বন্ধু।'

ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের সাবেক প্রধানের ছদ্মনামটা, তাঁর আসল নামের চেয়ে সহজে চলে আসে টাপেন্সের মুখে।

মিস্টার গ্র্যান্ট আকর্ষণীয় একজন লোক। তাঁর কথাবার্তা অকপট, ব্যবহার অমায়িক। তাই আড্ডা জমে উঠতে সময় লাগল না।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল টাপেন্স, ফিরে এল শেরির একটা বোতল আর কয়েকটা গ্লাস নিয়ে।

'আপনারা নাকি কাজ খুঁজছেন?' গলা ভিজিয়ে টমিকে

বললেন মিস্টার গ্র্যান্ট।

উৎসুক দৃষ্টি ফুটল টমির চোখে। 'হ্যাঁ। আপনি কি...'

হেসে ফেললেন মিস্টার গ্র্যান্ট, মাথা নাড়লেন। 'না, সে-রকম কিছু বোঝাতে চাইনি আমি। কিছু মনে করবেন না, ওসব কাজ যুবক-যুবতীদের জন্য, অথবা যারা অনেক বছর ধরে আছে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে তাদের জন্য। আমি যে-কাজের কথা বলছি তা ধরাবাঁধা নিয়মের, যাকে বলে অফিস ওয়ার্ক। যেমন কাগজপত্র ফাইলিং করা, লাল ফিতা দিয়ে ওগুলো বাঁধা, তারপর জায়গামতো তুলে রাখা।'

চেহারা ঝুলে পড়ল টমির। 'ও...আচ্ছা।'

'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো,' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন মিস্টার গ্র্যান্ট। 'যা-হোক, মিনিস্ট্রি অভ রিকয়ারমেন্ট্স-এ, আমার অফিসে আসুন একদিন। আমার রুম নম্বর বাইশ। আশা করছি কোনও-না-কোনও কাজ দিতে পারবো আপনাদেরকে।'

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল টাপেন্স।

'হ্যালো...হ্যাঁ...কী?' ওপ্রান্তে চেঁচিয়ে কথা বলছে একটা উত্তেজিত কণ্ঠ। চেহারা বদলে গেল টাপেন্সের। 'কখন? ...অবশ্যই, এখনই আসছি আমি।' রিসিভার জায়গামতো রেখে দিল সে।

টমির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মরিন ফোন করেছিল।'

'তা-ই ভেবেছিলাম। এখান থেকে শুনেই ওর কণ্ঠ চিনতে পেরেছি।'

'মিস্টার গ্র্যান্ট, আমি খুবই দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার ঢঙে বলছে টাপেন্স। 'মরিন আমার বান্ধবী, ওর বাসায় এখনই যেতে হবে আমাকে। পড়ে গিয়ে পা মচকে ফেলেছে সে। ছোট্ট একটা মেয়ে ছাড়া ওর সঙ্গে কেউ নেই। দয়া করে কিছু মনে করবেন

না।'

'না, না, মনে করার কী আছে?'

মিস্টার গ্র্যান্টের উদ্দেশে হাসল টাপেন্স। সোফার উপর পড়ে-থাকা একটা কোট তুলে নিয়ে পরল, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাটের বাইরে। চলে যাওয়ার আগে দড়াম করে আটকে দিল দরজাটা।

অতিথির জন্য আরেক গ্লাস শেরি ঢালল টমি।

'ধন্যবাদ,' গ্লাসটা নিলেন মিস্টার গ্র্যান্ট, ছোট করে চুমুক দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আপনার স্ত্রী চলে গেছেন—ভালোই হয়েছে একদিক দিয়ে। সময় বাঁচল।'

'বুঝলাম না।'

'তাঁকে নিয়ে আমার অফিসে যদি যেতেন, অন্য কোনও কাজের ব্যাপারে কথা বলতে হতো আপনার সঙ্গে। কিন্তু এখন আসল কাজের ব্যাপারে খোলামেলা কথা বলা যাবে।'

'আসল কাজ?'

'হ্যাঁ। কাজটার জন্য আপনার নাম প্রস্তাব করেছেন লর্ড ইস্টহ্যাম্পটন নিজে। কিন্তু সেটা খুব গোপনীয়। আপনার স্ত্রীও যাতে জানতে না পারেন। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল টমি। 'আমরা দু'জন কিন্তু আগেও একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'জানি। কিন্তু এবারের কাজটা শুধু আপনার জন্য।'

'আচ্ছা।'

'আমাদের মন্ত্রণালয়ের বিশেষ একটা প্রয়োজনে স্কটল্যাণ্ডে পাঠানো হবে আপনাকে। আপনার স্ত্রী যেতে পারবেন না আপনার সঙ্গে।'

কিছু বলল না টমি, অপেক্ষা করছে মিস্টার গ্র্যান্টের পরের কথাগুলোর জন্য।

'পত্রপত্রিকায় চোখ বুলান নিশ্চয়ই? "ফিফথ্ কলাম" কী, জানেন?'

'জানি। ঘরের শত্রু বিভীষণ।'

'ঠিক। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। বুঝতে পেরেছি, এই ঘরের-শত্রুদের যদি চিহ্নিত করে শেষ করতে না পারি, যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবো না কিছুতেই। জার্মানির বম্বারগুলো যতটা ক্ষতিকর আমাদের জন্য, ওই শত্রুরা তারচেয়েও বেশি ক্ষতিকর।'

মাথা ঝাঁকাল টমি।

'ওই বিভীষণদের কেউ লুকিয়ে আছে সমাজের উঁচু মহলে, কেউ আবার সাধারণ জনস্রোতে। ওরা আসলে নাৎসিদের চর। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নৌবাহিনীর সদর-দপ্তরে আছে দু'জন। বিমানবাহিনীতে আছে দুই কি তিনজন। শুনলে আশ্চর্য হবেন, কেউ কেউ আবার ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা। মন্ত্রণালয়ের গোপন খবর জোগাড় করার সক্ষমতা আছে ওদের।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমি আপনাদের কী উপকার করতে পারবো? ওই লোকগুলোর কাউকেই তো চিনি না।'

'এবং সেটাই আমাদের প্লাস-পয়েন্ট—ওরাও আপনাকে চেনে না। অথচ ওরা ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের অনেককেই চেনে। ...এ-ব্যাপারে কী করা যায় জানতে লর্ড ইস্টহ্যাম্পটনের কাছে গিয়েছিলাম আমি। তিনি অসুস্থ, কিন্তু এখনও আগের মতো ধারালো আছে তাঁর মগজ। আপনার কথা বললেন তিনি। বললেন, আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে আপনি কাজ করেছেন ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে। এখন আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই আপনার। আপনার চেহারা চেনে না কেউই। ...এবার বলুন, কাজটা কি নেবেন?'

'নেবো না মানে? অবশ্যই নেবো! যদিও এখনও বুঝতে পারছি না কীভাবে সাহায্য করবো আপনাদেরকে। এই পেশায়

আমাকে এখন একজন নবিশ বলা যায়।'

'সে-রকম কাউকেই তো দরকার আমাদের! যারা পেশাদার, এই অ্যাসাইনমেন্টে তাদের হাত-পা বাঁধা—বুঝতে পারছেন না কেন? অ্যাসাইনমেন্টটার জন্য যে-লোক সবার সেরা ছিল আমাদের জন্য, তার জায়গা নিতে হবে আপনাকে।'

'ছিল?' কথাটা ধরল টমি।

'হ্যাঁ। গত মঙ্গলবার সেইন্ট ব্রিজেট'স হাসপাতালে মারা গেছে সে। দ্রুতগামী একটা ট্রাক ওকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। তারপর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বেঁচে ছিল সে। দুর্ঘটনা—কিন্তু আমরা জানি আসলে তা না।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

'ফারকুহার, মানে আমাদের সেই এজেন্টের মৃত্যু কিছু একটা ইঙ্গিত করছে। সে কি কারও পেছনে লেগেছিল? সে কি বিশেষ কিছু জেনে ফেলেছিল? কপাল খারাপ—সে আসলে কী জেনেছিল, অথবা আদৌ কিছু জেনেছিল কি না তা এখনও জানতে পারিনি আমরা। তবে এটা জানা গেছে, কিছু একটা নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছিল সে।'

চুপ করে আছে টমি।

'দুর্ঘটনাটার পর কোমায় চলে গিয়েছিল ফারকুহার, মারা যাওয়ার কয়েক মিনিট আগে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল,' বলছে গ্র্যান্ট। 'তখন কিছু একটা বলেছে, অথবা বলার চেষ্টা করেছে সে।'

'কী?'

'এন অর এম। সং সুসি।' (N or M. Song Susie)

'মানে কী কথাটার?'

'যেহেতু আপনি বিশ বছর ধরে নেই গুপ্তচর-বিভাগে, তাই বুঝতে পারেননি। "এন" আর "এম" হচ্ছে ফিফ্‌থ্ কলামের

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর সবচেয়ে বিশ্বস্ত দু'জন এজেন্টের ছদ্মনাম। শুধু ইংল্যাণ্ডেই না, অন্য দেশেও ওদের গতিবিধি আঁচ করেছি আমরা। কিন্তু ওদের সম্পর্কে খুব কম জানা আছে আমাদের। তবে ওদের উদ্দেশ্য কী তা জানি—বিদেশি দেশগুলোতে ফিফ্‌থ্‌ কলামের কার্যক্রম শুরু করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আগপর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে ওই দেশ আর জার্মানির মধ্যে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করে ওরা। ..."এন" একটা পুরুষমানুষের নাম। আর "এম" একজন মহিলা। ওরা হিটলারের খুবই বিশ্বস্ত লোক।'

'এসব জানতে পেরেছেন কীভাবে?'

'বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে একটা কোডেড মেসেজ আমাদের হাতে আসে। ওটাতে বলা হয়েছিল: ইংল্যাণ্ডের জন্য "এন" অথবা "এম"-কে কাজে লাগাও। ...ফারকুহার, আমার অনুমান, যে-কোনও একজনের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা কে, জানি না।'

'আর সং সুসি? ওটা মানে কী?'

'প্রথমে শুনলে দুর্বোধ্য মনে হয়, কিন্তু ফারকুহারের ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ খুব একটা ভালো ছিল না।'

'মানে!'

'ওর পকেটে লিয়াহ্যাম্পটনের একটা রিটার্ন টিকেট পাওয়া গেছে। ওখানে বেশ কয়েকটা গেস্টহাউস আর বোর্ডিংহাউস আছে। ওগুলোর মধ্যে একটার নাম সন সুসি...'

'ওটাকেই বিকৃত উচ্চারণে সং সুসি বলেছেন মিস্টার ফারকুহার? ...তারমানে...ওখানে যেতে হবে আমাকে? জানতে হবে কীসের পেছনে লেগেছিলেন তিনি?'

'ঠিক।'

'কিন্তু কী খুঁজবো?'

'জানি না। ব্যাপারটা নির্ভর করছে আপনার উপর।'

'তা হলে আগেই বলে রাখি, আমার মস্তিষ্ক কিন্তু ক্ষুরধার না।'

'কিন্তু আমি শুনেছি, আপনি আগে যখন কাজ করেছেন ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে, যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।'

'আমার মনে হয় দক্ষতার চেয়ে কপালের গুণ বললে মানায় বেশি।'

'আমাদের তো এখন কপালের গুণই দরকার!'

'লিয়াহ্যাম্পটনের ব্যাপারে কিছু বলুন।'

'বুড়ি বুড়ি মহিলার দেখা পাবেন সেখানে। আছেন বুড়ো কর্নেল আর চিরকুমারীরা। দু'-একজন বিদেশিরও দেখা পেতে পারেন। সবমিলিয়ে হরেক রকমের মানুষের বাস সেখানে।'

'তাদের মধ্যে "এন" অথবা "এম"-ও আছে?'

'থাকতেও পারে, আবার না-ও পারে। আঁসলে থাকতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। আবার এমন কেউ থাকতে পারে, যার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হয় "এন" অথবা "এম"-এর। আপনার কাজ হবে চোখ-কান খোলা রাখা, নিজের পরিচয় গোপন রেখে সবার সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশা, দরকার হলে চুটিয়ে আড্ডা দেয়া, তারপর কী জানতে পারলেন তা আমার কাছে রিপোর্ট করা।'

'সন সুসির ব্যাপারে কিছু বলুন।'

'ওটা সী-সাইড রিসোর্টের একটা বোর্ডিংহাউস...'

আধঘণ্টা পর ফিরে এল টাপেন্স। হাঁপাচ্ছে, অস্থির হয়ে আছে কৌতূহলে। চলে গেছেন মিস্টার গ্র্যান্ট, ফ্ল্যাটে টমি একা। একটা আর্মচেয়ারে বসে শিস বাজাচ্ছে সে, চেহারায় অনিশ্চিত অভিব্যক্তি।

'কী হলো শেষপর্যন্ত?' জিজ্ঞেস করল টাপেন্স।

'একটা চাকরি পেয়ে গেলাম।'

'কী চাকরি?'

'স্কটল্যাণ্ডে অফিস ওয়ার্ক। বলা হচ্ছে খুবই গোপনীয় কাজ, কিন্তু আমার কাছে খুব একটা রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে না।'

'আমরা দু'জনই যাবো, নাকি তুমি একা?'

'শুধু আমি।'

'মিস্টার কার্টার এত নীচ হলেন কী করে?'

'আমার মনে হয় এবার তাঁরা চান না একসঙ্গে কাজ করুক স্বামী-স্ত্রী।'

'এবারের অ্যাসাইনমেন্ট কী নিয়ে? কোডিং? নাকি কোড ব্রেকিং? ডেব্রা'র কাজের মতো না তো আবার? সাবধান থেকো, টমি। ওসব কাজে অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করে লোকে। ঘুমাতে পারে না। সারারাত পায়চারি করে বেড়ায়, আর বলতে থাকে: নয় সাত আট তিন চার পাঁচ দুই আট ছয়...কিংবা সে-রকম কিছু। শেষপর্যন্ত নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়, বাসায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়।'

'আমার কিছু হবে না।'

'আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি? সহকর্মী হিসেবে না, তোমার স্ত্রী হিসেবে?'

অস্বস্তির ছাপ পড়ল টমির চেহারায়। 'দুঃখিত। তুমি না হয় এখানেই থাকো, উল দিয়ে ব্যালাক্ল্যাভা হেলমেট বোনো।'

একথাবায় ব্যালাক্ল্যাভা হেলমেটটা তুলে নিল টাপেন্স সোফা থেকে, ছুঁড়ে মারল মেঝেতে। 'খাকি উল দু'চোখে দেখতে পারি না আমি!'

তিনদিন পর অ্যাবডিনের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল টমি। স্টেশনে ওকে বিদায় জানাতে গেল টাপেন্স। বরাবরের মতোই

হাসিখুশি দেখাচ্ছে ওকে।

ট্রেনটা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে স্টেশন থেকে তখন ঘাড় ঘুরিয়ে টাপেন্সকে দেখল টমি। প্ল্যাটফর্ম ধরে ধীর পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে ছোটখাটো মানুষটা, কেমন অসহায় দেখাচ্ছে ওকে। গলার কাছে শক্ত কিছু একটার অকস্মাৎ উপস্থিতি টের পেল টমি। টাপেন্সকে একা রেখে চলে যাচ্ছে সে...

নিজেকে সামলাল টমি। কাজ মানে কাজ। আদেশ মানে আদেশ। আবেগের কোনও জায়গা নেই এসবের মধ্যে।

স্কটল্যাণ্ডে পৌঁছে গেল সে, ম্যানচেস্টারের ট্রেনে উঠে পড়ল পরেরদিন। যাত্রা শুরুর তৃতীয়দিনে পৌঁছাল লিয়াহ্যাম্পটনে। বড় একটা হোটেলে উঠে শুয়েবসে কাটিয়ে দিল দিনটা। পরদিন বের হলো ছোটখাটো কিছু হোটেল আর গেস্টহাউসের সন্ধানে—লম্বা সময় থাকতে হলে একটু সস্তায় রুম দরকার। অন্তত সে-কথাই জানাল হোটেল কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু আসলে গিয়ে হাজির হলো সন সুসিতে।

এটা টকটকে লাল রঙের একটা ভিক্টোরিয়ান ভিলা। একটা পাহাড়ের একপাশে অবস্থিত, উপরতলার সাগরমুখী জানালাগুলোয় দাঁড়ালে সাগরটা দেখা যায় অনেকখানি। হলে একইসঙ্গে পাওয়া যায় ধুলোর গন্ধ আর রান্না-করার সুবাস। সেখানকার কার্পেটটা বহুল ব্যবহারে মলিন হয়ে গেছে।

ভিলার স্বত্বাধিকারিণী মিসেস পেরেন্নার সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করল টমি। অফিস মানে ছোট্ট একটা অগোছালো রুম, বড় একটা টেবিলের উপর ছড়ানোছিটানো অবস্থায় পড়ে আছে কাগজপত্র।

মাঝবয়সী মিসেস পেরেন্না নিজেও অপরিপাটি। তাঁর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো যেন জট পাকিয়ে গেছে, ভারী মেকআপ যেন বদলে দিয়েছে চেহারার আদল। প্রায় সবসময়ই হাসেন তিনি,

দেখা যায় ঝকঝকে সাদা দাঁত।

'মিস মিডোস,' স্বত্বাধিকারিণীর সঙ্গে কথা বলার সময় একটুখানি হাসার চেষ্টা করল টমিও, 'মানে আমার এক চাচাতো বোন দু'বছর আগে থেকে গেছে আপনার এখানে।'

'মিস মিডোস, না?' যেন স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন মিসেস পেরেন্না। 'মনে পড়েছে। চমৎকার এক বুড়ি মহিলা...আসলে তত বুড়ি না তিনি...মানে বয়সের তুলনায় যথেষ্ট কর্মঠ। আর তাঁর রসবোধ...বলার বাইরে!'

মাথা ঝাঁকাল টমি, মনে করার চেষ্টা করছে মিস মিডোসের ব্যাপারে ঠিক কী বলা হয়েছে ওকে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে। হ্যাঁ, ওই নামে আসলেই একজন ছিলেন, তবে তিনি দেখতে কেমন তা জানানো হয়নি।

'আসলে...' চেহারায় দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তুলল টমি, 'মিস মিডোস আর বেঁচে নেই।'

অদৃশ্য হয়ে গেল মিসেস পেরেন্নার ঝকঝকে সাদা দাঁত। 'বেচারী...' দেখলে মনে হবে মিস মিডোসের জন্য শোক করছেন তিনি। 'আপনার রুমের ব্যাপারে কথা বলা যাক, মিস্টার মিডোস। আপনার জন্য মানানসই হবে এ-রকম রুম আছে আমার এখানে। রুমটা উপরতলায়, জানালা দিয়ে সাগর দেখা যায়। বোন মারা যাওয়ায় আপনি নিশ্চয়ই যারপরনাই দুঃখিত? বুঝতে পারছি সে-কারণেই লণ্ডন ছেড়ে চলে এসেছেন এখানে।'

কথা বলতে বলতে টমিকে উপরতলায় নিয়ে এলেন মিসেস পেরেন্না, একটার পর একটা রুম দেখাচ্ছেন। 'বেশ কিছুদিন থাকবেন আপনি, না? তা হলে বিল এক সপ্তাহ পর পর দিলেই চলবে। আর আমার রুমগুলোর ভাড়া কিন্তু একটু বেশি।'

টমি এমন ভাব করল, যেন হতাশ হয়েছে।

'কী করবো বলুন?' নিজের সাফাই গাওয়ার সুর মিসেস

পেরেন্নার কণ্ঠে। 'যুদ্ধের কারণে সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে।'

'ঠিক। হিটলারকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। লোকটা একটা পাগল।'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস পেরেন্না। 'আপনি মিস মিডোস, মানে আমার আগের এক বোর্ডারের আত্মীয়...আপনার জন্য হাউসকিপিং-এর খরচ সবক্ষেত্রে আধ গিনি করে কম রাখবো।'

'ভেবে দেখি,' চলে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দিল টমি। ওর পিছু পিছু সদর-দরজা পর্যন্ত এলেন মিসেস পেরেন্না, বকবক করছেন।

টমি ভাবছে, মিসেস পেরেন্নাকে কুৎসিত বলা চলে না। আবার তিনি সে-রকম সুন্দরীও না। তাঁর জাতীয়তা কী? ইংরেজ? মনে হয় না। পেরেন্না নামটা শুনলে স্প্যানিশ বা পর্তুগিজদের কথা মনে পড়ে। তবে নামটা তাঁর স্বামীরও হতে পারে, এবং সে-সম্ভাবনাই বেশি। ভদ্রমহিলা সম্ভবত আইরিশ। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের লোকেরা যেভাবে ইংরেজি বলে সেভাবে তা বলেন না তিনি।

'ঠিক আছে,' মিসেস পেরেন্নার বকবকানি শুনে রাজি হওয়ার ভঙ্গিতে বলল টমি, 'কাল তা হলে চলে আসবো আপনার এখানে।'

পরদিন ছ'টার সময় চলে এল সে। ওকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হলে বেরিয়ে এলেন মিসেস পেরেন্না। সন সুসির বোর্ডার হিসেবে টমি কী করতে পারবে এবং কী করতে পারবে না, সেসবের লম্বা একটা লিস্ট ধরিয়ে দিলেন ওর হাতে। তারপর ওকে লাউঞ্জে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমার বোর্ডিংহাউসে যাঁরা থাকেন তাঁদেরকে বোর্ডার বলি না আমি। তাঁরা আমার অতিথি। নতুন কেউ এলে তাঁকে সবসময় পরিচয় করিয়ে দিই আগের অতিথিদের সঙ্গে।'

মিসেস পেরেন্না আর টমি ছাড়া পাঁচজন মানুষ আছে লাউঞ্জে। ওদের দিকে তাকিয়ে মিসেস পেরেন্না বললেন, 'আমাদের নতুন

মেহমান...মিস্টার মিডোস।' কুঁতকুঁতে চোখ আর নাকের নিচে গোঁফের রেখাওয়ালা বিশালদেহী এক মহিলার দিকে টমির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'মিসেস ও'রুর্ক।'

'মেজর ব্লেচলি,' সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তাকে ইঙ্গিতে দেখালেন মিসেস পেরেন্না।

টমির দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটুখানি নোয়ালেন মেজর ব্লেচলি।

'মিস্টার কার্ল ভন ডেইনিম,' সাদা চুল আর নীল চোখের এক যুবককে দেখালেন মিসেস পেরেন্না।

উঠে দাঁড়িয়ে টমিকে বাউ করল কার্ল।

খাকি উল দিয়ে কিছু একটা বুনছেন বয়স্কা একটা মহিলা, তাঁকে দেখিয়ে মিসেস পেরেন্না বললেন, 'মিস মিল্টন।'

টমির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় ফিক করে হেসে ফেললেন মিস মিল্টন।

'আর সবশেষে মিসেস ব্লেনকেনসপ,' বললেন মিসেস পেরেন্না।

এই মহিলাও কী যেন বুনছে, ওর নামটা উচ্চারিত হতে শুনে উসুখুসু কালো চুলে ভরা মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল টমির দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে যেন দম আটকে গেল টমির।

ওর মনে হচ্ছে, সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘরটা ঘুরছে।

টাপেন্স!

যত অসম্ভব আর অবিশ্বাস্যই হোক না কেন, সন সুসির লাউঞ্জে বসে একটা ব্যালাক্ল্যাভা হেলমেট বুনছে সে! এখন সোজা তাকিয়ে আছে টমির চোখের দিকে। ওর সেই শান্ত নিরুৎসুক দৃষ্টি দেখলে কেউ বলবে না, টমির সঙ্গে পূর্ব পরিচয় আছে ওর।'

টমির বিস্ময়বোধ বাড়ল।

টাপেন্স কীভাবে এল এখানে?

দুই

সন্ধ্যাটা কীভাবে কাটছে টমির, তা নিজেই জানে না সে।

বার বার টাপেন্সের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছে ওর, কিন্তু বার বারই সামলে নিচ্ছে নিজেকে। যদি ভুলেও কখনও চোখ পড়ছে, হুঁশ হওয়ামাত্র তাকাচ্ছে আরেকদিকে।

ডিনারের সময় দেখা মিলল সন সুসির আরও তিন বাসিন্দার।

দু'জন মাঝবয়সী এক দম্পতি—মিস্টার ও মিসেস কেইলি। অন্যজন মিসেস স্প্রট, যুবতী। অল্প বয়সে বিয়ে করে মা হয়ে গেছে। জার্মানদের হামলার ভয়ে নিজের ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে লণ্ডন ছেড়ে এখানে এসেছে। ওকে দেখলেই বোঝা যায়, বাধ্য হয়ে লিয়াহ্যাম্পটনে থাকতে হচ্ছে বলে খুবই বিরক্ত সে। টমিও লণ্ডন থেকে এসেছে শুনে জানতে চাইল, 'লণ্ডন এখন অনেকটাই নিরাপদ, না? শুনলাম অনেকেই নাকি ফিরে যাচ্ছে সেখানে?'

কিন্তু টমি কিছু বলার আগে মিসেস ও'রুর্ক বললেন, 'সঙ্গে বাচ্চা আছে এ-রকম কারও যাওয়া উচিত না লণ্ডনে। আপনার মেয়ে বেটির কথা ভেবে দেখুন একটাবার। কী লক্ষ্মী সে! ওর কিছু হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন কখনও? হিটলার কী ঘোষণা দিয়েছে, ভুলে গেছেন? ইংল্যাণ্ডে আক্রমণ করার সময় নাকি ঘনিয়েছে। আমার মনে হয় গ্যাস-হামলা করবে লোকটা।'

'যা জানেন না তা বলছেন কেন?' ফুঁসে উঠলেন মেজর ব্লেচলি। 'গ্যাসের পেছনে নষ্ট করার মতো সময় নেই জার্মানদের।

হাই এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করা হবে, যেমনটা করা হয়েছে স্পেনে।'

খাওয়া শেষে লাউঞ্জে গিয়ে বসল ওরা সবাই। মেজর ব্লেচলির কাছ থেকে তাঁর সৈনিকজীবনের একটা একঘেয়ে অভিজ্ঞতা শুনতে বাধ্য হলো টমি।

উঠে বাইরে চলে গেল কার্ল, যাওয়ার আগে গোবরাটে দাঁড়িয়ে বাউ করল বাকিদেরকে।

টমির পাঁজরে কনুই দিয়ে হালকা গুঁতো দিলেন মেজর ব্লেচলি। 'ওই ছোকরা কিন্তু আসলে একজন শরণার্থী। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাসখানেক আগে প্রাণ নিয়ে কোনওরকমে পালাতে পেরেছে জার্মানি থেকে।'

'সে তা হলে জার্মান?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ইহুদি না। নাৎসিদের বদনাম করে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছে ওর বাবা। শুনেছি কার্লের দুই ভাই নাকি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আছে এখন। সময়মতো দেশ ছাড়তে পেরেছে বলে বেঁচে গেছে সে।'

টমির দিকে এগিয়ে এলেন মিস্টার কেইলি, গল্প জুড়ে দিলেন ওর সঙ্গে। তাঁর সেই গল্প শেষ হতে হতে ঘুমানোর সময় হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়ল টমি। এসপ্ল্যানেড আছে সন সুসির বাইরে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল সেখানে। কিছুক্ষণ পর দেখল, পরিচিত একটা মানুষ এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

হ্যাট উঁচু করল টমি। 'গুড মর্নিং, মিসেস ব্লেনকেনসপ।'

কাছেপিঠে এমন কেউ নেই, যে শুনতে পাবে ওদের কথোপকথন।

টমির কাছে গিয়ে দাঁড়াল টাপেন্স।

'তুমি এখানে এলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল টমি। 'অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছ দেখছি!'

'অলৌকিক না। একটু বুদ্ধি খাটিয়েছি আর কী।'

'কী বুদ্ধি?'

'মিস্টার গ্র্যান্ট যখন মিস্টার কার্টারের কথা বললেন, তখনই বুঝে গেলাম গুরুতর কিছু একটা হয়েছে। বুঝলাম, তথাকথিত দাপ্তরিক কাজের নামে আসলে কী কাজে পাঠানো হবে তোমাকে। আরও বুঝলাম, আমাকে যেতে দেয়া হবে না তোমার সঙ্গে। তাই বাধ্য হয়ে চালাকি করতে হলো আমাকে। শেরির বোতল আনার বাহানায় চুপিসারে চলে গেলাম ফ্ল্যাটের বাইরে, ব্রাউনদের ফ্ল্যাটে গিয়ে ফোন করলাম মরিনকে। কিছুক্ষণের মধ্যে পাল্টা ফোন করতে বললাম ওকে, কী বলতে হবে তা-ও শিখিয়ে দিলাম। আমার কথামতো কাজ করল সে। ওর উঁচু কণ্ঠ শুনে তোমাদের মনে কোনও সন্দেহই থাকল না, আসলেই দুর্ঘটনায় পড়েছে সে। ওকে সাহায্য করার জন্য ছুটে যাওয়ার ভান করলাম তখন। দড়াম করে লাগালাম হলের দরজাটা, অথচ আমি তখন আমাদের ফ্ল্যাটের ভিতরেই—ভালোমতোই জানি, সিটিংরুম থেকে দেখা যায় না ওই জায়গা। তোমাদের দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে সন্তর্পণে ঢুকে পড়লাম বেডরুমে—ছ'ফুট উঁচু আলমারিটার কারণে এবারও আমাকে দেখতে পেলে না তোমরা। একটুখানি ফাঁক করে রাখলাম বেডরুমের দরজা যাতে কী বলো তোমরা তা শুনতে পারি স্পষ্ট।'

'তারমানে আমাদের সব কথা শুনেছ তুমি?'

'সব।'

'তা হলে পরে কিছু বললে না কেন আমাকে?'

'কারণ তোমাকে আর তোমার মিস্টার গ্র্যান্টকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।'

'লোকটা আমার মিস্টার গ্র্যান্ট না।'

'ওর জায়গায় যদি মিস্টার কার্টার থাকতেন, অতটা খাটো করে দেখতেন না আমাকে। ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে যখন কাজ করতাম আমরা, তখন সেটার পরিবেশ এখনকার চেয়ে অনেক ভালো ছিল।'

'ব্লেনকেনসপ নামটা রাখতে গেলে কেন?'

'কারণ আমার ক্যামিকনিকারে নকশি করা আছে "পি" আর "বি" অক্ষর দুটো। বলে দিয়েছি, আমার নাম প্যাট্রিশিয়া ব্লেনকেনসপ। তুমি ছাড়া এখানকার আর কেউ জানে না ওটা আসলে প্রুডেন্স বেরেসফোর্ড। ...মিডোস নামটা পছন্দ করলে কেন নিজের জন্য?'

'কারণ প্রথম কথা আমার প্যান্টে কোনও "বি" নকশি করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, নামটা দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'তুমি বিবাহিত নাকি অবিবাহিত?'

'বিপত্নীক। আজ থেকে দশ বছর আগে সিঙ্গাপুরে মারা গেছে আমার স্ত্রী।'

'সিঙ্গাপুরে কেন?'

'আমাদের সবাইকে কোথাও-না-কোথাও মরতে হবে। সিঙ্গাপুরে মরতে অসুবিধা কী?'

'কোনও অসুবিধা নেই। মরার জন্য সিঙ্গাপুর আদর্শ জায়গা। ...আমি বিধবা।'

'তোমার স্বামী কোথায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে?'

'তাতে কিছু যায়-আসে? ধরে নাও কোনও একটা নার্সিংহোমে।'

'মৃত্যুর কারণ কী?'

'লিভার সিরোসিস।'

'নিজের ব্যাপারে আর কিছু জানাবে?'

'হ্যাঁ। আমার এক ছেলে ডগলাস আছে নেভিতে। আরও দুটো ছেলে আছে আমার। একজন রেমণ্ড, এয়ারফোর্সে আছে। অন্যজনের নাম সিরিল।'

'একসঙ্গে এতজন ব্লেনকেনসপের কথা শুনলে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে যে-কেউ।'

'ওরা ব্লেনকেনসপ না। ব্লেনকেনসপ আমার দ্বিতীয় স্বামীর নাম। প্রথম স্বামীর নাম হিল। টেলিফোন বুকে হিল নামটা আছে তিন পাতা জুড়ে। সবগুলো নাম চেক করা সম্ভব না কারও পক্ষে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টমি। 'কাজের কথায় আসি। সন সুসিতে গতকাল সন্ধ্যায় এসেছি আমি। তুমি এখানে আছো আরও আগে থেকে। কোনও বোর্ডারকে দেখে কি মনে হয়েছে, তাদের কেউ ফিফ্‌থ্ কলামের এজেন্ট?'

'কার্ল ভন ডেইনিম,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল টাপেন্স।

'পুলিশ কি শরণার্থীদের রেকর্ড চেক করে?'

'করার কথা। ...ছেলেটা আকর্ষণীয়।'

'কী বোঝাতে চাইছ? ওর সঙ্গে যদি কোনও মেয়ে মেলামেশা করে তা হলে ওর কাছে কোনও গোপন-কথা ফাঁস করে দেবে মেয়েটা? কিন্তু এখানে এমন কোনও মেয়ে নেই যার বাবা জেনারেল অথবা অ্যাডমিরাল।'

'মিসেস পেরেন্নাকে কেমন মনে হয়েছে তোমার?'

'কপট। তাঁর ভালোমানুষি আসলে লোকদেখানো। আর এমন ভঙ্গিতে কথা বলেন, শুনলে মনে হয় ব্যাখ্যা দাবি করছেন।'

'আমাদের কী হবে? মানে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করবো কীভাবে?'

'ঘন ঘন দেখা করাটা উচিত হবে না আমাদের।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়? আমি যদি লেগে থাকি তোমার

পেছনে?'

'মানে!'

'মানে শালীনতার খাতিরে আমাকে এড়ানোর চেষ্টা করবে তুমি, কিন্তু হাজার হোক পুরুষমানুষ, সবসময় পারবে না। আমি আগে দু'বার বিয়ে করেছি, এখন বিয়ে করার জন্য খুঁজছি তৃতীয় কাউকে। তাই যখন-তখন যেখানে-সেখানে তোমাকে পাকড়াও করবো আমি, এটা-সেটা নিয়ে কথা বলবো তোমার সঙ্গে। আমাদেরকে, বিশেষ করে আমাকে দেখে হাসাহাসি করবে সবাই, তোমার উপর থেকে নজর সরে যাবে ওদের। তখন নিজের মতো করে কাজ করতে সুবিধা হবে তোমার।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে টমি বলল, 'প্ল্যানটা ভালোই মনে হচ্ছে।'

'দেখো, দেখো!' হঠাৎ বলে উঠল টমি। 'দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা ওই ছেলেটা কার্ল না?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছেলেটাকে দেখল টাপেন্স। 'হ্যাঁ।'

বেশ দূরেই দাঁড়িয়ে আছে কার্ল, একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। দু'জনই মশগুল হয়ে আছে কথোপকথনে।

'মেয়েটা কে?' বলল টাপেন্স।

'যে-ই হোক না কেন, মেয়েটা কিন্তু বেশ সুন্দরী।'

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স, দেখছে মেয়েটাকে। রোদেপোড়া বাদামি চামড়া ওর, গায়ের টাইটফিটিং পুলওভার যেন ফুটিয়ে তুলেছে দেহকাঠামোটাকে। বেশিরভাগ কথা সে-ই বলছে, এবং যা বলছে জোর দিয়ে বলছে। কার্ল ভন ডেইনিম এই মুহূর্তে নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা পালন করছে।

'আমাদের বোধহয় বিদায় নেয়ার সময় হয়েছে,' বলল টাপেন্স।

'ঠিক,' আরেকদিকে চলে গেল টমি।

হাঁটতে হাঁটতে অন্য একজায়গায় মেজর ব্লেচলির সঙ্গে দেখা

হয়ে গেল ওর।

টমির দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মেজর বললেন, 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং।'

'আপনিও দেখছি আমার মতো সকাল সকাল উঠে পড়েন।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েদের দেখলে তো গায়ে-জ্বর-আসার মতো অবস্থা হয় আমার। সকাল দশটা কিংবা তারও পরে নাস্তা খেতে নামে ওরা! জার্মানরা যদি আসলেই হামলা চালায় আমাদের দেশে, ওই কুঁড়ের বাদশারা কি কোনও উপকারে আসবে?'

'মনে হয় না। ...মিসেস ব্লেনকেনসপের ব্যাপারে কিছু জানেন নাকি?' কুঁড়ের বাদশাদের নিয়ে কথা বলতে চায় না টমি।

'মিসেস ব্লেনকেনসপ? দেখতে খারাপ না। শুধু দাঁতগুলো একটু বড় বড়। কথা বেশি বলেন। এমনিতে ভালো, কিন্তু বোকাটে। ...না, ভালোমতো চিনি না তাঁকে। দু'দিন হলো সন সুসিতে আছেন। ...কেন জানতে চাইলেন ওর কথা?'

'কিছুক্ষণ আগে দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। এত সকাল সকাল উঠে গেছেন দেখে আশ্চর্যই হলাম।'

রহস্যময় হাসি হাসলেন মেজর ব্লেচলি। 'সাবধান থাকবেন। মিসেস ব্লেনকেনসপ কিন্তু বিধবা।'

'মানে?'

'মহিলার আগের দুই স্বামী মারা গেছেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় নতুন একজনের খোঁজ করছেন। তাঁর নজর আপনার মতো বিপত্নীক কারও উপর পড়াটা অস্বাভাবিক না,' রহস্যময় হাসি হেসে চলে গেলেন মেজর ব্লেচলি।

অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কার্ল আর ওই মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেছে টাপেন্স। ভাব দেখলে মনে হবে উদাসীন সে, আত্মচিন্তায় বিভোর।

অচেনা মেয়েটার কিছু কথা কানে এল টাপেন্সের, '...কার্ল, সাবধান থাকতে হবে তোমাকে। ঘুণাক্ষরেও যেন কিছু সন্দেহ না করে কেউ। এমনিতেই ইংরেজদের দু'চোখে দেখতে পারি না আমি...'

কার্ল আর ওই মেয়েকে ছাড়িয়ে চলে এল টাপেন্স, এখন আর শুনতে পাচ্ছে না ওদের কথা।

সাবধান থাকতে হবে কার্লকে...মানে?

ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন সন্দেহ না করে...কেন?

হাঁটছে টাপেন্স, গতি আরও ধীর হয়েছে ওর।

কার্ল ভন ডেইনিম, ভাবছে টাপেন্স, নাৎসিদের কবল থেকে পালিয়ে আসা একজন শরণার্থী। ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় পেয়েছে সে। যে-মেয়ে ইংরেজদের ঘৃণা করে, তার সঙ্গে মেলামেশা করাটা কি কার্লের জন্য অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ না?

কিছুদূর গিয়ে থেমে ঘুরে দাঁড়াল টাপেন্স। কার্লের সঙ্গে কথা শেষ ওই মেয়ের। রাস্তা পার হয়ে চলে যাচ্ছে মেয়েটা। আর কার্ল এগিয়ে আসছে টাপেন্স যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে।

টাপেন্সকে পাশ কাটিয়ে চলে যেত ছেলেটা, সরে গিয়ে জায়গা দেয়ার ভান করে ওর গতিপথে এসে দাঁড়াল টাপেন্স, নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল কার্লের।

থেমে দাঁড়িয়ে টাপেন্সকে বাউ করল কার্ল।

'গুড মর্নিং, মিস্টার ভন ডেইনিম। সকালটা সুন্দর।'

'হ্যাঁ, আবহাওয়াটা ভালো।'

'আমি সাধারণত ব্রেকফাস্টের আগে বাইরে আসি না, কিন্তু এত সুন্দর সকাল দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। নতুন

কোনও জায়গায় এলে ঠিকমতো ঘুমাতে পারি না আসলে, মানিয়ে নিতে দু'-একদিন লেগে যায়।'

'ও আচ্ছা।'

'তা ছাড়া একটু হাঁটাচলা করলে ক্ষুধাও বাড়ে।'

'আপনি কি সন সুসিতে ফিরবেন এখন? তা হলে চলুন একসঙ্গে ফিরি।'

পাশাপাশি হাঁটছে টাপেন্স আর কার্ল।

'আপনিও কি ক্ষুধা বাড়ানোর জন্য হাঁটতে বের হয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল টাপেন্স।

'না। আমি ইতোমধ্যেই নাস্তা খেয়ে নিয়েছি। আমি কাজে যাচ্ছিলাম।'

'কাজ?'

'আমি একজন রিসার্চ কেমিস্ট।'

কিছু না বলে কার্লের দিকে তাকাল টাপেন্স।

'নাৎসিদের কবল থেকে বাঁচার জন্য এ-দেশে আসতে হয়েছে আমাকে। তখন পকেটে সামান্য কিছু টাকা ছিল, আর বন্ধু বলতে ছিল না কেউই। কিন্তু পেট চালানোর জন্য কিছু তো করতেই হবে, না?'

'জার্মানিতে কে কে আছে আপনার?'

'দুই ভাই আছে, ওরা এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি। ও-রকম এক ক্যাম্পে বন্দি থাকা অবস্থায় নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মারা গেছেন আমার বাবা। মা-ও মারা গেছেন—দুঃখ আর ভয়ে।'

টাপেন্স ভাবল, এত গড়গড় করে পরিবারের বর্ণনা দিচ্ছে কার্ল, শুনলে মনে হয় মুখস্থ করে এসেছে। আরও একবার তাকাল ছেলেটার দিকে।

নীরবতা। পাশাপাশি হাঁটছে দু'জনে। দু'জন লোক পাশ

কাটাল ওদেরকে। একজন চট করে একবার দেখল কার্লকে। তারপর ওর সঙ্গীর উদ্দেশে নিচু গলায় বলল, 'বাজি ধরে বলতে পারি লোকটা জার্মান।'

কথাটা কান এড়াল না টাপেন্সের। আড়চোখে দেখল, গাল লাল হয়ে গেছে কার্লের।

'শুনলেন তো?' অদ্ভুত কোনও আবেগ যেন উথলে উঠেছে কার্লের বুকে। 'কেউ যখন আমাকে জার্মান বলে, তখন আমার মনে হয় গালি দিচ্ছে।'

'সহ্য করা ছাড়া উপায় কী, বলুন? আপনি একজন শরণার্থী, এই দেশের নাগরিক না। কেউ আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, কেউ করবে দুর্ব্যবহার। আপনি বেঁচে আছেন...মানে আপনার বাবা বা ভাইদের মতো অবস্থা হয়নি আপনার...সেটাই বড় কথা। ভুলে যাবেন না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, ইংল্যাণ্ডসহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশ লড়ছে আপনার দেশের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া প্রথম দেখায় কে ভালো আর কে খারাপ তা বুঝতে পারার চেয়ে, কে জার্মান আর কে ইংরেজ তা বুঝতে পারাটা সহজ,' একটুখানি হাসল টাপেন্স। 'ঠিক না?'

টাপেন্সের দিকে তাকিয়ে আছে কার্ল। অবদমিত কোনও আবেগের কারণে মর্মভেদী বলে মনে হচ্ছে ওর নীল দুই চোখ। হেসে ফেলল সে-ও, বলল, 'একসময় আমেরিকানরা রেড ইণ্ডিয়ানদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। বলত, ভালো ইণ্ডিয়ান মানেই মরা ইণ্ডিয়ান। ...একজন ভালো জার্মান হতে হলে সময়মতো কাজে যাওয়াটা জরুরি আমার জন্য। গুড মর্নিং।'

বাউ করে চলে গেল কার্ল।

সন সুসির হলের দরজাটা খোলা। ভিতরে কার সঙ্গে যেন ধমকের সুরে কথা বলছেন মিসেস পেরেন্না।

'গতবার যে-মার্জারিন দিল সে, সেটা সম্পর্কে একটু আগে যা বলেছি তা জানিয়ে দিয়ো ওকে। "ক্যুইলার্স"-এ হ্যামের দাম দু'পেন্স কমেছে, ওটা ওখান থেকেই নিতে বলো ওকে। আর বাঁধাকপির ব্যাপারে সাবধান, একটাও যেন...' টাপেন্সকে ঢুকতে দেখে থেমে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, 'গুড মর্নিং, মিসেস ব্লেনকেনসপ। আপনি দেখছি ভোরের পাখি! নাস্তা এখনও খাননি, না? ডাইনিংরুমে দেয়া আছে।' তাঁর পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে, শিলা পেরেন্না। ওর সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি নিশ্চয়ই? একটা কাজে কয়েকদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিল, গতকাল রাতে ফিরেছে।'

শিলার দিকে তাকাল টাপেন্স। মেয়েটা প্রাণবন্ত ও সুন্দরী। তবে এখন ওকে বিরক্ত আর ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে। মেয়েটার উর্দ্দেশে মুচকি হেসে ডাইনিংরুমে গিয়ে ঢুকল টাপেন্স।

তিনজন মানুষ নাস্তা খাচ্ছে। মিসেস স্প্রট আর ওর বাচ্চাটা এবং মিসেস ও'রুর্ক। গুডমর্নিং জানিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল টাপেন্স।

'নাস্তা খাওয়ার আগে একটু হাঁটাহাঁটি করা ভালো,' বললেন মিসেস ও'রুর্ক। 'রুচি বাড়ে।'

'রুটিটা চমৎকার,' মেয়েকে বলল মিসেস স্প্রট, 'দুধটাও। খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি।' একচামচ দুধ নিয়ে চামচটা মেয়ের মুখে ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

মুখ সরিয়ে নিল বেটি স্প্রট। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে টাপেন্সের দিকে। দুধসাদা একটা আঙুল তুলে দেখাল টাপেন্সকে, হাসল টাপেন্সের উদ্দেশে, বুদ্বুদ ওঠার আওয়াজের মতো করে বলল, 'গা...গা বাউচ।'

টাপেন্সের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হাসি হাসল মিসেস স্প্রট। 'আপনাকে পছন্দ হয়েছে বেটির। অপরিচিত মানুষদের সামনে

বেশিরভাগ সময় মুখই খোলে না সে।'

'বাউচ,' বলছে বেটি, 'আহ্ পুথ আহ্ ব্যাগ।'

'মানে কী কথাটার?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ও'রুর্ক।

মিসেস স্প্রট বলল, 'মেয়েটার বয়স দুইয়ের একটু বেশি হলেও এখনও ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, কেমন জড়িয়ে যায়। সে যা বলে, তার বেশিরভাগ বুঝি না আমি নিজেও।' মেয়ের দিকে তাকাল। ' "মা" বলো তো?'

মায়ের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বেটি। তারপর বলল, 'কাঁগ্‌ল্ বিক্।'

হেসে ফেললেন মিসেস ও'রুর্ক। 'বাচ্চারা আসলে পরীদের মতো। ওদের নিজেদের ভাষা আছে। ...বেটি, "মা" বলো তো?'

মিসেস ও'রুর্কের দিকে তাকাল বেটি, ভ্রূ কোঁচকাল। কিছুটা জোর দিয়ে বলল, 'ন্যাযের।'

'লক্ষ্মী মেয়ে!' উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ও'রুর্ক, বেটির দিকে আরেকবার তাকিয়ে হেলেদুলে চলে গেলেন রুমের বাইরে।

'গা, গা, গা,' খুব খুশি হয়েছে বেটি, হাতেধরা চামচটা দিয়ে টেবিলে বাড়ি দিল।

'ন্যাযের মানে কী?' জিজ্ঞেস করল টাপেন্স।

চেহারা লাল হয়ে গেল মিসেস স্প্রটের। 'বেটি যখন কাউকে পছন্দ করে না, তখন ওই শব্দটা বলে।'

'তা-ই ভেবেছিলাম,' বলল টাপেন্স।

'আসলে...মিসেস ও'রুর্ক সবসময় দয়ালু একটা ভাব দেখানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁকে খুব একটার সুবিধার বলে মনে হয় না আমার।'

রুমের দরজাটা খুলে গেল, টমিকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন মেজর ব্লেচলি। টমিকে দেখামাত্র চেহারায় কৌতূহল ফুটে উঠল টাপেন্সের।

'মিস্টার মিডোস!' স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু গলায় বলল সে। 'তখন হাঁটায় পারলেন না আমার সঙ্গে। আর এখন এমন এক সময়ে নাস্তা খেতে এসেছেন, যখন খাবার আর বেশি বাকি নেই। আসুন, আমার পাশে বসুন।'

বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে টাপেন্সের থেকে দূরে, টেবিলের আরেকপ্রান্তে গিয়ে বসল টমি।

খুশিতে নিজের দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল বেটি।

টাপেন্স ভাবছে, বড় রকমের ভুল করেছে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট। সন সুসিতে ফিফ্‌থ্‌ কলামের কোনও এজেন্ট নেই, থাকতে পারে না। লিয়াহ্যাম্পটন ফিফ্‌থ্‌ কলামের হেডকোয়ার্টার হতে পারে না।

তিন

টেরেসে উল আর কাঁটা নিয়ে বোনার কাজে ব্যস্ত মিস মিল্টন।

হালকাপাতলা শরীর তাঁর, দেখলে মনে হয় হাড়ের গড়ন টের পাওয়া যাবে চামড়ার নিচে। বিবর্ণ আকাশী-নীল জাম্পার পরে আছেন, গলায় পুঁতির নেকলেস। স্কার্টটা মিশ্রিত বর্ণের, মোটা ও নরম পশমি কাপড়ের।

টাপেন্সকে দেখে তিনি বললেন, 'গুড মর্নিং, মিসেস ব্লেনকেনসপ। আশা করি ভালো ঘুম হয়েছে আপনার।'

'নতুন কোনও জায়গায় গেলে প্রথম এক কি দু'রাত ঠিকমতো ঘুম হয় না আমার।'

'আশ্চর্য! আমারও একই অবস্থা।'

'কাকতালীয় ব্যাপার। ...আপনার স্টিচিং খুব সুন্দর।'

লজ্জা পেয়ে গেলেন মিস মিন্টন, তবে সন্তুষ্টও হয়েছেন। কী বুনছেন, দেখালেন টাপেন্সকে।

সহজ স্টিচিং, কিন্তু ও-রকম দেখা যায় না সচরাচর।

'আপনি চাইলে আপনাকে শিখিয়ে দিতে পারি,' বললেন মিস মিন্টন।

'কিন্তু...এসব কাজে আমার মাথা ভালো কাজ করে না...আমি সম্ভবত পারবো না। আমার দৌড় ব্যালাক্ল্যাভা হেলমেট বানানো পর্যন্তই। তা-ও ঠিকমতো পারছি না...এই দেখুন কেমন ভজকট পাকিয়ে ফেলেছি।'

বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে টাপেন্সের খাকি উলের জটটা দেখলেন মিস মিন্টন। কী ভুল করেছে সে, তা দেখিয়ে দিলেন। নিজের হাতে স্টিচিং খুলে ঠিকমতো বুনতে শুরু করলেন।

'আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি,' অপরাধ স্বীকার করার ঢঙে বলল টাপেন্স।

'না, না, কষ্ট কীসের? এই কাজ অনেক বছর থেকে করছি আমি।'

'আসলে...যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এসব কখনোই করিনি আমি। কিন্তু একদম বেকার বসে থাকলে তো চলে না। কিছু না কিছু তো করতেই হয়।'

'কাল রাতে না বললেন আপনার এক ছেলে নেভিতে আছে?'

'হ্যাঁ, আমার বড় ছেলে। আরেক ছেলে আছে এয়ারফোর্সে। তিন নম্বরটা থাকে ফ্রান্সে।'

'তিন ছেলে তিন জায়গায়...আপনার মনে সবসময় নিশ্চয়ই চিন্তা লেগেই থাকে?'

'কী করবো, বলুন? রুটিরুজির খাতিরে সব মেনে নিতে হয়

আমাদের মতো মানুষদের। আমরা শুধু আশা করতে পারি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এই সর্বনাশা যুদ্ধ। ...শুনলাম জার্মানরা নাকি আর দু'মাসের বেশি টিকবে না?'

মিস মিল্টন এত জোরে মাথা ঝাঁকালেন যে, নড়ে উঠে আওয়াজ করল তাঁর পুঁতির-মালা। নিচু গলায় বললেন, 'হিটলারের নাকি কী এক দুরারোগ্য অসুখ হয়েছে...অগাস্ট মাসের মধ্যেই পুরো পাগল হয়ে যাবে সে। ইদানীং নাকি প্রায়ই প্রলাপ বকে।'

টেরেসে এলেন মিস্টার ও মিসেস কেইলি। একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মিস্টার কেইলি। তাঁর হাঁটুর উপর পশমের মোটা একটা চাদর বিছিয়ে দিলেন মিসেস কেইলি।

'কী বলছিলেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার কেইলি।

'আগামী শরতের আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে,' বললেন মিসেস মিল্টন।

'ফালতু কথা। যুদ্ধ আরও ছয় বছরের আগে শেষ হয় কি না দেখুন।'

'আপনি কি তা-ই মনে করেন?' জিজ্ঞেস করল টাপেন্স।

'হ্যাঁ। কারণ জার্মানিকে চিনি আমি। বলা উচিত ছিল, জার্মানিকে ভালোমতো চিনি। একসময় ব্যবসা করতাম, ওসব ছেড়ে দেয়ার আগে ব্যবসার খাতিরে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে আমাকে। বার্লিন, হামবুর্গ, মিউনিখ...কোথায় যাইনি? নিশ্চিত করে বলতে পারি, অনির্দিষ্টকালের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম দেশটা।'

রেশমের একটা মাফলার নিয়ে এসে মিস্টার কেইলিকে দিলেন তাঁর স্ত্রী; সেটা গলায় পেঁচাচ্ছেন তিনি, চোখেমুখে সন্তুষ্টির ছাপ। কারণ, তিনি ভাবছেন, "প্রতিপক্ষ" দুই মহিলাকে উপযুক্ত "সবক" দেয়া গেছে।

বেটিকে নিয়ে টেরেসে এল মিসেস স্প্রট। ছোট্ট একটা উলের-কুকুর আর একটা উলের জ্যাকেট ধরিয়ে দিল মেয়ের হাতে। কুকুরটার একটা কান নেই।

'নাও,' বলল মেয়ের উদ্দেশে, 'বাইরে যাওয়ার জন্য কাপড় পরাও বনযোকে। সেই ফাঁকে রেডি হয়ে আসি আমি।'

বনযো, মানে উলের কুকুরটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেটি। নিজের আজব ভাষার খই ফুটছে ওর মুখে।

'ট্রাকল...ট্রাকল...পাহ ব্যাট,' বলছে সে।

একটা পাখি উড়ে এসে বসল ওর পাশে, শিশুসুলভ কৌতূহলে ওটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে, কী যেন বলল আবারও। উড়ে পালাল পাখিটা। আশপাশে উপস্থিত মানুষদের দেখল বেটি, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ডিকি।'

'মেয়েটার কথা শিখতে সময় লাগবে,' বললেন মিস মিন্টন। 'বেটি, "টা টা" বলো তো। "টা টা।" '

'গ্লুক!' বলে জ্যাকেটটা কোনওরকমে বনযোকে পরাল বেটি, তারপর ওটাকে নিয়ে লুকাল একটা চেয়ারের কুশনের আড়ালে। খিলখিল করে হেসে বলল, 'লুকাও, ঘেউ ঘেউ, লুকাও!'

মিস মিন্টন বললেন, 'লুকোচুরি খেলা পছন্দ করে মেয়েটা। কোনওকিছু হাতে পেলেই লুকিয়ে ফেলে।' গলা চড়িয়ে বেটির উদ্দেশে বললেন, 'বনযো কোথায়? কোথায় গেল সে?'

সীমাহীন আনন্দে হেসে উঠল বেটি।

একটু সেজেগুজে, হ্যাট পরে বেরিয়ে এল মিসেস স্প্রট; বেটিকে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

'মেয়েটার স্বভাব ভালো না,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন মিস্টার কেইলি, মিসেস স্প্রটের কথা বোঝাচ্ছেন। 'বেটিকে সবসময় এর-ওর কাছে দিয়ে নিজের কাজ করে।'

মিসেস কেইলির দিকে তাকাল টাপেন্স। 'যুদ্ধের ব্যাপারে

আপনার কী ধারণা?'

প্রশ্নটা শুনে এত চমকে গেছেন মিসেস কেইলি যে, দেখে মনে হলো লাফ দিয়েছেন তিনি। 'আমি? আমার আবার কী ধারণা থাকবে? কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?'

'যুদ্ধ কি আরও কমপক্ষে ছয় বছর চলবে?'

'মনে হয় না। ছয় বছর অনেক লম্বা একটা সময়। তবে...অ্যালফ্রেড তো তা-ই বলে।'

'আপনার স্বামীর কথা বাদ দিন। আপনার নিজের কী মনে হয় তা বলুন।'

'আমি...আসলে জানি না। যুদ্ধের ব্যাপারে আগাম কিছু বলাটা কঠিন কাজ।'

অস্থির লাগছে টাপেন্সের। পাখির মতো কিচিরমিচির করতে থাকা মিস মিন্টন, একনায়কসুলভ আচরণের মিস্টার কেইলি, জড়বুদ্ধির মিসেস কেইলি, মেয়েকে নিয়ে সবসময় ব্যস্ত মিসেস স্প্রট...এদের মধ্যে কে ফিফ্‌থ্ কলামের এজেন্ট? এদের মধ্যে...

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল টাপেন্সের, কারণ কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে, রোদের কারণে মানুষটার ছায়া পড়েছে ওর উপর। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে।

মিসেস পেরেন্না।

চুপিসারে হাজির হয়েছেন কখন যেন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর তথাকথিত "অতিথিদের" দিকে। কী আছে সেই দৃষ্টিতে? তাচ্ছিল্য?

মিসেস পেরেন্নার ব্যাপারে ভালোমতো জানতে হবে, ভাবল টাপেন্স।

মেজর ব্লেচলির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে টমির।

'সঙ্গে করে গল্ফ ক্লাব নিয়ে এসেছেন, মিডোস?'

'না।'

'তা-ই ভেবেছিলাম। প্রায় কোনওকিছুই আমার নজর এড়ায় না। এখানকার মাঠে খেলেছেন কখনও?'

'না।'

'এই জায়গা গল্ফ খেলার জন্য খারাপ না। তবে একটু ছোট। অসুবিধা নেই—খেল্‌তে খেলতে সাগরের দিকে তাকালে মনে কোনও ক্ষোভ থাকে না। আরও একটা সুবিধা আছে। লোকজন তেমন একটা হয় না এখানকার গল্ফ মাঠে। ...আজ যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? খেলবেন?'

'ধন্যবাদ। খেলতে পারলে ভালোই লাগবে আমার।'

'আপনি আসায় খুশিই হয়েছি। এখানে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। ইস্‌স্‌, আমাদের সঙ্গে যদি আরেকজন পুরুষমানুষ থাকত! আবার ভাববেন না কেইলির কথা বলছি। লোকটাকে দেখলেই আমার মনে হয় জ্বলজ্যান্ত একটা ওষুধের দোকান। দেখা হলেই তাঁর নিজের স্বাস্থ্য, কী চিকিৎসা নিচ্ছেন, কী ওষুধ খাচ্ছেন এসব ছাড়া আর কোনও কথা বলেন না। নিজের ওষুধের বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দিনে যদি দশ মাইল করে হাঁটেন তিনি, তা হলেই কিন্তু আর কোনও সমস্যা থাকে না তাঁর।'

'আরও একজন পুরুষমানুষ কিন্তু আছে সন সুসিতে।'

'কার কথা বলছেন? কার্ল? মিডোস, সত্যি বলতে কী, ওকে দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে থাকে আমার।'

'কেন?'

'কারণ সে একজন শরাণার্থী। ওদেরকে বিপজ্জনক মনে হয় আমার। আমার ক্ষমতা থাকলে ওদের সব ক'টাকে কোনও জায়গায় আটকে রাখতাম। ...নিজে বাঁচলে বাপের নাম।'

'কঠোর হয়ে গেল কথাটা।'

'মোটেও না। যুদ্ধ যুদ্ধই। তা ছাড়া কার্লকে সন্দেহও হয়

আমার। সে ইহুদি না। তারপরও যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাস আগে...খেয়াল করুন, এক মাস আগে...হাজির হয়েছে এখানে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক না?'

'তারমানে...'

'লোকটা একজন গুপ্তচর,' টমির না-বলা কথাটা শেষ করে দিলেন মেজর ব্লেচলি।

'কিন্তু...তা কীভাবে সম্ভব? এই জায়গায় মিলিটারি বা নেভির গুরুত্বপূর্ণ কিছুই তো নেই?'

'চালাকিটা তো সেখানেই। সে যদি প্লাইমাউথ বা পোর্ট্‌স্‌মাউথে থাকত, নজরদারি চালানো হতো ওর উপর। কিন্তু এ-রকম কোনও শান্ত নিরিবিলি জায়গায়, সে কী করল না-করল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো লোক কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, এই জায়গা কিন্তু উপকূলে অবস্থিত। এখানে শরণার্থী হিসেবে হাজির হওয়া যায় চট করে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে থাকা ভাইদের গল্প শোনানো যায়। ...আমি বলে রাখলাম, ওই ছোকরা নির্ঘাৎ একটা নাৎসি।'

কার্লকে নিয়ে আলোচনা আর এগোল না, কারণ হাঁটতে হাঁটতে ক্লাবহাউসের সামনে চলে এসেছে টমিরা।

অস্থায়ী সদস্য হিসেবে লিখে নেয়া হলো টমির নাম। ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ওকে। লোকটা বয়স্ক, প্রথম দেখায় অভিব্যক্তিহীন বলে মনে হয়। সাবস্ক্রিপ্‌শন ফি দিয়ে মেজরের সঙ্গে মাঠে গিয়ে হাজির হলো টমি।

টমি সাধারণ একজন গল্ফার। ওর চেয়ে ভালো খেলেন মেজর। তিনিই জিতলেন।

'ভালো খেলেছেন, মিডোস,' খেলা শেষে উৎসাহ দিলেন তিনি টমিকে, 'বেশ ভালো খেলেছেন। শট নেয়ার কায়দাকানুন ঠিকমতো জানলে আরও ভালো খেলতে পারতেন। নিয়মিত খেলা

উচিত আমাদের। সুযোগ পেলেই চলে আসবেন এখানে, আরও যাঁরা খেলে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো আপনার। এই দেখুন, বলতে না বলতেই হেইডক হাজির। আগে ব্যবসা করতেন, এখন অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। আমাদের বোর্ডিংহাউসের পাশের পাহাড়ে যে-বাড়ি আছে, সেটা তাঁরই। আরও একটা পরিচয় আছে তাঁর। তিনি একজন এল.ডি.ভি., মানে লোকাল ডিফেন্স ভলাণ্টিয়ার।'

কমাণ্ডার হেইডক বিশালদেহী অকপট মানুষ। রোদেপোড়া চামড়া তাঁর, দুই চোখ গাঢ় নীল। কথা বলতে বলতে চেঁচিয়ে ওঠা তাঁর স্বভাব। এমনভাবে টমিকে সম্ভাষণ জানালেন তিনি, যেন দেখা হয়েছে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে।

'তা হলে আপনিই ব্লেচলিকে সঙ্গ দিচ্ছেন সন সুসিতে?' টমিকে বললেন হেইডক। 'এতদিনে একজন কাউকে পেলেন তিনি। মহিলা সমাজের নিচে বলতে গেলে চাপা পড়ে ছিলেন বেচারা।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন হা হা করে।

'আমি রমণীমোহন না,' বললেন মেজর ব্লেচলি।

'আপনি যেখানে থাকেন সেখানে রমণীমোহন হয়েও লাভ নেই। বুড়ি বুড়ি মহিলা সব! খেজুরে গল্প করা আর উল দিয়ে এটা-সেটা বোনা ছাড়া কিছু পারে না।'

'মিস পেরেন্নার কথা ভুলে যাচ্ছেন আপনি,' বললেন মেজর।

'শিলা? হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে মেয়েটা আকর্ষণীয়। তবে গড়পড়তা সুন্দরী সে। ওর চেহারানকশায় বিশেষ কিছু নেই।'

'মেয়েটাকে নিয়ে...কী বলবো...আমি একটু চিন্তিত।'

'মানে? ...মিডোস, ড্রিঙ্ক নেবেন নাকি? আপনি কী নেবেন, মেজর?'

ড্রিঙ্কের অর্ডার দেয়া হলো। ক্লাবহাউসের বারান্দায় বসলেন তাঁরা। একটু আগের প্রশ্নটা আবার জিজ্ঞেস করলেন হেইডক।

'ওই জার্মান ছোকরার সঙ্গে ইদানীং একটু বেশিই দহরম-মহরম দেখা যাচ্ছে মেয়েটার,' মেজরের কণ্ঠে উষ্মা।

'মানে প্রেম-ভালোবাসা? তা হলে তো সমস্যা! ছোকরা নিজেও সুদর্শন। কিন্তু তাতে কী? শত্রুদেশের একটা লোক আমাদের দেশে এসে আমাদেরই এক মেয়েকে পটাবে, আর আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো...সেটা হতে দেয়া যায় না। আর মেয়েগুলোরই বা কী হয়েছে? দেশপ্রেম বলতে কি কিছুই নেই ওদের?'

'শিলা মেয়েটা অদ্ভুত,' বললেন ব্লেচলি। 'সে যদি রেগে গিয়ে কারও সঙ্গে চেঁচামেচি করে, তা হলে মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা হয় ওর।'

'স্প্যানিশ রক্ত,' বললেন কমাণ্ডার। 'ওর বাবা নাকি অর্ধেক স্প্যানিশ ছিল?'

'জানি না। তবে ওর নামটা সম্ভবত স্প্যানিশ।'

হাতঘড়ি দেখলেন কমাণ্ডার। 'খবরের সময় হয়েছে। চলুন, ভিতরে গিয়ে শুনি।'

উল্লেখযোগ্য কোনও খবর প্রচারিত হলো না রেডিয়োতে। সকালের পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছে, বলতে গেলে সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করা হলো।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন কমাণ্ডার। 'আমার কী মনে হয়, জানেন? আমার মনে হয়, জার্মানরা অচিরেই ল্যাণ্ড করবে লিয়াহ্যাম্পটনে। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন, একটাও অ্যাণ্টিএয়ারক্র্যাফ্‌ট্ গান নেই এখানে!'

যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা বেশিদূর এগোল না, কারণ লাঞ্চের সময় হয়েছে—সন সুসিতে ফিরতে হবে টমি আর মেজর ব্লেচলিকে।

'সময় করে আমার বাড়িতে আসবেন একদিন,' টমিকে আমন্ত্রণ জানালেন হেইডক। 'শখ করে বাড়ির নাম কী রেখেছি,

জানেন? "স্মাগলার্স রেস্ট"। সাগরের অনেকখানি আর একচিলতে সৈকত দেখতে পাবেন ওখান থেকে। চমৎকার দৃশ্য! টুকিটাকি অনেকরকম গ্যাজেটের একটা সংগ্রহশালা আছে আমার, আপনি গেলে দেখাবো। ...ব্লেচলি, মিস্টার বেরেসফোর্ডকে নিয়ে আসার দায়িত্ব আপনার।'

ঠিক হলো, টমিকে নিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় গলা ভেজাতে স্মাগলার্স রেস্টে যাবেন মেজর ব্লেচলি।

লাঞ্চ শেষ। সন সুসি এখন স্তব্ধ।

"বিশ্রাম" নিতে নিজেদের রুমে গেছেন মিস্টার কেইলি, সঙ্গে গেছেন মিসেস কেইলি। মিস মিন্টন টাপেন্সকে নিয়ে গেছেন স্থানীয় এক গুদামে—কিছু পার্সেল প্যাক করে নাম লিখে পাঠাতে হবে রণাঙ্গনে।

শহরে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছে টমি। একটা দোকান থেকে কয়েকটা সিগারেট কিনল সে, আরেকটা দোকান থেকে কিনল একটা পত্রিকার সাম্প্রতিকতম সংখ্যা। কী করবে সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল কিছুক্ষণ। তারপর চড়ে বসল "ওল্ড পিয়ার" নাম লেখা একটা বাসে।

ওল্ড পিয়ার জায়গাটা শহরের প্রায় শেষমাথায়। হাউস এজেন্টদের কাছে পশ্চিম-লিয়াহ্যাম্পটনের এই জায়গার কোনও দাম নেই বলা যায়। এখনও একরকম অবহেলিতই পড়ে আছে জায়গাটা। বাস থেকে নেমে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল টমি। চারপাশ কেমন যেন পলকা, রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে মলিন। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ভগ্নপ্রায় পেনি-ইন-দ্য-স্লট মেশিন। বয়স্ক কাউকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু বাচ্চারা খেলছে এখানে-সেখানে। মাঝেমধ্যে শোনা যাচ্ছে ওদের চেঁচামেচির শব্দ। সে-আওয়াজ ছাপিয়ে, কখনও কখনও, কানে আসছে সীগালের কর্কশ

চিৎকার। দূরে জেটির-সঙ্গে-লাগোয়া পিয়ারের এককোনায় বসে মাছ ধরছে নিঃসঙ্গ এক লোক।

অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে জেটিতে গেল টমি। পানির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'কিছু ধরতে পারলেন?'

মাথা নাড়লেন মিস্টার গ্র্যান্ট। 'সব দিন একরকম যায় না। আপনার কী খবর, মিস্টার মিডোস?'

'রিপোর্ট করার মতো কিছু জানতে পারিনি, স্যর। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'ভালো। কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।'

বলার্ড, মানে জেটির সঙ্গে জাহাজ বেঁধে রাখার জন্য লোহার যে-মোটা খুঁটি থাকে, সেটার উপর বসে পড়ল টমি। 'ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই সন্দেহভাজনদের একটা তালিকা বানিয়ে ফেলেছেন আপনারা?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার গ্র্যান্ট।

'মেজর ব্লেচলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছি,' বলছে টমি। 'আজ সকালে একসঙ্গে গল্ফ খেললাম আমরা। সাধারণ মানের একজন রিটায়ার্ড অফিসার বলা যায় তাঁকে। আর মিস্টার কেইলিকে মনোবিকারগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে আমার। তিনি নিজেই বলেছেন, রুটিরুজির খাতিরে জার্মানির অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে।'

'পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।'

'ভন ডেইনিম—আমাদের আরেক সন্দেহভাজন।'

'হুঁ।'

'আপনার কী মনে হয়? সে-ই "এন"?'

মাথা নাড়লেন মিস্টার গ্র্যান্ট। 'না। কারণ "এন" এমন কিছু করবে না, যার ফলে জার্মান বলে মনে হবে ওকে।'

'এমনকী একজন জার্মান শরণার্থীর ছদ্মবেশেও থাকবে না

সে?'

'সম্ভাবনা কম। কারণ ওরা জানে, এই দেশে থাকা যে-কোনও ভিনদেশীর উপরই নজর থাকে আমাদের। তা ছাড়া...একটা গোপন কথা বলি...ষোলো থেকে ষাট বছর বয়সী যে-কোনও সন্দেহভাজন বিদেশীকে নজরবন্দি করার পরিকল্পনা করেছি আমরা। এবং সেটা ওরাও টের পেয়ে গেছে হয়তো। ওদের জায়গায় আমি থাকলে কখনোই চাইবো না, আমার নেতা নজরবন্দি হোক। কাজেই আমার ধারণা, "এন" ভিনদেশী হলেও ইংরেজ বলে পরিচয় দেবে নিজের, অথবা সে আসলেই একজন ইংরেজ। একই কথা "এম"-এর বেলাতেও প্রযোজ্য।'

'কথাটার মানে কী দাঁড়াচ্ছে?'

'ভন ডেইনিম পুরো চক্রের একজন সদস্য হতে পারে। আবার, হতে পারে, "এন" বা "এম"-এর কেউই সন সুসিতে নেই, আছে শুধু কার্ল ভন ডেইনিম। ওর গতিবিধির উপর নজর রাখলে "এন" বা "এম"-এর কাছে হয়তো পৌঁছাতে পারবো আমরা। ওকে যতখানি সন্দেহ হয় আমার, সন সুসির অন্য কাউকে ততখানি হয় না।'

'তারমানে, স্যর, আমি আসার আগেই ভালোমতো খোঁজখবর করা হয়ে গেছে আপনাদের?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার গ্র্যান্ট। 'খোঁজখবর করেছি, কিন্তু ভালোমতো না। সে-সুযোগ নেই আমার। আগেও বলেছি বোধহয়, আমাদের ডিপার্টমেন্টে পচন ধরেছে। "পচন" বলতে কী বুঝিয়েছি, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। আর সে-কারণেই সন সুসিতে পাঠাতে হয়েছে আপনাকে।'

'ডেইনিমের রেকর্ড কি চেক করা হয়েছে?'

'হয়েছে। নিজের ব্যাপারে একটা শব্দও মিথ্যা বলেনি সে, বাড়িয়েও বলেনি কিছু। ওর অবিবেচক বাবাকে আসলেই গ্রেপ্তার

করেছিল নাৎসিরা, পরে একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে মারা গেছে লোকটা। ওর বড় দুই ভাই এখনও বন্দি হয়ে আছে। দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে না পেরে বছরখানেক আগে মারা গেছে ওর মা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাসখানেক আগে পালিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে আসে সে। একটা কেমিকেল রিসার্চ ল্যাবরেটরি-কাম-কারখানায় কাজ নেয়। তবে একটা কথা না বললে অবিচার করা হবে ওর উপর। ওই কারখানায় কার্ল শুধু কাজ করে বললে কম বলা হয় আসলে, বলা উচিত খুবই ভালো কাজ করে। রিসার্চ কেমিস্ট্রিতে ওর জুড়ি মেলা ভার।'

'তা হলে তো আমাদের সন্দেহের বাইরে চলে যাচ্ছে সে।'

'না। কারণ সবকিছু সামাল দিয়ে কাজ করতে পারার ক্ষেত্রে আমাদের জার্মান বন্ধুদের জুড়ি নেই। ভন ডেইনিমকে যদি একজন এজেন্ট হিসেবে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়ে থাকে, তা হলে কাজটা করার আগে ওর ব্যাপারে "বিশেষ যত্ন" নেয়া হয়েছে। এমনভাবে ওর রেকর্ড বানানো হয়েছে, যাতে তা ওর কথার সঙ্গে কোনওভাবেই সামঞ্জস্যহীন না হয়।'

একটা চিন্তা খেলে গেল টমির মাথায়। 'আচ্ছা, এ-রকম কি হতে পারে, ডেইনিমের দুই ভাইকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে ওকে গুপ্তচরবৃত্তিতে বাধ্য করছে নাৎসিরা?'

'হতে পারে। আবার এ-রকমও হতে পারে, কার্ল ভন ডেইনিমের নাম-পরিচয়ে অভিনয় করছে অন্য কেউ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল টমি। তারপর বলল, 'তবে লোকটা কিন্তু দেখতে-শুনতে বেশ ভালো।'

'গুপ্তচরদের ছদ্মবেশ কখনও মামুলি, কখনও আকর্ষণীয়। ব্যাপারটা নির্ভর করে পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর। ...সন সুসির মহিলাদের কী খবর? কারও মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েছে?'

'ঠিক সন্দেহজনক বলবো না, তবে একজনকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে আমার।'

'কাকে?'

'বোর্ডিংহাউসটার মালকিন মিসেস পেরেন্নাকে।'

'তাঁর ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন?'

'জানার চেষ্টা করবো। সবার আগে জানতে হবে তাঁর পূর্বপুরুষরা কোন্ জায়গার। তবে গুপ্তচরগিরি করতে এসে গোয়েন্দাগিরি শুরু করলে পুরো ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে।'

'সাবধানে থাকতে হবে আপনাকে, মিডোস। কোনও সুযোগ দেয়া যাবে না শত্রুপক্ষকে। ...যুবতী একটা মেয়ে আছে ওখানে, কম বয়সে বিয়ে করে মা হয়ে গেছে। আছেন খুঁতখুঁতে এক চিরকুমারী বয়স্কা মহিলা। আছেন মনোবিকারগ্রস্ত এক লোকের মাথামোটা বউ। আর আছেন ভয়ঙ্করদর্শন এক বুড়ি আইরিশ। ...ও...আরেকজনের কথা বলতে ভুলে গেছি। মিসেস ব্লেনকেনসপ—তিনদিন আগে এসেছেন।'

টমি বলল, 'মিসেস ব্লেনকেনসপ আমার স্ত্রী।'

'কী!' উঁচু গলায় বললেন মিস্টার গ্র্যান্ট, ঘুরে তাকালেন টমির দিকে, রেগে গেছেন। 'আপনাকে বোধহয় বলেছিলাম আপনার স্ত্রীকে একটা কথাও না বলতে!'

'জী, বলেছিলেন। এবং আমি বলিওনি। আসলে কী হয়েছে তা যদি শোনেন...'

যা ঘটেছে, তা সংক্ষেপে বলল টমি।

চুপ করে আছেন মিস্টার গ্র্যান্ট।

হঠাৎ হেসে ফেললেন তিনি। কিছুক্ষণ হাসার পর বললেন, 'হ্যাট খুলে সম্মান জানানো উচিত ওই মহিলাকে। তিনি হাজারে একজন!'

'ঠিক।'

'লর্ড ইস্টহ্যাম্পটনকে যখন বলবো ঘটনাটা, তিনিও হাসবেন। তিনি এসব থেকে আপনার স্ত্রীকে দূরে রাখতে নিষেধ করেছিলেন আমাকে। আমি শুনিনি। তবে আপনার স্ত্রী যা করেছেন, ডিপার্টমেন্ট সেটা পছন্দ না-ও করতে পারে। তাঁকে বাসায় ফিরে গিয়ে সেখানেই থাকার কথা বলে দেখবেন নাকি?'

'বলতে অসুবিধা নেই আমার, কিন্তু টাপেন্স শুনবে না। ওকে চেনেন না আপনি।'

'চিনতে শুরু করেছি মনে হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি টের পায়, শুধু আপনি না, আপনার স্ত্রীও বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছেন লিয়াহ্যাম্পটনে...' কথা শেষ না করে থেমে গেলেন মিস্টার গ্র্যান্ট।

'বুঝতে পারছি,' বলল টমি। 'কিন্তু সবসময় একসঙ্গে কাজ করাটাই বোধহয় লেখা আছে আমাদের কপালে।'

চার

ডিনারের কিছুক্ষণ আগে সন সুসির লাউঞ্জে ঢুকল টাপেন্স। দেখল, শুধু মিসেস ও'রুর্ক আছেন রুমে। জানালার ধারে বসে আছেন; দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন বুদ্ধদেবের বিশালদেহী কোনও মূর্তি।

'ডিনার রেডি হতে আরেকটু দেরি হবে,' বললেন তিনি। 'বসবেন নাকি আমার সঙ্গে? একটু কথা বলি?'

বসল টাপেন্স।

'কেমন লাগছে লিয়াহ্যাম্পটন?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ও'রুর্ক।

তাঁর ভিতরে এমন কিছু একটা আছে যে, তাঁকে দেখলেই কেমন অপবিত্র আর অশুভ বলে মনে হয় টাপেন্সের। মনে হয়, তিনি যেন অনেক-আগে-পড়া কোনও রূপকথার মানুষখেকো রাক্ষসী। তাঁর শরীরটা যেমন বড়সড় আর থলথলে, কণ্ঠ তেমন কর্কশ আর ভারী। দুই কানের পাশ থেকে চোয়াল পর্যন্ত দাড়ির রেখা, নাকের নিচে গোঁফের রেখা। ঘন ঘন পিটপিট করেন বড় বড় দুই চোখ।

তাঁর প্রশ্নটার জবাবে টাপেন্স বলল, 'ভালোই তো। তবে তিন ছেলের কথা যখন মনে পড়ে, তখন দুশ্চিন্তা হয়।'

'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করেন আপনি। দেখবেন কিছুই হবে না আপনার ছেলেদের, নিরাপদেই ফিরে আসবে ওরা। ওদের একজন এয়ারফোর্সে, না?'

'হ্যাঁ, রেমণ্ড।'

'এখন কোথায় আছে সে? ফ্রান্সে না ইংল্যাণ্ডে?'

'মিশরে।'

'আরেকজন তো নেভিতে আছে, না?'

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স। 'ওরা তিনজন যখন তিনদিকে চলে গেল, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী করবো। লণ্ডনে আমার যে-বাড়ি আছে সেটা লিয দিয়ে দিলাম। টের পাচ্ছিলাম, নিরিবিলি কোথাও গিয়ে থাকা উচিত আমার, যে-জায়গার সঙ্গে অন্তত ট্রেনের মাধ্যমে যোগাযোগ আছে লণ্ডনের।'

'লণ্ডন ছেড়ে এসে খুব ভালো কাজ করেছেন। এখন ওটার সঙ্গে নরকের খুব বেশি পার্থক্য নেই। আমি নিজেও অনেক বছর থেকেছি লণ্ডনে। তখন পেশায় ছিলাম অ্যান্টিক ডিলার। চেলসিতে, কর্ন্যাবি স্ট্রিটে দোকান ছিল আমার; হয়তো চেনেন।

দরজার উপর নাম লেখা ছিল: কেইট কেলি'স। সুন্দর সুন্দর অনেক জিনিস ছিল আমার সংগ্রহশালায়, বেশিরভাগই কাচের। আখরোট আর ওক কাঠের ছোট ছোট কিছু আসবাবও ছিল। ভালো ভালো খদ্দের ছিল কয়েকজন। কিন্তু একদিক দিয়ে যুদ্ধ শুরু হলো, আর অমনি ধস নামল আমার ব্যবসায়। কপাল ভালো—খুব বেশি ক্ষতি হয়নি আমার।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে টাপেন্সের, স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। কাচের জিনিস দিয়ে ভরা একটা দোকান। সবকিছু এত গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে যে, দোকানের ভিতরে ঠিকমতো হাঁটাচলা করাও মুশকিল। দোকানের মালিক একজন মহিলা, কর্কশ উঁচু কণ্ঠ তাঁর, শরীরটা বিশাল।

হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই, ওই দোকানে গিয়েছিল টাপেন্স।

'অনেকেই আছে,' বলছেন মিসেস ও'রুর্ক, 'এটা-সেটা নিয়ে যাদের মুখে অভিযোগ লেগেই আছে। আমি ওদের মতো না। কিন্তু এই বোর্ডিংহাউসে এমন কয়েকজন আছে, যাদের ব্যাপারে কিছু না-বলেও উপায় নেই। মিস্টার কেইলির কথাই ধরুন। মাফলার নিয়ে, শাল নিয়ে, কোন্ কালে তিনি কী ব্যবসা করতেন তা নিয়ে, আর সবচেয়ে বড় কথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে সবসময় বকবক করছেন তিনি। আবার ধরুন মিসেস স্প্রটের কথা। তাঁকে বাচ্চাসহ এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বলে স্বামীর উপর যারপরনাই ক্ষুব্ধ তিনি।'

'ভদ্রলোক কি যুদ্ধ করতে গেছেন?'

'না। ভদ্রলোক একজন সামান্য-বেতনের কেরানি, চাকরি করেন একটা ইন্স্যুরেন্স অফিসে। জার্মানরা কবে-না-কবে বিমান হামলা করে লণ্ডনে—এই ভয়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্র বউবাচ্চাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে। মিসেস স্প্রটকে প্রায়ই বলতে শুনি, "আর্থার নিশ্চয়ই খুব মিস করে আমাকে, যে-কোনওদিন আমাকে

নিতে এখানে আসবে সে।" ...বোকা আর কাকে বলে? বউকে একটুও মিস করছে না আর্থার। বরং বউবাচ্চাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে লণ্ডনে যে অন্যকিছু করছে না সে, তা জানছি কী করে আমরা? ঘটনা যদি সে-রকম না-ই হবে, তা হলে আর্থারের মতো একজন কেরানি দু'জায়গার খরচ চালাচ্ছে কী করে?'

'সন সুসিতে থাকা-খাওয়ার খরচ কিন্তু ন্যায্য মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'হ্যাঁ, মিসেস পেরেন্না একজন ভালো ম্যানেজার কি না,' বাঁকা সুরে বললেন মিসেস ও'রুর্ক।

'বুঝলাম না কথাটা।'

'কেন, মহিলাকে অদ্ভুত বলে মনে হয়নি আপনার? আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, বিরাট একটা নাটক আছে তাঁর জীবনে। নিজেকে সবসময় রহস্যের-জালে বন্দি করে রাখতে পছন্দ করেন তিনি।'

'কীসের নাটক? কীসের রহস্য?'

'তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আয়ারল্যাণ্ডের ঠিক কোন্ জায়গা থেকে এসেছেন আপনি?" আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তিনি বলেছিলেন, "আয়ারল্যাণ্ড থেকে আসিনি আমি।" '

'আপনার কেন মনে হলো তিনি আইরিশ?'

'এখানে মনে হওয়ার কিছু নেই, তিনি অবশ্যই আইরিশ। আমার দেশের মানুষকে আমি চিনবো না তো কে চিনবে? তিনি আসলে কোন্ জায়গার তা-ও বলে দিতে পারি আপনাকে। কিন্তু তিনি কী বলেছেন, জানেন? বলেছেন, "আমি ইংরেজ। আর আমার স্বামী একজন স্প্যানিয়ার্ড..." ' মিসেস স্প্রটকে ঢুকতে দেখে থেমে গেলেন মিসেস ও'রুর্ক।

মিসেস স্প্রটের পেছন পেছন এসেছে টমি। ওকে দেখামাত্র

চঞ্চল হয়ে ওঠার ভান করল টাপেন্স। বলল, 'গুড ইভ্‌নিং, মিস্টার মিডোস। আপনাকে দেখে সতেজ মনে হচ্ছে।'

কিছুটা যেন হতাশ হয়েছে এমন ভঙ্গিতে টমি বলল, 'আসলে ব্যায়াম করছি তো, সেজন্যই হয়তো...। আজ সকালে গল্ফও খেলেছি। বিকেলে অনেকক্ষণ হাঁটলাম।'

মিসেস স্প্রট বলল, 'বাচ্চাকে নিয়ে বিকেলে সৈকতে গিয়েছিলাম। পানিতে খালি পায়ে হাঁটতে চাইছিল সে, কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে নামতে দিইনি ওকে। শেষে দু'জনে মিলে বালি দিয়ে একটা দুর্গ বানাতে শুরু করি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হয়ে গেলেন বাকিরা, ডিনারে বসলেন সবাই মিলে।

এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে কীভাবে যেন গুপ্তচরদের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হলো। পুরনো কিছু কাহিনি বললেন কয়েকজন।

একজন বললেন পেশীবহুল শরীরের এক নার্সের কথা। আরেকজন বললেন এক যাজকের কথা, যে নাকি বিশেষ এক অ্যাসাইনমেন্টে প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল, ঠিকমতো ল্যাণ্ডিং করতে না পেরে শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগে জোরে ব্যথা পাওয়ার কারণে "অযাজকসুলভ ভাষা" বের হতে শুরু করে ওর মুখ দিয়ে। অস্ট্রিয়ার এক মহিলা-বাবুর্চির ব্যাপারে জানা গেল, সে নাকি ওর বেডরুমের চিমনি কাজে লাগিয়ে গোপনে ব্যবহার করছিল ওয়্যারলেস।

ফিফ্‌থ্‌ কলামের প্রসঙ্গটাও স্বাভাবিকভাবেই চলে এল আলোচনায়।

কে কী বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনছে টাপেন্স, কখনও কখনও নিজেও অংশগ্রহণ করছে আলোচনায়। খেয়াল করল, একমাত্র শিলা পেরেনা কোনও কথা বলছে না। আচরণটা কি

সন্দেহজনক? না-ও হতে পারে, কারণ বাকবিমুখ হওয়াটা অস্বাভাবিক না। মনমরা হয়ে গোমড়া মুখে বসে আছে সে, রোদেপোড়া সুন্দর চেহারাটায় দ্রোহের আভাস।

কার্ল ভন ডেইনিম আসেনি এখনও, তাই জার্মানদের উপর মুখের ঝাল ইচ্ছামতো ঝাড়ছেন অনেকেই।

একপর্যায়ে মিসেস স্প্রট বলল, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা কেন যে গুলি করে মারতে গেল নার্স ক্যাভেলকে! ঘটনাটার পর সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ওদের উপর থেকে।'

মুখ ঝামটা মেরে শিলা বলল, 'মারবে না কেন? সে ছিল একজন গুপ্তচর।'

'না, ছিল না।'

'ইংরেজদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল সে। নিজদেশের বিপক্ষে গিয়ে শত্রুদের সাহায্য করা আর গুপ্তচরগিরি করা এক কথা। কাজেই ওকে গুলি করে মেরে ঠিক কাজই করেছে জার্মানরা।'

'কিন্তু একটা মেয়েকে...একজন নার্সকে গুলি করে মারা? বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে কাজটা।'

উঠে দাঁড়াল শিলা। 'বাড়াবাড়ি হলেও আমার মনে হয় ঠিক কাজই করেছে জার্মানরা।' দরজা দিয়ে বের হয়ে বাগানে চলে গেল।

বাকিরাও উঠলেন, লাউঞ্জে চলে এলেন। কফি দেয়া হবে এখানে। শুধু টমি পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হলো বাগানে।

দেখল, টেরেসের দেয়ালের একদিকে ভর দিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে শিলা। মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। একটা সিগারেট অফার করল মেয়েটাকে, সেটা নিল সে।

টমি বলল, 'চমৎকার রাত।'

নিচু কিন্তু আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শিলা বলল, 'হতে পারত।'

শিলার দিকে তাকাল টমি। মেয়েটা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। এবং নিঃসন্দেহে আটপৌরে-জীবন যাপন করছে না সে। কিছু একটা আছে এই মেয়ের ভিতরে। কী সেটা? জোর করে কোনওকিছু আদায় করে নেয়ার প্রবণতা? কিন্তু সেটা যা-ই হোক, সহজেই একজন পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে এই মেয়ে।

'হতে পারত মানে? তুমি কি যুদ্ধের কথা বোঝাতে চাইছ?'

'না। যুদ্ধ ঘৃণা করি আমি।'

'আমরা সবাই তা করি।'

'এমনকী দেশপ্রেম নামের আবেগটাও ঘৃণা করি আমি।'

'বলো কী!'

'যাকেই দেখি, আমার দেশ, আমার দেশ, আমার দেশ বলে পাগল। কে কবে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, কে কবে দেশের জন্য মরল, কে কীভাবে দেশের সেবা করল—যেন এসব ছাড়া আর কিছু নেই মানুষের জীবনে। ...কেন?'

'জানি না। তবে এটা জানি, একদিন-না-একদিন দেশপ্রেম ঠিকই টের পাবে।'

'জীবনেও না। অনেক ভুগেছি আমি। অনেককিছু দেখেছি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝট করে মুখ তুলে তাকাল টমির দিকে। 'আমার বাবা কে, জানেন?'

'না।'

'তাঁর নাম প্যাট্রিক ম্যাগুইর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতক সন্দেহে গুলি করে মারা হয়েছে তাঁকে। নিছক একটা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খুন করা হলো একজন মানুষকে...আজ পর্যন্ত বিচার পেলাম না আমরা। আইরিশদের সাহায্য করাটাই ছিল তাঁর দোষ। হাত-পা গুটিয়ে বাসায় বসে না থাকাটাই ছিল তাঁর দোষ। তাই কারও কারও দৃষ্টিতে তিনি শহীদ, কারও দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতক। সেজন্যই বলছিলাম দেশপ্রেমের

মতো আবেগ আসলে বোকামি ছাড়া আর কিছু না।'

'তোমাকে তো তা হলে...দুর্বিষহ একটা যন্ত্রণা নিয়ে বড় হতে হয়েছে।'

'হ্যাঁ। মা নিজের নাম বদলে ফেলল। কয়েক বছর স্পেনে থাকতে হয়েছে আমাদেরকে। মা সবার কাছে সবসময় বলেছে, আমার বাবা একজন স্প্যানিয়ার্ড। যেখানেই যাই, যার সঙ্গেই দেখা হয়, ওই মিথ্যাটা বলতে হয়। ...শেষপর্যন্ত মা-মেয়ে মিলে হাজির হলাম এখানে, বোর্ডিংহাউসের ব্যবসা শুরু করলাম।'

'তোমার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার মা কী বলেন?'

'ওই ব্যাপারে মা বিস্তারিত কিছু কখনোই বলেনি আমাকে, বলবেও না। ...এসব কথা হুট করে কেন বলছি আপনাকে, বুঝতে পারছি না। এসব শুরুই বা হলো কোত্থেকে?'

'এডিথ ক্যাভেলের আলোচনা থেকে।'

'ও, হ্যাঁ। দেশপ্রেম। ওই আবেগ ঘৃণা করি আমি।'

'মরার আগে নার্স ক্যাভেল যা বলে গেছেন, তা বোধহয় ভুলে গেছ তুমি।''

'কী?'

'দেশপ্রেম যথেষ্ট না। আমার মনে কোনও ঘৃণা থাকাও উচিত না।'

হতভম্বের মতো কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল শিলা। তারপর ঘুরল, চলে যাচ্ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে টমি।

ভাবছে, নার্স ক্যাভেলের কথা শুনে এত উত্তেজিত হওয়ার কারণ কী শিলার? দেশপ্রেম যথেষ্ট না, আমার মনে কোনও ঘৃণা থাকাও উচিত না—কথাটা শোনামাত্র চলে যাওয়ার কারণ কী?

'টাপেন্স, সব কীভাবে খাপে খাপে মিলতে শুরু করেছে, দেখেছ?'

ব্রেকওয়াটার, মানে জলোচ্ছ্বাসের ছোবল থেকে বন্দর রক্ষা করার জন্য বাঁধ দেয়া হয়েছে সাগরের একদিকে, সেটার এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে টাপেন্স। ওর কিছুটা উপরে, বাঁধের ঢালে বসে আছে টমি।

যতদূর চোখ যায়, কোথাও কেউ নেই। এত সকালে থাকার কথাও না। টমি বা টাপেন্সের কেউই চায় না, ওদের এই গোপন সাক্ষাতের কথা জানাজানি হয়ে যাক।

টাপেন্স বলল, 'মিসেস পেরেন্না?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় তিনিই "এম" বা "এন"।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স। 'তিনি আইরিশ। ব্যাপারটা ধরা পড়েছে মিসেস ও'রুর্কের চোখে। যদিও নিজের জাতীয়তা স্বীকার করতে নারাজ মিসেস পেরেন্না। ইউরোপের অনেক জায়গায় যাতায়াত ছিল তাঁর, সম্ভবত এখনও আছে। নাম বদল করেছেন তিনি। এখানে এসে বোর্ডিংহাউসের ব্যবসা শুরু করেছেন। বিশ্বাসঘাতক সন্দেহে গুলি করে মারা হয়েছে তাঁর স্বামীকে। এই দেশে ফিফ্‌থ্ কলামের কার্যক্রম চালাতে একটা মানুষের যা যা দরকার তার সবই আছে তাঁর। ঠিকই বলেছ, সব খাপে খাপে মিলতে শুরু করেছে।'

'কার্ল ভন ডেইনিমের ব্যাপারে কী ধারণা তোমার?'

'আমার মনে হয় ওকে শুধু শুধু সন্দেহ করছি আমরা। সে এসবের সঙ্গে জড়িত না সম্ভবত।'

'মিস্টার গ্র্যান্টের কিন্তু অন্যরকম ধারণা।'

'বাদ দাও তো তোমার মিস্টার গ্র্যান্টের কথা! ইস্‌স্...যখন আমার কথা বললে তাঁকে, তখন তাঁর চেহারাটা কেমন হয়েছিল তা যদি একবার দেখতে পারতাম!' হাসল টাপেন্স। 'মিসেস পেরেন্নাকে সন্দেহ করে আমরা কোনও ভুল করিনি তো?'

'হ্যাঁ-না বলতে পারছি না এখনই। তবে এটুকু বলতে পারি, তাঁকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্যদের ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?'

'এখানে আসার পর থেকেই ভাবছি। আমার মনে হয় মিস মিল্টনকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায়। চিরাচরিত ইংরেজ চিরকুমারী বলতে যা বোঝায়, তিনি তা-ই। মিসেস স্প্রট আর ওর মেয়ে বেটিকেও বাদ দেয়া যেতে পারে। ও...মাথামোটা মিসেস কেইলিও বাদ।'

'কিন্তু মাথামোটা না হয়েও বিশেষ উদ্দেশ্যে মাথামোটার ভান করতে পারে কেউ, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, পারে। কিন্তু "এন" বা "এম"-এর সঙ্গে কি কোনওভাবে জড়ানো যায় মিসেস কেইলিকে?'

'আপাতত না।'

'আর মিসেস স্প্রটের কথাও ভেবে দেখো। বাচ্চা নিয়ে গুপ্তচরগিরি করতে আসবে কেউ?'

'আসাটা অস্বাভাবিক। কারণ বাচ্চা সামলাবে কখন, খবর জোগাড় করবে কখন, আর সেটা পাচারই বা করবে কখন? তবে মিসেস কেইলিকে এখনই বাদ দিতে রাজি না আমি।'

'তা হলে সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের তালিকায় রেখে দাও তাঁর নাম। তাঁর কথাবার্তা আর চালচলন যদি ভান হয়, আমি বলবো, শুধু মাথামোটা না, খুবই মাথামোটা একজন মহিলার চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি।'

'যেসব মহিলা তাদের স্বামীদের প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কমই হয় সাধারণত।'

'কী বললে?' ফুঁসে উঠল টাপেন্স।

'আরে তোমার কথা বলেছি নাকি? ...মিস্টার কেইলি...লোকটাকে রহস্যময় মনে হয় না?'

'হ্যাঁ, হয়। ...মিসেস ও'রুর্ককেও তা-ই মনে হয়।'

'মিসেস ও'রুর্ক?'

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স। 'আসলে...আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। তাঁকে দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে থাকে আমার। একটা বিরক্তি ভাব চলে আসে মনে। আরেকটা কথা। খেয়াল করেছ কি না জানি না, তিনি কিন্তু লাউঞ্জেই বসে থাকেন বেশিরভাগ সময়। কে কোথায় গেল, কে কখন ফিরল—সব লক্ষ করেন।'

'হুঁ। মেজর ব্লেচলিকে আলোচনার বাইরে রাখছি কেন?'

'ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দু'-এক-বার কথা হয়েছে, তা-ও ভালোমতো না। ওকে নজরে রাখার দায়িত্ব তোমার।'

'নজরে রেখেছি, তবে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখিনি। তাঁর উপর পরীক্ষা চালিয়েছি কয়েকবার।'

'যেমন?'

'সাধারণ কিছু ফাঁদ—বেশিরভাগই তারিখ আর জায়গা নিয়ে।'

'নিশ্চয়ই উতরে গেছে লোকটা?'

'একবারও পারেনি।'

'তারমানে সে "এন" না? যদি হতো তা হলে বুঝেশুনে কথা বলত।'

'আপাতত তা-ই মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। এবার আমি তোমাকে আমার কয়েকটা অনুমানের ব্যাপারে বলবো। শোনো...'

বলতে শুরু করল টাপেন্স।

সন সুসিতে ফেরার পথে পোস্ট অফিসে গেল টাপেন্স, স্ট্যাম্প কিনল। সেখান থেকে বের হয়ে গেল পাবলিক কল বক্সে, নির্দিষ্ট

একটা নম্বরে ফোন করে "মিস্টার ফ্যারাডে"-কে চাইল। মিস্টার গ্র্যান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু জানাতে চাইলে এই উপায় বাতলে দেয়া হয়েছে।

কাজ শেষে মিটিমিটি হাসতে হাসতে সন সুসির পথ ধরল সে। পথে একটা দোকানে থামল, নিটিং উল কিনল সেখান থেকে।

বিকেলটা মনোরম। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। হাঁটতে হাঁটতে টাপেন্স ভাবছে, আর কতদিন মিসেস ব্লেনকেনসপের ছদ্মবেশে থাকতে হবে ওকে। আর কতদিন আনাড়ির অভিনয় করতে হবে উল দিয়ে এটা-সেটা বোনার ব্যাপারে। বহুদূরে থাকা কাল্পনিক ছেলেদের জন্য অসমাপ্ত চিঠি লিখতে হবে আর কতদিন।

একটা পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলেছে টাপেন্স। পথটা পাহাড়ি হলেও তেমন বন্ধুর না। একধারে দাঁড়িয়ে আছে কমাণ্ডার হেইডকের বাড়ি "স্মাগলার্স রেস্ট"। এই পথ দিয়ে লোকজন বা যানবাহনের যাতায়াত নেই বললেই চলে। সকালবেলায় কয়েকটা ভ্যানগাড়ি যায় এখান দিয়ে, তারপর দিনের বাকিটা সময় একরকম খালিই থাকে।

ধীর গতিতে হাঁটছে টাপেন্স, একটার পর একটা বাড়ি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, দরজাগুলোয় লেখা নাম পড়ে আশ্চর্য হচ্ছে। একটা বাড়ির নাম "বেলা ভিস্তা"। পরেরটা "করাচি"। এরপর "শার্লি টাওয়ার"। একটা বাঁক ঘুরে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই "সী ভিউ"। পরে একসারিতে আছে "ক্যাসল ক্লেয়ার" আর "ট্রেলনি"—আরেকটা বোর্ডিংহাউস, মিসেস পেরেন্নার প্রতিদ্বন্দ্বী। সবশেষে সন সুসির মেরুন রঙের বিশাল কাঠামোটা।

সন সুসির কাছাকাছি পৌঁছেছে টাপেন্স, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল করল, সদর-দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মহিলা, উঁকি দিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে ভিতরে। মহিলার

হাবভাবে চাপা উত্তেজনা, দেখে মনে হচ্ছে কারও অথবা কোনওকিছুর ব্যাপারে যেন হুঁশিয়ার সে।

টাপেন্সের হাঁটার গতি কমে গেল ওর নিজের অগোচরেই। খেয়াল রেখেছে ওর পায়ের আওয়াজ যেন শোনা না-যায়। সফলভাবে করতে পারল কাজটা, কারণ ওই মহিলার ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়ানোর আগে ওর উপস্থিতি টেরই পেল না সে। চমকে উঠে ঘুরে তাকাল মহিলাটা।

মহিলা বেশ লম্বা। পরনের কাপড়ের হতশ্রী অবস্থা। চেহারাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক। যুবতী বলা চলে না, চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স। মহিলার চেহারা আর কাপড়ের মধ্যে আশ্চর্য এক বৈসাদৃশ্য আছে—ভালোমতো খেয়াল করলে মনে হয় অন্য কারও কাপড় পরেছে। চুল ছাইরঙা। চোয়ালের হাড় ঠেলে বের হয়ে আছে কিছুটা, তারপরও সুন্দরী।

টাপেন্সের মনে হলো মহিলাকে আগেও কোথাও দেখেছে, কিন্তু পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ওই চেহারা একবার দেখলে ভোলার মতো না।

টাপেন্সকে দেখে চমকে গেছে মহিলা, কোনও সন্দেহ নেই। সতর্ক হয়ে উঠেছে সে, এবং সেটা টাপেন্সের দৃষ্টি এড়ায়নি।

'এক্সকিউয মি,' বলল টাপেন্স, 'কাউকে খুঁজছেন?'

'এটা কি সন সুসি?' মহিলার নিচু কণ্ঠে বিদেশি টান, উচ্চারণের ভঙ্গি শুনলে মনে হয় প্রতিটা শব্দ যেন মুখস্থ করে এসেছে।

'হ্যাঁ। আমি থাকি এখানে। আপনি কাকে চাইছেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মহিলা বলল, 'মিস্টার রোযেনস্টেইন বলে একটা লোক থাকে না এখানে?'

'মিস্টার রোযেনস্টেইন?' মাথা নাড়ল টাপেন্স। 'ওই নামে তো কাউকে চিনি না! হতে পারে আগে কখনও থাকতেন তিনি

এখানে, আমি আসার আগেই চলে গেছেন। খোঁজ নিয়ে দেখবো?'

মাথা নাড়ল অদ্ভুত মহিলাটা। 'না, না, আমার তা হলে ভুল হয়েছে। কিছু মনে করবেন না, প্লিয।' পাঁই করে ঘুরল, পাহাড়ি পথ ধরে চলে যাচ্ছে দ্রুত পায়ে।

মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে টাপেন্স, যে-কোনও কারণেই হোক সন্দেহ জেগেছে ওর মনে। মহিলার আচরণ আর কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য আছে।

"মিস্টার রোযেনস্টেইন" নামটা বানানো না তো? ওটা উচ্চারণ করার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল মহিলা, তারমানে মুখে যে-নাম এসেছে তা-ই বলেছে?

দ্বিধায় ভুগছে টাপেন্স। কী করবে বুঝতে পারছে না। অনুসরণ করবে রহস্যময় মহিলাকে? দেখবে কোথায় যায় সে? মহিলা যেদিকে গেছে, সেদিকে কিছুদূর গেল টাপেন্স, কিন্তু হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়াল। বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে সে। এমন কিছু করা উচিত হবে না, যার ফলে ওর উপর অন্যদের দৃষ্টি পড়ে। এবং দৃষ্টিটা যদি শত্রুপক্ষের হয়, তা হলে অনেক সতর্ক হয়ে যাবে ওরা, এমনকী চলেও যেতে পারে এখান থেকে।

এটা কোনও ফাঁদ না তো? টাপেন্সকে হয়তো সন্দেহ হয়েছে শত্রুপক্ষের, ওরা বাজিয়ে দেখতে চাইছে ওকে, তাই ওই অদ্ভুত মহিলাকে পাঠিয়েছে সন সুসিতে। ওরা হয়তো জানে, মিসেস ব্লেনকেনসপ, মানে টাপেন্স যদি সাধারণ কেউ হয়, ভুলে যাবে অদ্ভুত মহিলার ব্যাপারটা। কিন্তু সে বিশেষ কেউ হলে নাক গলাতে শুরু করবে ওই ব্যাপারে।

অদ্ভুত ওই মহিলা কোনও নাৎসি চর না তো?

না, সিদ্ধান্ত নিল টাপেন্স, মিসেস ব্লেনকেনসপের ছদ্মবেশেই লুকিয়ে থাকতে হবে—যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব।

ঘুরল টাপেন্স, ফিরতি পথ ধরল। সন সুসিতে ঢুকে হলে

দাঁড়াল কিছুক্ষণ। পুরো বাড়ি যেন খাঁ খাঁ করছে, সুনসান মনে হচ্ছে চারদিক। দুপুরের দিকে সাধারণত এ-রকমই থাকে বোর্ডিংহাউসটা। বেটি ঘুমাচ্ছে। অন্য বোর্ডাররা হয় বিশ্রাম নিচ্ছে নয়তো বাইরে কোথাও গেছে।

টুং করে একটা আওয়াজ হলো দূরে কোথাও, অখণ্ড নীরবতায় সে-শব্দ কান এড়াল না টাপেন্সের।

ওটা কীসের শব্দ, জানে টাপেন্স। মিসেস পেরেন্নার বেডরুমে টেলিফোন আছে, কেউ যখন রিসিভার ওঠায় অথবা নামিয়ে রাখে, ও-রকম শব্দ হয়। টাপেন্স আরও জানে, টেলিফোন লাইনের একটা এক্সটেনশন আছে সন সুসির হলে।

টাপেন্সের জায়গায় টমি হলে হয়তো দ্বিধা করত, কিন্তু টাপেন্স করল না—এগিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে তুলল এক্সটেনশন লাইনের রিসিভার, কানে ঠেকাল।

'...সবকিছু ঠিকমতোই চলছে। চার-এ, কথামতো কাজ হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ,' বলল একটা নারী কণ্ঠ, 'চালিয়ে যাও।'

লাইন কেটে গেল।

নামিয়ে রাখা হলো মিসেস পেরেন্নার বেডরুমের রিসিভার।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে টাপেন্স, ভ্রূ কুঁচকে গেছে। মিসেস পেরেন্না কি তাঁর বেডরুমের লাইনটা ব্যবহার করছিলেন? মাত্র তিনটা শব্দ উচ্চারণ করা হয়েছে এ-প্রান্ত থেকে, তাই বলা কঠিন ফোনে আসলে মিসেস পেরেন্নাই কথা বলছিলেন কি না। তা ছাড়া...'সবকিছু ঠিকমতোই চলছে,' 'কথামতো কাজ হয়ে যাবে,' 'চালিয়ে যাও,'—এসব সন্দেহ করার মতো কোনও কথা না।

দরজায় এসে দাঁড়াল কেউ, ছায়া পড়ল ভিতরে। চমকে উঠল টাপেন্স, চট করে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

'বিকেলটা কী মনোরম!' বললেন মিসেস পেরেন্না। 'আপনি

কি বাইরে যাচ্ছেন, মিসেস ব্লেনকেনসপ? নাকি বাইরে থেকে মাত্র ফিরলেন?'

বিড়বিড় করে টাপেন্স বলল, 'হাঁটতে গিয়েছিলাম।' সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল সে। 'ঘেমে গেছি, কাপড় বদলাতে হবে।'

ওর পিছু পিছু আসছেন মিসেস পেরেন্না। বরাবরের চেয়ে কেমন যেন বড়সড় মনে হচ্ছে তাঁকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁকে দেখল টাপেন্স। আজ প্রথমবার টের পাচ্ছে, মিসেস পেরেন্না অ্যাথলেটদের মতো শক্তিশালী দেহকাঠামোর অধিকারিণী। কেন মনে হচ্ছে এ-রকম? মিসেস পেরেন্না ঢিলেঢালা কাপড় পরেছেন বলে?

ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে টাপেন্স ভাবছে, বেডরুমের লাইন ব্যবহার করে কথা বলেই বোর্ডিংহাউসের বাইরে চলে যেতে পারেন না মিসেস পেরেন্না। কাজটা করতে হলে টাপেন্সের সামনে দিয়েই যেতে হতো তাঁকে। তারমানে একটু আগে নিজের বেডরুমে ছিলেন না তিনি। তারমানে একটু আগে ফোনে কথা বলেছে অন্য কেউ।

আনমনা ছিল, তাই সিঁড়ির শেষমাথায় পৌঁছে বাঁক নেয়ার সময় মিসেস ও'রুর্কের সঙ্গে সংঘর্ষটা এড়াতে পারল না টাপেন্স। ধাক্কা খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল সে, রেলিং ধরে সামলে নিল কোনওরকমে, তারপরও পিছলে নেমে গেল কয়েক ধাপ। মুখ তুলে তাকাল।

সিঁড়ির শেষমাথার প্রায় পুরোটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিশালদেহী মিসেস ও'রুর্ক। বললেন, 'আপনার তো দেখছি সাংঘাতিক তাড়া, মিসেস ব্লেনকেনসপ!'

নড়লেন না তিনি, টাপেন্সের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তাঁর মধ্যে। আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে হাসছেন মিটিমিটি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন

টাপেন্সের দিকে। তাঁর সেই দৃষ্টিতে বিশেষ কিছু কি আছে? বুঝতে পারছে না টাপেন্স। মিসেস ও'রুর্কের সেই হাসি দেখে, কেন যেন, একটা শীতল স্রোত নেমে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।

টের পাচ্ছে টাপেন্স, ভয় লাগছে ওর। কেন, তা বুঝতে পারছে না নিজেই।

সিঁড়ির গোড়ায় খুকখুক করে কেশে উঠল কে যেন।

চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল টাপেন্স।

মিসেস পেরেন্না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে টাপেন্সের চলে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। নির্নিমেষ দেখছেন টাপেন্সকে। কী খেলা করছে তাঁর চেহারায়? নিঃশব্দ কোনও হুমকি? মেরুরজ্জুতে শীতল স্রোতটা আরেকবার টের পেল টাপেন্স।

মিসেস ও'রুর্ক আর মিসেস পেরেন্না মিলে কি...

অসম্ভব...বিড়বিড় করে বলল টাপেন্স, আসলে সাহস দেয়ার চেষ্টা করল নিজেকে...সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রকাশ্য দিবালোকে, একটা সী-সাইড বোর্ডিংহাউসের সিঁড়িতে এভাবে কাউকে খুন করাটা...

কিন্তু তা না হলে টাপেন্সকে এত জোরে ধাক্কা দিলেন কেন মিসেস ও'রুর্ক? ধাক্কা দেয়া না হলে ওভাবে ভারসাম্য হারানোর কথা না ওর। তা ছাড়া পুরো বাড়ি যেন ঝিম মেরে আছে, কোথাও কোনও শব্দ নেই। যা ঘটতে চলেছে আগামী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, তা প্রত্যক্ষ করার মতোও কেউ নেই ধারেকাছে।

আরেকবার মিসেস ও'রুর্কের দিকে তাকাল টাপেন্স। হ্যাঁ, এবার সেই ভয়ঙ্কর হাসির মানে যেন বুঝতে পারছে সে। নিজের থাবায় আটকানো ইঁদুরের দিকে তাকালে হয়তো সে-রকমই মুখভাব হয় বিড়ালের।

হঠাৎ করেই যেন স্তিমিত হয়ে গেল সমস্ত উত্তেজনা। খুশিতে কানফাটানো চিৎকার করতে করতে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং ধরে ছুটে এল ছোট্ট একটা মানবমূর্তি—ভেস্ট আর নিকার পরিহিতা বেটি স্প্রট।

তীরবেগে পাশ কাটাল মিসেস ও'রুর্ককে, 'পিক বো' বলে চেঁচাচ্ছে। একদৌড়ে হাজির হয়ে বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল টাপেন্সের কোলে।

মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে পরিবেশ। মিসেস ও'রুর্ককে এখন আর আগের মতো ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে-থাকা মিসেস পেরেন্না ঘুরে চলে যাচ্ছেন রান্নাঘরের দিকে। সিঁড়ির বাকি ধাপগুলো দ্রুত টপকাল টাপেন্স, মিসেস ও'রুর্ককে পাশ কাটিয়ে ল্যাণ্ডিং ধরে প্রায় ছুট লাগাল মিসেস স্প্রটের রুমের দিকে। সেখানে "ঘরপালানো" মেয়েকে বকা-দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে মিসেস স্প্রট।

বাচ্চাটাকে নিয়ে ওই ঘরে ঢুকল টাপেন্স।

ঘরের চারদিকে একটা গৃহস্থালি ভাব, দেখে স্বস্তি অনুভব করল সে। ছড়িয়েছিটিয়ে এখানে-সেখানে পড়ে আছে বেটির জামাকাপড়, উলের খেলনা, রঙ-করা ঘের-দেয়া খাট। ড্রেসিংটেবিলের উপর একটা ফ্রেমে বন্দি অবস্থায় দেখা যাচ্ছে মিস্টার স্প্রটের অনাকর্ষণীয় চেহারাটা।

টাপেন্সকে দেখামাত্র অভিযোগের সুরে বলে উঠল মিসেস স্প্রট, 'মিসেস পেরেন্না কেন যে তাঁর অতিথিদের ইস্ত্রি ব্যবহার করতে দেন না, বুঝি না! তাঁর এই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের কারণে লণ্ড্রির খরচ বেড়ে গেছে অনেক।'

মন্তব্য করল না টাপেন্স, অন্যকিছু ভাবছে সে।

একটু আগে কে ব্যবহার করছিল মিসেস পেরেন্নার বেডরুমের টেলিফোন? মিসেস ও'রুর্ক? কিন্তু কাজটা খুব অদ্ভুত। এবং সেই সঙ্গে বিপজ্জনকও। হলের এক্সটেনশন লাইন থেকে যে-কেউ শুনে ফেলতে পারে কথোপকথন।

কীসের কথোপকথন? '...সবকিছু ঠিকমতোই চলছে। চার-এ, কথামতো কাজ হয়ে যাবে।' 'হ্যাঁ, চালিয়ে যাও,'—এসব কি

কথোপকথনের পর্যায়ে পড়ে?

হয়তো কোনও মানে নেই এসব কথার।

অথবা হয়তো আছে।

"চার-এ" মানে কী? চার তারিখে? কোন্ মাসের?

নাকি চার নম্বর সীট?

অথবা চার নম্বর ল্যাম্পপোস্ট বা ব্রেকওয়াটার?

না, অনেক রকম অনুমান করা সম্ভব, কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব না।

আচ্ছা..."চার-এ" বলতে ফোর্থ ব্রিজের কথা বোঝানো হয়নি তো? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ওই সেতুটা বোমা ফাটিয়ে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

শুধু শুধু সন্দেহ করছে না তো টাপেন্স? মিসেস পেরেন্না হয়তো মিসেস ও'রুর্ককে, নিজের বেডরুমের ফোনটা যখন-দরকার-তখন ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। হয়তো তা-ই করেছেন মিসেস ও'রুর্ক, ও-প্রান্তের লোকটার সঙ্গে হয়তো মামুলি কথাই হয়েছে তাঁর।

সিঁড়ির ঘটনাটা মনে পড়ে গেল টাপেন্সের। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর।

অশুভ কিছু একটা অবশ্যই আছে আপাতদৃষ্টিতে নীরব নিথর এই বাড়িতে।

পাঁচ

কমাণ্ডার হেইডককে খুব মিশুক মেজবান বলে মনে হচ্ছে। অতি উৎসাহ নিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তিনি মিস্টার মিডোস আর মেজর ব্লেচলিকে।

পাহাড়ের উপরে, সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে-থাকা স্মাগলার্স রেস্ট একসময় ছিল কোস্টগার্ডদের দুটো কটেজ। ওগুলোর ঠিক নিচেই পাহাড়ের পাদদেশ ছুঁয়ে বয়ে গেছে একটা খাঁড়ি। জায়গাটা বিপজ্জনক, দুঃসাহসী ছেলেছোকরাদের মাঝেমধ্যে দাপাদাপি করতে দেখা যায় সেখানে।

কোস্টগার্ডরা ছেড়ে দেয়ার পর লণ্ডনের এক ব্যবসায়ী কিনে নেন বাড়িটা। দুটো কটেজকে জোড়া লাগিয়ে একটা বানান তিনি। তাঁর ইচ্ছা ছিল বাগান করবেন বাড়ির আশপাশে, কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। প্রতি গ্রীষ্মে অল্প কিছুদিনের জন্য আসতেন তিনি এখানে, ছুটি কাটাতেন।

একসময়, কে জানে কেন, তাঁর আসা বন্ধ হয়ে গেল। একরকম পরিত্যক্ত পড়ে রইল জোড়া-লাগানো কটেজ দুটো। গরমের ছুটি কাটাতে-আসা উৎসুক কিছু পর্যটক তখন ঘুরঘুর করত বাড়িটার আশপাশে।

'তারপর কয়েক বছর আগে,' স্মাগলার্স রেস্টের গল্প বলছেন হেইডক, 'হান নামের এক লোকের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয় এই বাড়ি। তিনি জার্মান। আমার সন্দেহ, লোকটা একজন

গুপ্তচর।'

চোখ পিটপিট করল টমি। 'ইন্টারেস্টিং।' ছোট ছোট চুমুকে শেরি খাচ্ছিল, গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। 'লোকটাকে কেন গুপ্তচর বলে মনে হলো আপনার?'

'স্মাগলার্স রেস্টের আশপাশ ভালোমতো দেখলেই জবাবটা পেয়ে যেতেন। এই বাড়ি থেকে সাগরের যে-কোনও জাহাজকে খুব সহজেই সঙ্কেত দেয়া সম্ভব। নিচের খাঁড়িতে খুব সহজেই লুকিয়ে রাখতে পারবেন যে-কোনও মোটরবোট, কেউ টেরও পাবে না। খাঁড়ির দিকে কেউ যাচ্ছে কি না তা দেখতে পাবেন কয়েক মাইল দূর থেকে, তখন মোটরবোট নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবেন অনায়াসে। ...আমার কোনও সন্দেহ নেই হান লোকটা একজন জার্মান এজেন্ট।'

'অবশ্যই,' বললেন মেজর ব্লেচলি।

'শেষপর্যন্ত কী হলো লোকটার?' জিজ্ঞেস করল টমি।

'আহ্...একটা কাহিনি প্রচলিত আছে ওই লোকের ব্যাপারে,' যেন বিরক্ত হয়েছে এমনভাবে বলছেন হেইডক। 'মেরামতের দরকার ছিল না, তারপরও এই বাড়ি "মেরামতের" জন্য অনেক টাকা খরচ করল সে। সহজেই যাতে সৈকতে যাওয়া যায় সেজন্য কংক্রিটের সিঁড়ি বানাল। প্রশ্ন হচ্ছে, সহজেই সৈকতে যাওয়ার দরকার পড়ল কেন লোকটার? কটেজের বাথরুমসহ আরও বিভিন্ন জায়গায় ঢালল প্রচুর টাকা। উদ্দেশ্য একটাই: ভিনদেশী লোকেরা এসে যাতে আরামে থাকতে পারে এখানে। কিন্তু যেসব ভিনদেশী আসত এখানে, তাদের বেশিরভাগই জার্মান। ...বলুন, এসব সন্দেহজনক মনে হয় না?'

'সন্দেহজনক না হলেও অদ্ভুত তো বটেই,' বলল টমি।

'আমি তখন আশপাশেই থাকতাম, একটা বাংলোতে। হানের কর্মকাণ্ড দেখে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। তখন যেসব মিস্ত্রি কাজ

করছিল এখানে, খাতির জমানোর চেষ্টা করলাম তাদের সঙ্গে। কিন্তু আমার সেই উৎসাহ দেখে হানের কী রাগ! শুধু গায়ে হাত তোলাটা বাকি রেখেছিল। দু'বার তো হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ওর এত ঢাকঢাক গুড়গুড় কীসের?'

সম্মতি জানানোর ঢঙে মাথা ঝাঁকালেন ব্লেচলি। 'কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত ছিল আপনার।'

'জানিয়েছি। হানের বিরুদ্ধে বিড়ম্বনার অভিযোগ করেছি পুলিশের কাছে।' একচুমুক মদ খেলেন হেইডক। 'বিনিময়ে কী পেয়েছি? সোজাসুজি যদি বলি, অবহেলা। আমি সব দেখিয়ে দেয়ার পরও যেন দেখেনি ওরা, সব বলার পরও যেন শোনেনি। কী বলা হয়েছে আমাকে, জানেন? দড়িকে সাপ মনে করা যেসব লোকের স্বভাব, আমি নাকি তাদের দলে।' অবদমিত ক্রোধে লাল হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। 'কী বলেছে ওরা আমাকে, জানেন? যুদ্ধবাজ! যে-জায়গায় যুদ্ধের কোনও সম্ভাবনাই নেই, আমি নাকি সেখানে জার্মান গুপ্তচরদের অমূলক উপস্থিতি কল্পনা করছি! কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি, এখানে ভালো কিছু করার জন্য হাজির হয়নি হান আর ওর বন্ধুরা। ভালো কিছু করার জন্য এখানে এত টাকা খরচ করেনি লোকটা।'

'শেষপর্যন্ত কী হলো?' জিজ্ঞেস করল টমি।

'শেষপর্যন্ত নতুন একজন চীফ কন্সটেবল এলেন এখানে—অবসরপ্রাপ্ত একজন সৈনিক। আমার কথা বিবেচনা করার মতো বোধবুদ্ধি ছিল তাঁর। হানের ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন তিনি। হান টের পেয়ে গেল, ওর ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে পুলিশ। এক রাতে চুপিসারে পালিয়ে গেল সে। সার্চ ওয়্যারাণ্ট নিয়ে এখানে হাজির হলো পুলিশ।'

'তারপর?'

'ডাইনিংরুমে একটা সিন্দুক বানানো হয়েছিল, ওটার ভিতরে

পাওয়া গেল একটা ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার আর কিছু ডকুমেন্ট। গ্যারেজের নিচে আবিস্কৃত হলো বড় বড় কয়েকটা ট্যাঙ্ক—পেট্রোল সঞ্চয় করে রাখার জন্য বানানো হয়েছিল। ...ওগুলো দেখামাত্র আমার কী যে খুশি লাগছিল তখন, বলে বোঝাতে পারবো না! জার্মান গুপ্তচর ইস্যুতে ক্লাবের-বন্ধুরা তখন পারলে আমার পিঠ চাপড়ে দেয়, এমন অবস্থা।'

'তা হলে এখন কেন শরণার্থীদের ছাড় দিচ্ছি আমরা?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন মেজর ব্লেচলি। 'এখন কেন নজরবন্দি করা হচ্ছে না ওদেরকে?'

'জানি না,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন হেইডক। 'যা-হোক, যা বলছিলাম...নিলামে উঠল এই বাড়ি, ন্যায্য দামে কিনে নিলাম আমি। ...আসুন, মিস্টার মিডোস, একটু ঘুরেফিরে দেখুন আমার এই গরিবখানা।'

রাজি হয়ে গেল টমি। আসলে এ-রকম কোনও সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল সে।

নিজের "গরিবখানা" দেখানোর ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ দেখা যাচ্ছে কমাণ্ডার হেইডকের মধ্যে। টমিকে প্রথমেই নিয়ে গেলেন তিনি ডাইনিংরুমের সিন্দুকটার কাছে, যেখানে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ওয়্যারলেসটা। এরপর গেলেন গ্যারেজে, লুকানো পেট্রোল ট্যাঙ্কগুলো দেখালেন। তারপর বিলাসবহুল বাথরুম, স্পেশাল লাইটিং সিস্টেম আর বিভিন্নরকম কিচেন গ্যাজেট দেখিয়ে হাজির হলেন খাঁড়িতে-নামার কংক্রীটের-খাড়া-পথটাতে।

টমিকে নিয়ে খুব সাবধানে খাঁড়ির কাছে গেলেন হেইডক। শত্রুপক্ষ অথবা ওদের গুপ্তচররা কীভাবে ব্যবহার করতে পারে এই জায়গা, তা বুঝিয়ে বললেন টমিকে।

টমিদের সঙ্গে আসেননি মেজর ব্লেচলি, টেরেসে রয়ে গেছেন,

মদ খাচ্ছেন। টমি বুঝতে পারছে, অতিথিদের কাছে তথাকথিত গুপ্তচর "ধরা" এবং "তাড়ানোর" গল্পটা বলতে খুব পছন্দ করেন কমাণ্ডার হেইডক এবং সুযোগ পেলেই তা করেন তিনি। সেটা সম্ভবত জানেন মেজর ব্লেচলি।

টমিকে সঙ্গে নিয়ে যখন সন সুসিতে ফিরছেন মেজর ব্লেচলি তখন তিনি বললেন, 'কমাণ্ডার হেইডক আসলে লোক হিসেবে ভালো। কিন্তু সমস্যা একটাই—একই গান বার বার গায়। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। তবে...অনেকেই জানে না, আমিও কিন্তু এক ডাবল এজেন্টকে পাকড়াও করেছিলাম...'

'বলেন কী!' আশ্চর্য হয়ে মেজরের দিকে তাকাল টমি।

'উনিশ শ' তেইশ সালের ঘটনা...' বলতে শুরু করলেন মেজর।

'আসলেই?' 'তা-ই নাকি?' 'কী আশ্চর্য কাণ্ড!' ঘটনাটা শোনার সময় মাঝেমধ্যে মন্তব্য করল টমি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে সে। ভাবছে, মুমূর্ষু ফারকুহার সন সুসির নামটা বলে ভুল করেনি তো? জার্মান এজেন্ট হানের ঘটনাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে সন্দেহ নেই অনেক আগে থেকেই এই জায়গার উপর নজর ছিল জার্মানদের। স্মাগলার্স রেস্টের যে-পরিবর্তন ঘটিয়েছিল হান, সেটা তা-ই প্রমাণ করে। কিন্তু কোথায় স্মাগলার্স রেস্ট আর কোথায় সন সুসি? তা ছাড়া হান পালিয়েছে অনেক দিন আগে...

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল টমি।

আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকালেন মেজর ব্লেচলি।

যেন জুতোর নিচে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু একটা চাপা পড়েছিল, এমনভাবে পা ঝাড়া দিয়ে আবার চলতে শুরু করল টমি।

হান কি আসলেই পালিয়েছে? নতুন আসা চীফ কন্সটেবল খোঁজখবর করতে শুরু করলেন লোকটার ব্যাপারে, আর অমনি গা

ঢাকা দিল সে—সম্ভব ব্যাপারটা?

নাকি...অন্য কোনও পরিচয়ে, কোনও ছদ্মবেশে ধারেকাছেই লুকিয়ে ছিল লোকটা?

এখনও কি আছে সে এখানে? থাকলে কোথায় আছে? সন সুসিতে? সেজন্যই কি ফার্‌কুহার...

আরও কথা আছে। দড়িকে সাপ মনে করে ভুল করেননি কমাণ্ডার হেইডক। বড় কোনও ক্ষতি করার আগেই লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়েছে হানকে, জার্মানি বনাম ইংল্যাণ্ডের "মুষ্টিযুদ্ধ খেলায়" প্রথম রাউণ্ড জিতেছে ইংল্যাণ্ড। কিন্তু স্মাগলার্স রেস্টই যে জার্মানদের একমাত্র "আউটপোস্ট" ছিল, তার নিশ্চয়তা কী? ওই কটেজ ঘিরে আরও বড় কোনও পরিকল্পনা করেনি জার্মানরা—নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী?

হেইডকের কাছে হেরে গিয়ে হান আর তার বন্ধুরা পালিয়েছে, সত্যি, কিন্তু ওরা হয়তো পরে নতুন কোনও চাল চেলেছে। কী সেই চাল? সন সুসিতে ঘাঁটি গাড়া? ওখানে বোর্ডারের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকলে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না কেউ।

কমাণ্ডার হেইডকের কথা অনুযায়ী, মনে মনে হিসাব করল টমি, আজ থেকে চার বছর আগে হানের রহস্যময় কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে পারে কর্তৃপক্ষ। কেন যেন শিলা পেরেন্নার বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল টমির। মেয়েটা বলেছিল, ওর মা মিসেস পেরেন্না নাকি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে সন সুসি কিনে নিয়েছিলেন।

"মিশন স্মাগলার্স রেস্ট" ব্যর্থ হওয়ার পর সন সুসিই কি ছিল জার্মানদের পরবর্তী চাল?

তারমানে, নিঃসন্দেহে, লিয়াহ্যাম্পটনকে নিজেদের গুপ্তচরবৃত্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে জার্মানরা। সেজন্য যা যা লাগে তার সব নিয়ে এসে কাজও শুরু করে দিয়েছিল ওরা।

সন সুসিকে দেখতে যতই ছিমছাম, পরিপাটি আর নিরিবিলি মনে হোক না কেন, আসলে সেটা যেন একটা মাকড়সা। কুৎসিত সেই প্রাণী নিজের জাল ছড়িয়ে দিচ্ছে বোর্ডিংহাউসটাকে কেন্দ্র করে। মাকড়সাটা কি শিকার ধরার অপেক্ষায় আছে? নাকি ইতোমধ্যেই শিকার করতে শুরু করে দিয়েছে?

টমি সিদ্ধান্ত নিল, আরও খোঁজখবর করতে হবে মিসেস পেরেন্নার ব্যাপারে। ভালোমতো চিনতে হবে ওই মহিলাকে। বোর্ডিংহাউস চালানোর ব্যবসাটা তাঁর ছদ্মবেশ হতে পারে। হয়তো...তিনিই "এম"—ফিফথ্ কলামের একজন কর্ণধার। সেক্ষেত্রে এজেন্টদের সঙ্গে কোনও-না-কোনও উপায়ে যোগাযোগ রক্ষা করছেনই তিনি। টমি আর টাপেন্সের কাজ হবে, যোগাযোগের উপায়টা কী, তা জানা।

তারপর...

ফ্রান্স আর বেলজিয়ামের বন্দরগুলো একটার পর একটা দখল করে নিচ্ছে জার্মানরা, ওদের পরবর্তী টার্গেট যদি ইংল্যাণ্ড হয় তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। কিন্তু জলপথে সুবিধা করতে পারবে না ওরা—ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনী খুবই শক্তিশালী। ওরা বেছে নেবে আকাশপথ, যাতে ইংল্যাণ্ডের উপর সহজেই বোমাবর্ষণ করতে পারে ওদের যুদ্ধবিমানগুলো। ওদের কাজ কি সহজ করে দিচ্ছেন মিসেস পেরেন্না নিয়মিত খবর পাচার করে?

অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করল টমি হঠাৎ করেই। বুঝতে পারছে, বেশি সময় নেই ওদের হাতে।

'বেশি সময় ছিল না আমার হাতে তখন...' মেজর ব্লেচলির একটা কথা কানে আসায় কিছুটা চমকে উঠল টমি। ওকে নীরব শ্রোতা ভেবে নিয়ে সমানে বকবক করছেন তিনি।

টমি ভাবছে, কেন বার বার লিয়াহ্যাম্পটনকে বেছে নিচ্ছে জার্মানরা? কী এমন আছে এখানে? এটা সমুদ্রের তীরে নিরিবিলি

একটা জায়গা, সেজন্য? রক্ষণশীল আর পুরনো ধাঁচের একটা জায়গা, সেজন্য?

নাকি অন্য কোনও কারণ আছে?

শহরের পাশেই মাইলের পর মাইল জুড়ে আবাদি ক্ষেতের বিস্তার। সেখানে ইচ্ছা করলেই ল্যাণ্ড করানো যাবে সৈন্যবাহী বিমান। ইচ্ছা করলে ল্যাণ্ড করতে পারবে প্যারাট্রুপাররাও। বাধা দেয়ার কেউ নেই। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো পাহারা দিতে ব্যস্ত ইংল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষাবাহিনী, গুরুত্বহীন জায়গাগুলোর কথা ভাবছে না ওরা। সেই সুযোগটাই কি নিতে চাইছে জার্মানরা?

কিন্তু একই কথা তো ইংল্যাণ্ডের আরও শত শত জায়গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সব বাদ দিয়ে লিয়াহ্যাম্পটনে ঘাঁটি গাড়ার কারণ কী?

আরেকবার চমকে উঠল টমি, আরেকবার পা ঝাড়ার অভিনয় করতে হলো ওকে। বিড়বিড় করে ক্ষমাপ্রার্থনা করল মেজরের কাছে। তারপর যেভাবে পাশাপাশি হাঁটছিল সেভাবে হাঁটতে লাগল।

লিয়াহ্যাম্পটনে একটা রাসায়নিক কারখানা আছে। এবং জার্মান শরণার্থী কার্ল ভন ডেইনিম সেখানে কাজ করে।

কার্ল ভন ডেইনিম। মাকড়সা এবং সেটার জালে ওই লোকের ভূমিকা কী? নাকি সে আসলে মেশিনের চাকার প্রান্তভাগে যে-খাঁজ থাকে সে-রকম কিছু? আসল লোকের উপর থেকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সরিয়ে রাখার জন্য ওকে ব্যবহার করা হচ্ছে না তো? নাকি ওকে দিয়ে ওই কারখানায় গোপনে গোপনে কিছু করাচ্ছে জার্মানরা? ইংল্যাণ্ডের মাটিতে থাকছে-খাচ্ছে, তারপরও নিশ্চয়ই জার্মানির কথা ভুলে যায়নি লোকটা?

'এভাবেই লোকটাকে ধরে ফেললাম আমি,' মেজর ব্লেচলির কণ্ঠে বিজয়ের উল্লাস, "গল্প বলা" শেষ করেছেন তিনি। 'কেমন

বুদ্ধি আমার, দেখলেন?'

'এমন বিচক্ষণ কোনওকিছুর কথা সারাজীবনেও শুনিনি আমি,' মিথ্যা কথাটা বলতে খারাপ লাগল না টমির।

সকালটা ধূসর। সমুদ্রের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সৈকতের সবচেয়ে দূরের কোনায় একা দাঁড়িয়ে আছে টাপেন্স। "মিস্টার ফ্যারাডের" সঙ্গে সরাসরি কথা বলার ফলে দুটো চিঠি এসেছে ওর নামে। ওগুলো ব্যাগে ভরে এখানে নিয়ে এসেছে সে। একটা চিঠি বের করল ব্যাগ থেকে।

প্রিয় মা,

অনেক মজার মজার কথা বলতে পারি তোমাকে, কিন্তু সেগুলো বলা উচিত হবে না। শুধু বলি, জার্মানদের পাঁচটা যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছি আমরা।

আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক আছি।

তোমার,

ডেরেক।

দ্বিতীয় চিঠিটা খুলল টাপেন্স।

প্রিয় মা,

বুড়ি খালা গ্রেসি কেমন আছে?

আমার পক্ষ থেকে কোনও খবর নেই। আমার চাকরিটা খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু সবকিছু এত গোপনীয় যে, তোমাকেও বলা যাবে না। মাঝেমধ্যে মনে হয়, দেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আর খুব মূল্যবান কিছু একটা করছি।

অনেক অনেক ভালোবাসা।

ডেব্রা।

মুচকি হাসল টাপেন্স।

দুটো চিঠিই ভাঁজ করল সে, ভাঁজগুলো মসৃণ করার চেষ্টা

করল। বাতাস আড়াল করে আগুন ধরিয়ে দিল দুটো চিঠিতেই। পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে ওগুলো, দেখছে সে।

তারপর ব্যাগের ভিতর থেকে ফাউন্টেইন পেন আর ছোট রাইটিং প্যাডটা বের করে নিয়ে লিখতে শুরু করল:

ল্যাঙহার্ন,

কর্নওয়াল।

প্রিয় ডেব,

যুদ্ধ থেকে এত দূরে আছি যে, আসলেই যুদ্ধ হচ্ছে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ হয় নিজেরই। তোমার চিঠি পেয়েছি, তোমার চাকরিটা ইন্টারেস্টিং জেনে ভালো লেগেছে।

তোমার গ্রেইসি আন্টি আরও দুর্বল হয়ে গেছেন। তাঁর বোধবুদ্ধিও লোপ পেয়েছে কিছুটা। তবে আমি এখানে আসায় খুশি হয়েছেন তিনি। সুযোগ পেলেই এখনও আগেরদিনের কথা বলেন বেচারী। কখনও কখনও আমাকে আমার মা'র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন।

আমিও দেশের জন্য কিছু করছি, আর সেটা মনে হলেই ভালো লাগে। আমার মনে হয় একই অনুভূতি কাজ করছে তোমার বাবার মনেও।

ভালো থেকো।

তোমার মা,

টাপেন্স।

ডেব্রাকে চিঠি লেখা শেষ করে নতুন এক তা কাগজে লিখতে শুরু করল টাপেন্স:

'ডেরেক,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগছে। চিঠি লেখার মতো সময় না পেলে পোস্টকার্ড পাঠিয়ো এখন থেকে।

গ্রেইসি আন্টির সঙ্গে কয়েকদিন থাকার জন্য এসেছি। তিনি

এখনও মাঝেমধ্যে ভাবেন তোমার বয়স সাত বছর। তোমাকে দেয়ার জন্য গতকালও দশ শিলিং দিয়েছেন আমাকে।

মিনিস্ট্রি অভ রিকয়ারমেন্টে একটা কাজ পেয়েছে তোমার বাবা। তেমন আহামরি কিছু না, তবে নাই মামার চেয়ে কানা মামা সবসময়ই ভালো।

"নিজের খেয়াল রেখো" কথাটা লিখতে চেয়েও লিখলাম না। কারণ আমি জানি কাজটা করবে না তুমি। তোমাকে যা বলেছি, তার উল্টোটা করেছ সবসময়। তারপরও মা হিসেবে বলছি, বোকার মতো কিছু কোরো না।

অনেক অনেক ভালোবাসা।

টাপেন্স।

দুটো চিঠিই খামে ভরল সে, ঠিকানা লিখল, ডাকটিকেট লাগাল। সন সুসিতে ফেরার পথে পোস্ট করল।

হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়টার পাদদেশে চলে এসেছে, হঠাৎ খেয়াল করল, সামনের দিকে উঁচু হয়ে উঠে-যাওয়া পাহাড়ি পথের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো মানবমূর্তি, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টাপেন্স, একদম নড়ছে না।

দুই মানবমূর্তির একজন সেই রহস্যময়ী মহিলা, গতকাল যাকে দেখা গিয়েছিল সন সুসির বাইরে। অন্যজন কার্ল ভন ডেইনিম।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে টাপেন্স, কোথাও কোনও আড়াল নেই বুঝতে পেরে নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে ওর। আরেকটু এগোলেই সেই রহস্যময়ী অথবা ডেইনিমের চোখে ধরা পড়ে যাবে সে, অথচ এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ওদের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে না।

কী কারণে কে জানে, টাপেন্সের দিকে ঘাড় ঘুরাল ডেইনিম,

দেখে ফেলল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে কী যেন বলল রহস্যময়ীর উদ্দেশে। চোখের পলকে আলাদা হয়ে গেল ওরা দু'জন। ঢাল বেয়ে যেন পাহাড়ি স্রোতের মতো নেমে এল রহস্যময়ী, টাপেন্সকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল যেন দমকা বাতাসের মতো।

রহস্যময়ীকে অনুসরণ করার কোনও মানে হয় না, তাই ধীর পায়ে কার্ল ভন ডেইনিমের পাশে গিয়ে দাঁড়াল টাপেন্স।

ওকে গুডমর্নিং জানাল কার্ল।

'কী অদ্ভুত একটা মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন আপনি, মিস্টার ডেইনিম।'

'অদ্ভুত? হ্যাঁ, আমাদের তুলনায় তিনি একটু অদ্ভুতই বটে। মধ্য ইউরোপের মানুষ তো...'

'তিনি কোন্ দেশের?'

'পোল্যাণ্ড।'

'আসলেই? আপনার বান্ধবী নাকি?'

'না। ওই মহিলাকে আজকের আগে কখনও দেখিনি।'

'তা-ই নাকি? আমি ভেবেছিলাম...'

'এখান দিয়েই যাচ্ছিলেন তিনি, আমাকে দেখতে পেয়ে ডাক দিলেন। কয়েকটা কথা জানতে চাইছিলেন। জার্মান ভাষায় কথা বলতে হয়েছে তাঁর সঙ্গে, কারণ ইংরেজি তেমন একটা বোঝেন না তিনি।'

'ও আচ্ছা। কী কথা জানতে চাইছিলেন তিনি?'

'মিসেস গটলিয়েবকে চিনি কি না। বললাম, চিনি না। তিনি বললেন, তা হলে সম্ভবত নামটা শুনতে ভুল হয়েছে তাঁর।'

'ও আচ্ছা,' চিন্তিত হয়ে পড়েছে টাপেন্স। আর কিছু বলল না, হাঁটতে শুরু করেছে।

মিস্টার রোযেনস্টেইন। মিসেস গটলিয়েব।

চোরা চাহনিতে চট করে কার্ল ভন ডেইনিমের দিকে তাকাল

টাপেন্স। ওর পাশাপাশি হাঁটছে লোকটা। কেমন কঠোর হয়ে আছে চেহারাটা।

প্রথম দেখাতেই ওই রহস্যময়ী মহিলাকে সন্দেহ হয়েছিল টাপেন্সের, সেটা এখন আরও বেড়েছে। সন্দেহ হচ্ছে কার্ল ভন ডেইনিমকেও। দু'-চারটা কথা বলতে যে-সময় লাগে, তারচেয়ে অনেক বেশি সময় একসঙ্গে ছিল ওরা। তারমানে টাপেন্সকে যা বলেছে কার্ল, তারচেয়ে অনেক বেশি বাক্য বিনিময় হয়েছে দু'জনের মধ্যে।

তারমানে, সন্দেহ নেই, টাপেন্সের কাছে কিছু একটা গোপন করছে কার্ল ভন ডেইনিম নামের এই জার্মান যুবক।

আগেরদিন সকালে শিলার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে কার্লকে। আর আজ এক রহস্যময়ী পোলিশ মহিলার সঙ্গে।

কী করছে কার্ল আসলে?

বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল টাপেন্সের মাথায়।

কার্ল আর শিলাই কি "এন" আর "এম"?

নাকি কার্ল আর ওই রহস্যময়ী...

নিজের রুমে যখন ঢুকল টাপেন্স, তখনও আনমনা হয়ে আছে সে।

সে-রাতে ডিনার সেরে ঘরে ফেরার পর, টাপেন্সের ঘরে লম্বা দেরাজওয়ালা যে-লেখার টেবিল আছে সেটার দিকে এগিয়ে গেল সে। টান দিয়ে খুলল ড্রয়ারটা। ভিতরে এককোনায় রাখা আছে কালো এনামেল-করা মজবুত আর চকচকে একটা বাক্স। পলকা আর সস্তা একটা তালা ঝুলছে ওটাতে।

গ্লাভস পরে নিল টাপেন্স, বাক্সের তালা খুলে ডালা তুলল। ভিতরে অনেকগুলো চিঠি আছে। আজ সকালে একটা চিঠি

পেয়েছিল টাপেন্স, প্রেরকের নাম "রেমণ্ড"। ব্রেকফাস্টের সময় চিঠি পাওয়ার কথা বলেছিল সবাইকে, এমনকী চিঠির অংশবিশেষ পড়েও শুনিয়েছে নাস্তার টেবিলে।

খুব সাবধানে চিঠিটা বের করল সে, ভাঁজ খুলল।

চোখের পাতা থেকে একটা লোম ছিঁড়ে চিঠির ভাঁজে রেখে দিয়েছিল টাপেন্স, কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না ওটা।

চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে ওয়াশস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল সে। ছোট একটা বোতল রাখা আছে স্ট্যাণ্ডের উপর, "গ্রে পাউডার" নামের এক "নিরীহ" লেবেল সাঁটা আছে সেটার গায়ে। বোতলটা নিয়ে ফিরে এল টেবিলের কাছে। দক্ষ হাতে খানিকটা পাউডার ছিটাল চিঠির উপর, তারপর একই কাজ করল এনামেল-করা বাক্সটার যে-জায়গায় তালা আটকিয়েছিল সেখানে।

চিঠি বা বাক্স—কোনওটাতেই কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই।

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স, সন্তুষ্ট হয়েছে।

যে-মানুষটার কারণে চিঠির ভাঁজ থেকে উধাও হয়ে গেছে ওর চোখের-পাতার লোমটা, তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাক বা না-যাক, অন্তত টাপেন্সের নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকার কথা চিঠি অথবা বাক্সের গায়ে। তা-ও যখন নেই, তখন ধরে নেয়া যায়, কাজ শেষে বাক্স আর চিঠি দুটোই ভালোমতো মুছে সব ফিঙ্গারপ্রিন্ট উধাও করে দিয়েছে সে।

কে করেছে কাজটা?

ঘর পরিষ্কার করতে-আসা সন সুসির কোনও ভৃত্য?

অসম্ভব না। কিন্তু এনামেল-করা বাক্সটার তালা-খোলার চাবি কোথায় পেল সে? ধরে নেয়া যাক যেভাবেই হোক জোগাড় করেছে, কিন্তু তা হলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে ফেলার দরকার হলো কেন ওর?

তারমানে...বাক্স খুলে ভিতর থেকে চিঠি বের করেনি সন

সুসির কোনও ভৃত্য।

অন্য কেউ করেছে কাজটা।

এবং সে সন সুসিতেই থাকে।

কে সে?

মিসেস পেরেন্না? শিলা? নাকি অন্য কেউ?

নিঃসন্দেহে এমন কেউ, যে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষাবাহিনীর ব্যাপারে আগ্রহী। কারণ "রেমণ্ডের" পাঠানো চিঠিতে, ফাঁদ হিসেবে, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষাবাহিনী সম্বন্ধে কিছু কথা বলা হয়েছে।

কিছুটা হলেও কাজে লেগেছে "মিস্টার ফ্যারাডের" ফাঁদ।

কাজে লেগেছে তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে টাপেন্সের কথোপকথনও।

সন্দেহভাজনকে পাকড়াও করার যে-পরিকল্পনা করেছে টাপেন্স, তার রূপরেখা সাধারণ। প্রথমে যাচাই-বাছাই করতে হবে সমস্ত সম্ভাবনা। তারপর কিছু পরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হতে হবে সন সুসির কেউ আসলেই জার্মান এজেন্ট কি না, যে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষাবাহিনী সম্বন্ধে ছোট-বড় যে-কোনও খবর জোগাড় করতে চায়, একইসঙ্গে আড়ালে রাখতে চায় নিজেকে। সবশেষে হাতকড়া পরাতে হবে ওই লোকের হাতে।

সকাল হয়ে গেছে, তারপরও শুয়ে আছে টাপেন্স। ওর চিন্তার ট্রেনটা চলছে, তবে বেটি স্প্রটের কারণে "যাত্রাটা" বাধাগ্রস্ত হচ্ছে থেকে থেকে। আজ একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে মেয়েটা, ছোটাছুটি আর চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল। কোন্ ফাঁকে ঢুকে পড়েছে টাপেন্সের রুমে, খেলছে আপনমনে।

হাতে একটা পিকচার-বুক নিয়ে টাপেন্সের বিছানায় উঠে পড়ল মেয়েটা, বইটা বলতে গেলে ছুঁড়ে মারল টাপেন্সের নাকের উপর। আদেশ দেয়ার সুরে বিকৃত উচ্চারণে বলল, 'উইড।'

(read)

প্রথম ছড়াটা পড়তে শুরু করল টাপেন্স, 'গুসি গুসি গ্যাণ্ডার, হুইদার উইল ইউ ওয়াণ্ডার? আপস্টেয়ার্স, ডাউনস্টেয়ার্স, ইন মাই লেডি'স চেম্বার।'

খুশিতে বিছানার উপর কয়েকবার গড়ান দিল বেটি, পরমানন্দে বলছে, 'আপস্টেস...আপস্টেস...আপস্টেস...' তারপর আরেকবার গড়ান দিয়ে ধপাস করে পড়ল মেঝেতে, বলে উঠল, 'ডাউন...'

হামাগুড়ি দিতে শুরু করল মেঝেতে, টাপেন্সের একপাঁটি জুতো নিয়ে খেলছে। একইসঙ্গে অবোধ্য কথার খই ফুটছে ওর মুখে, 'আগ ডু...বাহ পিট...সু...সুডাহ...পাচ...'

মেয়েটার কথা ভুলে গিয়ে আবার নিজের চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গেল টাপেন্স। কিছুক্ষণ পর টের পেল, ওর মাথার কাছে হাজির হয়েছে বেটি, খাটের একটা কোনা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জানতে চাওয়ার ঢঙে বলছে, 'আগ বু বেঁট? আগ বু বেট?'

'সুন্দর,' কিছু না বুঝেই বলল টাপেন্স। 'চমৎকার।'

নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হলো বেটি, আবার বিড়বিড় করতে শুরু করল সে।

ঘরে ঢুকল মিসেস স্প্রট। এদিকওদিক তাকিয়েই দেখতে পেল বেটিকে। 'ওহ্...ওই তো ওখানে...এদিকে আমি সারা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম! বেটি...দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! ...মিসেস ব্লেনকেনসপ, আমি দুঃখিত।'

উঠে বসল টাপেন্স। বোঝার চেষ্টা করছে কেন দুঃখ প্রকাশ করছে মিসেস স্প্রট।

নিরীহ চেহারায় তাকিয়ে আছে বেটি। টাপেন্সের জুতো থেকে ফিতা খুলে ফেলেছে, তারপর সেটা নিয়ে গিয়ে ডুবিয়েছে একটা টুথগ্লাসের পানিতে। আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে ফিতাটা গ্লাসের

আরও ভিতরে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

'এত চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যে,' সাফাই গাওয়ার সুরে বলল মিসেস স্প্রট, 'কিছু টেরই পাইনি। চিন্তা করবেন না, আপনাকে নতুন ফিতা কিনে দেবো।'

'কোনও দরকার নেই,' মানা করে দিল টাপেন্স। 'গ্লাস থেকে বের করে বাইরে রেখে দিলেই শুকিয়ে যাবে ওগুলো।'

বেটিকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে নিজের রুমে চলে গেল মিসেস স্প্রট। "গুসি গুসি গ্যাণ্ডার" লেখা পিকচার-বুকটা ফেলে গেছে মনের ভুলে। টাপেন্স কি গিয়ে ওটা দিয়ে আসবে? থাক, একটু পরই মনে পড়বে মিসেস স্প্রটের, তখন নিজেই নিতে আসবে।

নিজের চিন্তায় আবার হারিয়ে গেল টাপেন্স।

ছয়

টাপেন্সের ছুঁড়ে-দেয়া প্যাকেটটা লুফে নিল টমি, কিছুটা সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওটার দিকে।

'সাবধান,' টমিকে বলল টাপেন্স, 'সারা গায়ে আবার মাখিয়ে ফেলো না ওই জিনিস। বিজ্ঞাপনে বলেছে, কাউকে তাড়াতে হলে ওই জিনিসের একটুখানিই যথেষ্ট।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল টমি। আলাদা হয়ে গেল টাপেন্সের কাছ থেকে।

সন সুসিতে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল সেদিন।

অভিযোগ জানানো হলো মিসেস পেরেন্নার কাছে, কীসের

যেন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে মিস্টার মিডোসের ঘরে।

সবাই জানে, মিস্টার মিডোস চুপচাপ প্রকৃতির, অভাব-অভিযোগের কথা বলতে গেলে শোনা যায় না তাঁর মুখে, কিন্তু তিনি যখন জোর দিয়ে বলছেন তখন আসলেই কিছু একটা হয়েছে তাঁর ঘরে।

টমির ঘরে হাজির হলেন মিসেস পেরেন্না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীকার করলেন, আসলেই একটা বাজে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে। সম্ভবত, জানালেন তিনি, চুলার গ্যাসলাইনের কোথাও কোনও কারণে ছিদ্র হয়ে গেছে।

ঝুঁকে পড়ল টমি, গন্ধ শুঁকছে, একইসঙ্গে এমনভাবে মাথা নাড়ছে যেন মানতে পারছে না মিসেস পেরেন্নার কথা। বলল, 'না, আমার মনে হয় না ওটা চুলার গ্যাসের গন্ধ। তা ছাড়া...গন্ধটা নিচ থেকে আসছে বলেও মনে হয় না। খুব সম্ভব কোনও ইঁদুর মরে পড়ে আছে এই ঘরের কোথাও।'

চেহারা দেখে যারপরনাই অসহায় বলে মনে হচ্ছে মিসেস পেরেন্নাকে। বললেন, 'মিস্টার মিডোস...স্বীকার করছি, যে-গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে সেটার সঙ্গে মিল আছে মরা ইঁদুরের গন্ধের, তারপরও জোর দিয়ে বলতে চাই, সন সুসির কোথাও কোনও ইঁদুর নেই। তবে ইঁদুরের বাচ্চাটাচ্চা যদি হুট করে ঢুকে পড়ে থাকে...'

'না, মানতে পারছি না। আমার ধারণা ওটা কোনও মরা ধেড়ে ইঁদুরেরই গন্ধ। আরেকটা কথা। এই গন্ধ-সমস্যার সমাধান না হলে আমি কিন্তু আর একটা রাতও থাকবো না এই ঘরে। ভালো হয় যদি এই ঘরের বদলে অন্য কোনও ঘরে থাকতে দেন আমাকে।'

'অবশ্যই...একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছেন, মিস্টার মিডোস। তবে...মুশকিল হচ্ছে...আর একটা মাত্র ঘর খালি

আছে...সেটা এই ঘরের মতো বড়ও না, সেখান থেকে সাগরও দেখা যায় না। মিস্টার মিডোস, আপনি যদি কিছু মনে না করেন...'

'আমি কিছু মনে করবো না। আমাকে শুধু দয়া করে এই দুর্গন্ধ থেকে বাঁচান।'

ওকে সঙ্গে নিয়ে ছোট একটা ঘরে গেলেন মিসেস পেরেন্না। এই ঘরের দরজা, বলা বাহুল্য, মিসেস ব্লেনকেনসপ ওরফে টাপেন্সের ঘরের ঠিক উল্টোদিকে।

ঘ্যাগ রোগে আক্রান্ত বিয়েট্রিস নামের বোকাটে এক মহিলা কাজ করে সন সুসিতে, ওকে ডেকে কড়া গলায় মিসেস পেরেন্না বললেন, 'যাও, মিস্টার মিডোসের মালসামান যা আছে সব নিয়ে এসে এই ঘরে রাখো। আর দেখো কোনও লোক পাওয়া যায় কি না—হঠাৎ করেই কীসের দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে মিস্টার মিডোসের ঘরে তা ভালোমতো দেখতে হবে।'

দ্বিতীয় ঘটনাটাও ঘটল মিস্টার মিডোসের সঙ্গে।

হঠাৎ করেই জানা গেল, হে ফিভার, মানে ধুলার কারণে নাক ও গলার একরকম রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। ঘণ্টাখানেক পর তিনি নিজেই জানালেন, সম্ভবত ভুল হয়েছে, আসলে ঠাণ্ডা লেগেছে তাঁর। একের পর এক হাঁচি দিচ্ছেন তিনি, লাল হয়ে যাওয়া দুই চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

কিন্তু টাপেন্স বাদে আর কেউ জানতে পারল না, রেশমের যে-রুমাল দিয়ে বার বার নাক-চোখ মুছছেন মিস্টার মিডোস, সেটাতে কায়দা করে মাখিয়ে রেখেছেন গোলমরিচের গুঁড়ো। একইসঙ্গে সেটার ভিতরে কায়দা করে লুকিয়ে রেখেছেন খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজের টুকরো।

ক্রমাগত হাঁচি এবং নাকের পানি-চোখের পানি সামলাতে না

পেরে শেষপর্যন্ত বিছানায় ঠাঁই নিতে হলো তাঁকে।

মিসেস্ ব্লেনকেনসপ তাঁর ছেলে ডগলাসের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন। এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তিনি যে, সন সুসির কারও জানতে বাকি নেই ঘটনাটা। চিঠিতে গোপনীয় কিছু নেই, জানালেন তিনি, কারণ সে-রকম কিছু যদি থাকত তা হলে ছুটি-পাওয়া এক বন্ধুকে দিয়ে ওটা পাঠাত না ডগলাস।

'তবে,' কিছুটা গর্বের সুরে বললেন তিনি, 'এমন কিছু লিখেছে আমার ছেলে, যা পড়ে বুঝতে পারছি যুদ্ধের ব্যাপারে আসলে কত কম জানি আমরা।'

নাস্তা খেয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে এলো টাপেন্স। এনামেল-করা বাক্সটা খুলে ওটার ভিতরে রেখে দিল "ডগলাসের" চিঠিটা। তবে তার আগে চিঠির ভাঁজে ঢুকিয়ে দিল সামান্য কিছু চালের-গুঁড়ো, ভালোমতো খেয়াল করলেও চোখে পড়বে না ওসব। বাক্সটা বন্ধ করল ঠিকমতো, ইচ্ছামতো ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে ওটার জায়গায় জায়গায়।

ঘরের দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাশল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকের ঘর থেকে শোনা গেল পর পর কয়েকটা "কৃত্রিম" হাঁচির আওয়াজ।

মুচকি হাসল টাপেন্স, সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে সবাইকে জানিয়েছে, একদিনের জন্য লণ্ডনে যাচ্ছে সে। ব্যক্তিগত কিছু কাজে দেখা করতে হবে উকিলের সঙ্গে, টুকটাক কেনাকাটাও আছে।

হলরুমে যে-ক'জন আছে, তাদের সবাইকে বিদায় জানাল টাপেন্স।

এককোনায় বসে পত্রিকা পড়ছিলেন মেজর ব্লেচলি, বলা নেই

কওয়া নেই হঠাৎ গালি দিয়ে উঠলেন তিনি। হতবাক হয়ে হলরুমের বাকিরা যখন তাকিয়েছে তাঁর দিকে তখন সাফাই গাওয়ার সুরে বললেন, 'জার্মানদের কথা বলছি। মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা শরণার্থীদের উপর। একেবারে...কী আর বলবো...জানোয়ারের দল! ইস্‌স্‌...আমার যদি ক্ষমতা থাকত...'

তাঁর ক্ষমতা থাকলে তিনি কী করতেন তা আর শোনার দরকার মনে করল না টাপেন্স, বাগানে বেরিয়ে এল। বেটি স্প্রট খেলছে একজায়গায়। মেয়েটার কাছে গেল সে, জানতে চাইল ওর কিছু লাগবে কি না।

দুই হাত দিয়ে একটা শামুক চেপে ধরেছে বেটি, টাপেন্সের প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলে তাকাল।

'কী লাগবে তোমার, বলো তো?' আবারও জিজ্ঞেস করল টাপেন্স। 'উলের বিড়াল? পিকচার বুক? ছবি আঁকার জন্য রঙ করার চক?'

জবাবে 'বেটি ডয়ার' জাতীয় কিছু একটা উচ্চারণ করল বেটি।

তারমানে বেটির জন্য রঙ-করার চক কিনতে হবে, ভাবল টাপেন্স।

হাঁটা ধরল সে, বাগানের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। ড্রাইভওয়েতে নামতে যাবে এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল কার্ল ভন ডেইনিমের সঙ্গে। একদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। টাপেন্সকে এগিয়ে যেতে দেখে যেন ধ্যানরাজ্য থেকে ফিরল, আবেগতাড়িত হয়ে আছে চেহারাটা।

ইচ্ছা না থাকার পরও কার্লের সামনে থামল টাপেন্স। 'কী হয়েছে?'

'কী হয়নি সেটা জিজ্ঞেস করুন,' কার্লের কণ্ঠ কর্কশ।

'মানে?'

'অবিচার আর নিষ্ঠুরতা এড়ানোর জন্য নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে এখানে এসেছি। ইচ্ছা ছিল একটু স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবো। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম, যেখানেই যাই না কেন, কখনোই বদলে ফেলতে পারবো না আমার জার্মান পরিচয়টা।'

'বুঝতে পারছি...'

'না, আসলে কিছুই বুঝতে পারছেন না আপনি,' অতি মাত্রায় আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে কার্ল। 'মনেপ্রাণে আমি এখনও একজন জার্মান। অনুভূতিতে আমি এখনও একজন জার্মান। যখন শুনি জার্মানির কোনও শহরের উপর বোমা ফেলা হয়েছে, জার্মানির সৈন্যরা মারা যাচ্ছে অথবা কোনও জার্মান যুদ্ধবিমানকে ভূপাতিত করা হয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই খারাপ লাগে আমার কাছে। কারণ যারা মারা যাচ্ছে তারা আমারই দেশের মানুষ। একই কারণে ওই মেজর যখন পত্রিকা পড়তে পড়তে গালি দেয় আমাদেরকে, তখন প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে থাকি, সহ্য করতে পারি না।' আসলেই কাঁপছে কার্ল, কাঁপতে কাঁপতেই বলল, 'সবকিছু শেষ করে ফেলতে পারলে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে খুশি হতাম।'

হাত বাড়িয়ে কার্লের একটা হাত ধরল টাপেন্স। 'বোকার মতো কথা বোলো না! তুমি যতই দেশপ্রেমী হও না কেন, তোমাকে মানতে হবে পরিস্থিতি এখন তোমার প্রতিকূলে।'

'আমাকে নজরবন্দি করে ফেললেই বোধহয় সবদিক দিয়ে ভালো হয়।'

'তা হলে তোমার সেই রাসায়নিক কারখানার কী হবে?'

কথাটা শুনে একটু যেন কমল কার্লের আবেগ। 'ধন্যবাদ। ঠিকই বলেছেন আপনি। আরও ধৈর্য ধরতে হবে আমাকে।'

ওকে বিদায় জানিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল টাপেন্স।

ভাবছে, কী অদ্ভুত ব্যাপার—সন সুসির যে-মানুষটাকে

সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে, সে একজন জার্মান!

ইচ্ছার বিরুদ্ধে লণ্ডনে যেতে হচ্ছে টাপেন্সকে। কিন্তু এটা ওর পরিকল্পনার অংশ। লিয়াহ্যাম্পটনের আশপাশেই কোথাও থাকতে পারত একটা দিন, কিন্তু সেটা উচিত হতো না। কখন কে দেখে ফেলে বলা যায় না। যেহেতু ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে, সেহেতু লণ্ডনে না গিয়ে উপায় নেই এখন আর।

বুকিংঅফিস থেকে রিটার্ন টিকেট কিনে বেরিয়ে আসছে সে, এমন সময় আরেকটু হলে ধাক্কা লেগে গিয়েছিল শিলা পেরেন্নার সঙ্গে।

'হ্যালো,' বলল শিলা। 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'লণ্ডন। আপনি?'

'আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি একটা জিনিস নিতে এসেছি।'

'কী জিনিস?'

'একটা পার্সেল। খুব সম্ভব ভুলে ফেলে গিয়েছি। ...হঠাৎ লণ্ডন?'

কেন যাচ্ছে, বলল টাপেন্স।

'ও...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তবে আজকের কথাই যে বলেছিলেন, তখন বুঝতে পারিনি। ...আমার পার্সেলটা একটু খুঁজে দেখি। ট্রেন ছাড়ার আগে দেখা করবো আপনার সঙ্গে।'

টাপেন্স ভাবছে, সবসময় যে-রকম দেখায়, তারচেয়ে বেশি প্রাণচঞ্চল বলে মনে হচ্ছে না শিলাকে? বেশিরভাগ সময়ই মেজাজ খিঁচড়ে থাকে মেয়েটার, অথচ আজ হাসিখুশি মনে হচ্ছে ওকে। চেহারাটাও গোমড়া না। বরং সন সুসির দৈনন্দিন জীবন নিয়ে টুকটাক কথা বলছে খোশমেজাজে।

ট্রেনটা রওয়ানা দেয়ার আগপর্যন্ত কথা বলতেই থাকল সে

টাপেন্সের সঙ্গে।

হাত নেড়ে শিলাকে বিদায় জানাল টাপেন্স। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখছে, আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ছে ঠায় দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটা। আত্মচিন্তায় ডুবে গেল টাপেন্স।

ঠিক সময়ে স্টেশনে শিলার হাজির হওয়াটা কি নিছক কাকতালীয় ঘটনা? যদি ধরে নেয়া হয়, মিসেস পেরেন্না আসলে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন "বাচাল" মিসেস ব্লেনকেনসপ আসলেই লণ্ডনে গেছেন কি না, তা হলে কি ভুল হবে?

মনে হয় না।

কথা ছিল, সন সুসির ছাদের নিচে কখনও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করবে না টমি আর টাপেন্স। তাই হে ফিভার বা ঠাণ্ডার প্রকোপ একটু কমার পর হাঁটাহাঁটি করার উদ্দেশ্যে বাইরে বের হয়েছেন মিস্টার মিডোস। তিনি জানেন না, কোন্ ফাঁকে তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেছেন মিসেস ব্লেনকেনসপ। বোর্ডিংহাউসের বাইরে, পায়েহাঁটা পথের কয়েক জায়গায় কাঠের সীট বানানো আছে; ও-রকম একটাতে নিজের জন্য জায়গা করে নিলেন মিস্টার মিডোস। কিছুক্ষণ পর তাঁর পাশে বসলেন মিসেস ব্লেনকেনসপ।

'কোনও খবর আছে?' এদিকওদিক তাকিয়ে জানতে চাইল টাপেন্স।

ওর দিকে তাকাল না টমি, শুধু আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল। 'আছে। আমার মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল ধরে তাকিয়ে ছিলাম দরজার ফুটো দিয়ে। শেষপর্যন্ত ব্যথায় আঁকড়ে গিয়েছিল ঘাড়।'

'ঘাড়ের কথা ভুলে যাও আপাতত। আসল ঘটনা বলো।'

'বিয়েট্রিস না কী যেন নাম...সে ঢুকেছিল তোমার ঘরে। মিসেস পেরেন্না ঢুকেছিলেন। বকা দিয়ে ঘর থেকে তাড়ালেন

বিয়েট্রিসকে, তারপর নিজে কিছুক্ষণ ছিলেন সেখানে। উলের একটা কুকুর হাতে নিয়ে বেটিও ঢুকেছিল একবার।'

'আর কেউ?'

'হ্যাঁ।'

'কে?'

'কার্ল ভন ডেইনিম।'

চুপ করে আছে টাপেন্স। ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'কখন?'

'লাঞ্চের সময়। ডাইনিংরুম থেকে সবার আগে বের হলো সে, নিজের ঘরে গেল। তারপর হঠাৎ করেই চোরের মতো চুপিসারে বেরিয়ে এল নিজের ঘর ছেড়ে, প্যাসেজ ধরে এগোতে লাগল তোমার ঘরের দিকে। এদিকওদিক তাকিয়ে ঢুকে পড়ল। ঘরের ভিতরে পনেরো মিনিটের মতো ছিল সে।'

'কিন্তু...কেন?'

'তুমি বুঝে নাও কেন। তোমার ঘরে যাওয়ার কোনও দরকার ছিল লোকটার? না। সেখানে পনেরো মিনিট থাকার দরকার ছিল? না। তারপরও যখন করেছে কাজটা, তখন আর সন্দেহ থাকে না, কোনও-না-কোনও দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত আছে সে। আমার মনে হয় লোকটা আসলে একজন শক্তিশালী অভিনেতা।'

যেদিন লণ্ডনে গেল সেদিন কার্লের সঙ্গে যে-কথোপকথন হয়েছে তা মনে পড়ে যাচ্ছে টাপেন্সের। লোকটা আসলেই দেশপ্রেমিক—জার্মানির পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করছে একজন শরণার্থীর ছদ্মবেশে।

কী যেন বলেছিল সে?

সবকিছু শেষ করে ফেলতে পারলে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে খুশি হতাম।

হ্যাঁ, পুরো ইংল্যাণ্ডকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া সম্ভব ওই

লোকের পক্ষে।

'আমি দুঃখিত,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল টাপেন্স।

'আমিও। লোকটাকে ভালো লেগে গিয়েছিল আমার।'

'আমরা যদি জার্মানিতে থাকতাম এখন, তা হলে ইংল্যাণ্ডের জন্য একই কাজ করতাম।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল টমি।

টাপেন্স বলে চলল, 'তা হলে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত, মিসেস পেরেন্না আর তাঁর মেয়ে শিলার সঙ্গে মিলে কাজ করছে কার্ল ভন ডেইনিম। ছোট্ট দলটার নেতৃত্বে আছেন খুব সম্ভব মিসেস পেরেন্না। কিন্তু তারপরও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। রহস্যময়ী ওই পোলিশ মহিলার ভূমিকা কী? আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, সবকিছুর সঙ্গে ওই মহিলা কোনও-না-কোনওভাবে জড়িত।'

'আমাদের পরবর্তী কাজ কী?'

'সুযোগ পাওয়ামাত্র ঢুকে পড়তে হবে মিসেস পেরেন্নার ঘরে। আমার ধারণা সেখানে কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবেই। এবং সেটাই নতুন পথ দেখিয়ে দেবে আমাদেরকে। এখন থেকে ওই মহিলাকে নজরে রাখতে হবে সবসময়। কোথায় যান তিনি, কার কার সঙ্গে দেখা করেন—সব খেয়াল করতে হবে। ...টমি, অ্যালবার্টকে খবর দিয়ে আনলে কেমন হয়?'

কিছু বলার আগে কথাটা ভাবল টমি।

অনেক বছর আগে একটা হোটেলে পেইজবয়, মানে উর্দিপরা-বালকভৃত্য হিসেবে কাজ করত অ্যালবার্ট। চাকরিটা ছেড়ে দেয় সে একসময়, যোগ দেয় ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে। টমি তখন যুবক। ওকে অনেক অ্যাডভেঞ্চারে সঙ্গ দিয়েছে অ্যালবার্ট। বছর ছয়েক আগে ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়েছে সে, বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। দক্ষিণ লণ্ডনে "দ্য ডাক অ্যাণ্ড ডগ"

নামের একটা পাব খুলেছে।

'আমরা বললে না এসে পারবে না অ্যালবার্ট,' বলছে টাপেন্স। 'স্টেশনের কাছে একটা পাব আছে, দরকার হলে ওখানে কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে নিজের জন্য। কিন্তু আসলে চোখ রাখবে পেরেন্নাদের উপর। প্রয়োজনে নজরদারি চালাবে অন্য কারও উপরও।'

'কিন্তু মিসেস অ্যালবার্টের কী হবে?'

'বিমান-হামলার ভয়ে গত সোমবার বাচ্চাদের নিয়ে ওয়েলসে নিজের মা'র বাড়িতে চলে গেছেন তিনি। কাজেই মিসেস অ্যালবার্টকে নিয়ে চিন্তার কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

'বুদ্ধিটা ভালো। আমাদের দু'জনের কেউ যদি হঠাৎ করেই ফলো করতে শুরু করি মিসেস পেরেন্নাকে, তা হলে যে-কারও চোখে উদ্ভট লাগবে ব্যাপারটা। কিন্তু অ্যালবার্ট যদি কাজটা করে তা হলে সন্দেহ করবে না কেউ। এবার অন্য একটা কথা। ওই পোলিশ মহিলাকে খুঁজে বের করতে হবে। কেন যেন মনে হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে কোনও-না-কোনও যোগসূত্র আছে ওই মহিলার।'

'ঠিক। আমার ধারণা অর্ডার বা মেসেজ আদানপ্রদানের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাকে। পরেরবার আমরা যে-ই দেখি না কেন ওকে, ফলো করতে হবে। বিস্তারিত জানতে হবে ওর ব্যাপারে।'

'মিসেস পেরেন্নার ঘরে ঢোকার কথা বললে, কার্লের ঘরেও ঢুকবে নাকি?'

'সেখানে ঢুকলে কিছু না-ও পাওয়া যেতে পারে। লোকটা জানে, যেহেতু সে জার্মান সেহেতু ওর নাম এমনিতেই আছে পুলিশের সন্দেহের খাতায়। জানে, পুলিশ যখন-খুশি-তখন সার্চ করতে পারে ওর ঘর। কাজেই নিজের ঘরে সন্দেহজনক কিছু

রাখার মতো কাঁচা কাজ করবে না সে।'

'মিসেস পেরেন্নার ঘরে ঢোকাটাও কিন্তু সহজ হবে না। তিনি যখন বাড়িতে থাকেন না, খেয়াল করেছি, শিলা তখন কোনও-না-কোনও কারণে ঠিকই বাড়ি পাহারা দেয়। ওদিকে পুরো ল্যাণ্ডিং দাবড়ে বেড়ায় বেটি, আর ওর পেছন পেছন ছোটাছুটি করে মিসেস স্প্রট। মিসেস ও'রুর্কও সহজে বের হতে চান না নিজের রুম ছেড়ে।'

'সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় লাঞ্চের সময়টাই সবদিক দিয়ে ভালো। ধরো মাথাব্যথার কথা বলে নিজের ঘরে চলে গেলাম...না, ঠিক হবে না কাজটা, কারণ আমাকে সাহায্য করার কথা বলে আমার পিছু নিতে পারে শিলা। তা হলে...কী করা যায়...লাঞ্চের সময় চুপিসারে ঢুকে পড়তে হবে বাড়িতে, কাউকে কিছু না-জানিয়ে সোজা চলে যেতে হবে মিসেস পেরেন্নার ঘরে। পরে কেউ যদি জানতে চায় কোথায় ছিলাম, মাথাব্যথার বাহানা দিয়ে বলবো, নিজের ঘরে শুয়ে ছিলাম।'

'তোমার মাথাব্যথার চেয়ে আমার হে ফিভার কি বেশি ভালো না? ধরো আগামীকাল হঠাৎ করেই বেড়ে গেল অসুখটা?'

'না...আমার মনে হয় হে ফিভারের চেয়ে মাথাব্যথাই ভালো। যদি ধরা পড়ে যাই, বলতে পারবো অ্যাসপিরিন অথবা ওই জাতীয় কোনওকিছুর খোঁজে গিয়েছিলাম মিসেস পেরেন্নার ঘরে। কিন্তু তোমার মতো কোনও পুরুষমানুষকে যদি পাওয়া যায় সেখানে, কী বলবে সবাই?'

মুখ টিপে হাসল টমি। 'চরিত্রহীন।'

হাঁটতে হাঁটতে পোস্টঅফিসে এসে পৌঁছাল টমি। সেখান থেকে ফোন করল মিস্টার গ্র্যাণ্টকে। জানাল, শেষ "অপারেশনটা" সফল হয়েছে, নিশ্চিতভাবে জানা গেছে "মিস্টার সি" জড়িত

আছে।

তারপর একটা চিঠি লিখে পোস্ট করল। প্রাপকের নাম-ঠিকানা: মিস্টার অ্যালবার্ট ব্যাট, দ্য ডাক অ্যাণ্ড ডগ, গ্ল্যামরগ্যান স্ট্রীট, কেনিংটন।

একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা কিনে নিয়ে পড়তে শুরু করল টমি। হঠাৎ শুনতে পেল ওর নাম ধরে ডাকছে কেউ।

কমাণ্ডার হেইডক। নিজের গাড়িতে ড্রাইভিংসীটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। টমির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ামাত্র চেঁচিয়ে বললেন, 'মিডোস, লিফট লাগবে নাকি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল টমি।

গাড়ি চালাতে চালাতে হেইডক বললেন, 'শুনলাম আপনার নাকি শরীর খারাপ?'

'হুঁ, হে ফিভার। প্রায় প্রতি বছর এই সময়ে অসুখটা পেয়ে বসে আমাকে।'

'আমি কখনও ওই অসুখে ভুগিনি। তবে আমার পরিচিত এক লোক ভুগেছে। প্রতি বছর জুন মাস এলেই টানা কয়েকদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হতো বেচারাকে। ...কী মনে হয়, গল্ফ খেলতে পারবেন?'

'খেলতে পারবো কি না জানি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'তা হলে আগামীকাল ক্লাবে চলে আসুন।'

'আজ আপনার হাতে কাজ আছে মনে হয়?'

'হ্যাঁ। লোকাল ডিফেন্স ভলাণ্টিয়ারদের যে-দল আছে লিয়াহ্যাম্পটনে সেটাকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবো, বুদ্ধিটা ভালো। সরকার যদি আমাদের কথা বেমালুম ভুলে যায় তা হলে আমাদের দেখভাল আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। ...আগামীকাল

ছ'টার সময়, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

'তা হলে ওই কথাই থাকল।'

সন সুসির দরজার সামনে গাড়ি থামালেন কমাণ্ডার। 'সুন্দরী শিলার খবর কী?'

'ভালো। ওর সঙ্গে অবশ্য খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না আমার।'

হা হা করে হেসে উঠলেন হেইডক। 'বাজি ধরে বলতে পারি, আপনি বলতে চাইছেন, ইচ্ছা থাকার পরও শিলার সঙ্গে দেখা হয় না আপনার। ...মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু আচার-ব্যবহার ভালো না। আর ওই জার্মান ব্যাটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে মনে হয়।' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'আমাদের ভিতর থেকে দেশপ্রেম কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আমার-আপনার মতো বুড়ো ভামদের দিয়ে আসলে কোনও দরকার নেই ওই মেয়ের। ওর...কী বলবো...সোজাসুজি বলতে গেলে মুখ খারাপ করতে হয়...আসলে দরকার যুবকদের। তাই কে ব্রিটিশ আর কে জার্মান তা বাছবিচার না করে হাতের সামনে যাকে পাচ্ছে তার সঙ্গেই...' বাকি কথা না-বলে চোখ টিপে বুঝিয়ে দিলেন।

'আস্তে বলুন! আসার সময় কার্লকে পাশ কাটিয়ে এসেছি আমরা।'

'সে শুনে ফেলল কি না তার থোড়াই পরোয়া করি! তা ছাড়া আমি চাই এসব শুনুক সে। ওর পাছায় যদি কষে একটা লাথি মারতে পারতাম, তা হলে শান্তি পেতাম। দেশপ্রেমের মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে...আরে, দেশের জন্য তোর যদি এতই দরদ থাকবে তা হলে এখানে কী করছিস তুই? দেশের হয়ে যুদ্ধ করছিস না কেন? ...ফাজলামি, না?'

'সে যুদ্ধ না করায় একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে,' বলল টমি। 'ইংল্যাণ্ডের শত্রুর সংখ্যা অন্তত একজন কমেছে।'

আবারও হা হা করে হেসে উঠলেন হেইডক। 'শত্রুর সংখ্যা যতই হোক, কেউ কখনও দখল করতে পারেনি আমাদের দেশ, কোনওদিন পারবেও না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, খুবই শক্তিশালী নৌবাহিনী আছে আমাদের।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল টমি।

ক্লাচ বদল করলেন হেইডক, একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চলতে শুরু করল তাঁর গাড়ি। পাহাড়ি পথ ধরে স্মাগলার্স রেস্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা।

দুটো বাজার বিশ মিনিট আগে সন সুসির দরজায় হাজির হলো টাপেন্স। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর এগিয়ে গেল ড্রাইভওয়ের দিকে, কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করে হাজির হলো বাগানে। তারপর এদিকওদিক তাকিয়ে ড্রইংরুমের বড় জানালা দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে।

দূর থেকে ভেসে আসছে আইরিশ স্টু'র সুবাস আর প্লেটের সঙ্গে কাঁটাচামচ বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ। খেতে খেতে কথা বলছেন বোর্ডাররা, শোনা যাচ্ছে সে-শব্দও।

লাঞ্চে ব্যস্ত মিসেস পেরেন্নার "অতিথিরা"।

ড্রইংরুমের দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল টাপেন্স। মার্থা নামের এক মহিলা কাজ করে সন সুসিতে, হল পার হয়ে ডাইনিংরুমের দিকে চলে গেল সে একসময়। সুযোগ পাওয়ামাত্র সিঁড়ির উদ্দেশে ছুট লাগাল টাপেন্স, আগেই খুলে ফেলেছে ওর জুতো জোড়া।

প্রথমে গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে, পায়ে গলাল নরম আর কোমল বেডরুম-স্লিপার দুটো। তারপর বেরিয়ে এল ল্যাণ্ডিং-এ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সন্তর্পণে গিয়ে ঢুকলল মিসেস পেরেন্নার ঘরে। আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ভুগছে সে। কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, উচিত হচ্ছে না কাজটা। মিসেস পেরেন্না যদি আসলেই শুধু মিসেস পেরেন্না হয়ে থাকেন, তা হলে ক্ষমার অযোগ্য একটা কাজ করছে সে। এভাবে লোকজনের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা...

আজব এক কায়দায় পুরো শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিল টাপেন্স, মনে পড়ে গেল ওর ছোটবেলায় ওভাবে শরীর ঝাঁকাতে দেখেছে একটা কুকুরকে। মনে পড়ে গেল, যুদ্ধ আর প্রেমে সব জায়েজ।

ড্রেসিংটেবিলের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে।

একটা একটা করে সবগুলো ড্রয়ার খুলল, চটজলদি নজর বোলাচ্ছে ভিতরের জিনিসগুলোর উপর। কিন্তু আহামরি কিছু নেই কোথাও। এগিয়ে গেল লেখার-টেবিলটার দিকে। এখানে একটা ড্রয়ার তালা-দেয়া। আনমনে মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স।

যে-কাজে পাঠানো হয়েছিল টমিকে সেটাতে কাজে লাগতে পারে ভেবে টুকটাক কিছু জিনিস দেয়া হয়েছিল ওকে। আজকের এই "অভিযানের" কথা ভেবে ও-রকম কিছু জিনিস টাপেন্সকে দিয়েছে টমি। তালা খোলার উপযুক্ত একটা "টুল" বের করল টাপেন্স, ওটা দিয়ে দু'বার মোচড় দিতেই খুলে গেল লেখার-টেবিলের সেই তালা-দেয়া ড্রয়ার।

ভিতরে একটা ক্যাশবক্স দেখা যাচ্ছে। ওটার ডালা খুলতেই চোখ পড়ল কতগুলো কাগুজে নোটের উপর—মোট বিশ পাউণ্ড। এককোনায় কিছু রৌপ্যমুদ্রাও আছে। বাক্সটার সঙ্গেই আছে আরেকটা বাক্স—জুয়েল কেস। এটা খুলল না টাপেন্স।

কিছু কাগ্‌জপত্রও আছে ড্রয়ারের ভিতরে। ওগুলো সাবধানে বের করল টাপেন্স, দ্রুত নজর বোলাচ্ছে। ভালোমতো দেখার

সময় নেই।

বন্ধক দেয়া হয়েছিল অথবা হয়েছে সন সুসি, সে-সংক্রান্ত কাগজ আছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কিছু হিসাব আছে। আর আছে কয়েকটা চিঠি। অন্য কাগজপত্র রেখে দিয়ে চিঠিগুলো হাতে নিল টাপেন্স।

ইটালিতে থাকেন মিসেস পেরেন্নার এক বান্ধবী, দুটো চিঠি তাঁর। দুটো চিঠিরই বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন। লণ্ডন থেকে সাইমন মর্টিমার নামের এক লোক একটা চিঠি পাঠিয়েছে, বিষয়বস্তু অনেক পুরনো এবং সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক।

ভ্রূ কোঁচকাল টাপেন্স। এত পুরনো একটা চিঠি এত যত্ন করে রেখে দেয়ার মানে কী? মিস্টার মর্টিমার কি বিশেষ কেউ?

আরেকটা চিঠির শুরুতে ধূসর-হয়ে-আসা কালিতে লেখা আছে:

এই শেষ চিঠি লিখছি তোমাকে, প্রিয়তমা এইলিন...

চিঠির শেষে প্রেরকের নামের জায়গায় লেখা: প্যাট।

প্রেমপত্র?

মিসেস পেরেন্না কি তাঁর জীবনের কোনও এক পর্যায়ে পরকীয়া করেছেন? চিঠিটা পড়তে ইচ্ছা করছে টাপেন্সের, কিন্তু নৈতিকতার বিচারে কি উচিত হবে কাজটা?

মাথা নাড়ল সে, আগের মতো করে ভাঁজ করে রাখল চিঠিটা। তারপর সবগুলো চিঠি রেখে জায়গামতো রেখে দিয়ে লাগিয়ে দিল ড্রয়ার।

হঠাৎ চমকে উঠল...ঘরের দরজাটা খুলে যাচ্ছে! ড্রয়ারে তালা লাগানোর সময় নেই আর...

ভিতরে ঢুকলেন মিসেস পেরেন্না।

খুব সম্ভব কোনও একটা বোতলের খোঁজে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি ওয়াশস্ট্যাণ্ডের দিকে, ঘরের ভিতরে অনাকাঙ্ক্ষিত কারও

উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে উঠে তাকালেন টাপেন্সের দিকে।

ধরা পড়ে গেছে টাপেন্স, লাল হয়ে উঠল ওর দুই গাল। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, 'ক্ষমা করবেন, মিসেস পেরেন্না। আসলে এত মাথাব্যথা শুরু হয়েছে যে, অ্যাসপিরিনের খোঁজে আপনার এখানে না-এসে পারলাম না। আমার ঘরে খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। ভেবেছিলাম আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'আমার ঘরে অ্যাসপিরিন আছে জানলেন কীভাবে?' খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করলেন মিসেস পেরেন্না।

'একদিন মিস মিন্টনের মাথাব্যথা হয়েছিল, তখন শুনলাম তাঁকে অ্যাসপিরিনের কথা বলছেন আপনি।'

'সেজন্য হুট করে ঢুকে যাবেন আমার ঘরে? নিচে গিয়ে আমাকে বললে আমি কি দিতাম না?'

'অবশ্যই দিতেন এবং সেটাই করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু ভাবলাম, আপনি লাঞ্চ করছেন, আপনাকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না...'

ঝড়ের গতিতে ওয়াশস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন মিসেস পেরেন্না, অ্যাসপিরিনের বোতলটা নিলেন। 'ক'টা লাগবে?'

তিনটা নিল টাপেন্স।

ওর পিছু পিছু ওর ঘরে এলেন মিসেস পেরেন্না। 'যতদূর মনে পড়ে, আপনারও কিন্তু একটা অ্যাসপিরিনের-বোতল ছিল।'

'জী, ছিল। কিন্তু কোথায় যে রেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। মাঝেমধ্যে বোকার মতো এমন কিছু কাজ করি...'

দাঁত দেখা গেল মিসেস পেরেন্নার, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হাসছেন না তিনি। 'ঠিক আছে, বিকেল পর্যন্ত শুয়ে থাকুন চুপচাপ। চা খাওয়ার সময় হলে ডেকে দেবো।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি, চলে যাওয়ার আগে টেনে দিয়ে গেলেন দরজাটা।

লম্বা করে দম নিল টাপেন্স, শুয়ে পড়ল বিছানায়, নিথর হয়ে আছে কাঠপুতুলের মতো। সে চায় না, যদি কোনও কারণে ফিরে আসেন মিসেস পেরেন্না, তা হলে তাঁর সামনে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যাক সে আবার।

তিনি কি কিছু সন্দেহ করেছেন? না করে থাকলে পিশাচের মতো ওই হাসির মানে কী?

একটা ব্যাপার আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে টাপেন্সের কাছে। নিজের ঘরে মিসেস ব্লেনকেনসপের উপস্থিতি টের পেয়ে যতটা চমকে ওঠার কথা ছিল মিসেস পেরেন্নার, ততটা চমকাননি তিনি। তারমানে...তিনি কি আগে থেকেই সন্দেহ করছিলেন ও-রকম কিছু করবে টাপেন্স?

লেখার টেবিলের সেই ড্রয়ারে তালা দিতে পারেনি টাপেন্স, ওটা খোলা অবস্থায় পাবেন মিসেস পেরেন্না। তারপর? টাপেন্সের উপর তাঁর সন্দেহ আরও গাঢ় হবে? নাকি ধরে নেবেন মনের ভুলে তিনিই খুলে রেখেছিলেন ড্রয়ারের তালাটা? দেরাজটার ভিতরে কাগজপত্র যেটা যেভাবে ছিল সেটা কি সেভাবে রাখতে পেরেছে টাপেন্স?

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত সে। মিসেস পেরেন্না যদি জার্মান এজেন্ট "এম" হয়ে থাকেন, আজকের ঘটনাটার পর কাউন্টার এসপিয়োনাজের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠবেন।

তাঁর সেই খনখনে গলার ব্যাপারটা বাদ দিলে, মিসেস ব্লেনকেনসপকে নিজের ঘরে আবিষ্কার করে বলতে গেলে স্বাভাবিকই ছিলেন তিনি।

বিছানায় উঠে বসল টাপেন্স। একটা কথা মনে পড়ে গেছে।

আয়োডিন আর সোডা মিন্টের বোতলের সঙ্গে নিজের অ্যাসপিরিনের বোতলটা একটা প্যাকেটে ভরে লেখার-টেবিলের ড্রয়ারে, ভিতরের দিকে ঢুকিয়ে রেখেছিল সে। যে-ক'দিন আছে

সন সুসিতে, ওই প্যাকেট খোলার প্রয়োজন হয়নি কখনও।

তা হলে ওর কাছে অ্যাসপিরিন আছে—জানলেন কী করে মিসেস পেরেন্না?

সাত

পরদিন লণ্ডন গেল মিসেস স্প্রট। বেটিকে দেখে রাখার দায়িত্ব, স্বাভাবিকভাবেই, পড়ল টাপেন্সের উপর।

'খেলো,' টাপেন্সকে বলল বেটি, 'লুকোচুরি খেলো।'

দিন যত যাচ্ছে, মেয়েটা তত স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছে।

টাপেন্সের ইচ্ছা ছিল বেটিকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যাবে, কিন্তু মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই বাধ্য হয়ে এখন টাপেন্সের ঘরের ভিতরে আছে ওরা দু'জন। লেখার টেবিলের নিচের ড্রয়ারে নিজের কয়েকটা খেলনা রেখেছে বেটি, ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

'ঠিক আছে,' বেটির আবদারে রাজি হলো টাপেন্স।

কিন্তু ততক্ষণে ইচ্ছা পাল্টে গেছে বেটির। বলল, 'গল্প পড়ে শোনাও আমাকে।'

কাবার্ডের ভিতর থেকে ছেঁড়াফাটা একটা বই বের করল টাপেন্স।

কিন্তু ওটা দেখামাত্র বেটি বলে উঠল, 'না, না, বাজে...পচা...'

আশ্চর্য হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল টাপেন্স, তারপর তাকাল

হাতের বইয়ের দিকে।

পিকচার-বুকটার নাম: গুসি গুসি গ্যাণ্ডার। রঙিন একটা বই, গল্পের চেয়ে ছবি বেশি।

'খা-রা-প! নোংরা!' টাপেন্সের হাত থেকে বইটা নিয়ে নিল বেটি, রেখে দিল মেঝেতে। তারপর নিজেই টেনে বের করল আরেকটা বই। 'প-রি-ষ্কার...সু-ন্দ-র...'

আশ্চর্য না হয়ে পারল না টাপেন্স। আগের পিকচার-বুকটা ময়লা হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, তাই কেউ একজন, সম্ভবত মিসেস স্প্রট, নতুন একটা বই কিনে দিয়েছে বেটিকে। মেয়েটা মনে রেখেছে সেটা।

সারাটা সকাল বেটিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হলো টাপেন্সকে। দুপুরের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটা। তখন মিসেস ও'রুর্ক নিজের ঘরে ডাকলেন টাপেন্সকে।

মিসেস ও'রুর্কের ঘরটা যেমন নোংরা তেমন অগোছালো। সারা ঘরে পেপারমিণ্টের তীব্র গন্ধ। জায়গায় জায়গায় কেবল ছবি আর ছবি—কোনওটা মিসেস ও'রুর্কের নিজের ছেলেমেয়ের, কোনওটা তাঁর নাতিপুতিদের। কোনওটা আবার তাঁর ভাগ্নে-ভাতিজা অথবা ভাগ্নি-ভাতিজিদের। এত মানুষের ছবি একসঙ্গে দেখে কেমন অস্থির বোধ করতে লাগল টাপেন্স। কথাটা বলল সে মিসেস ও'রুর্ককে।

'আপনার তো খারাপ লাগার কথা না!' মন্তব্য করলেন মিসেস ও'রুর্ক। 'আপনার ছেলেদের সংখ্যাও তো কম না!'

'হ্যাঁ, দু'জন...'

'দুই?' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন মিসেস ও'রুর্ক। 'এর আগে কিন্তু বলেছিলেন আপনার তিন ছেলে।'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম,' কিছুটা অন্যমনস্ক থাকায় ভুল করে ফেলেছে টাপেন্স, সেজন্য বিরক্তি বোধ করছে নিজের উপর। তবে

সেটা যথাসম্ভব চেপে রেখে বলে চলল, 'কিন্তু দু'জন পিঠাপিঠি তো, তাই মাঝেমধ্যে নিজের কাছেই মনে হয় আমার দুই ছেলে।'

'ও, আচ্ছা। বসুন, মিসেস ব্লেনকেনসপ। আপনাকে দেখে এত অস্থির মনে হচ্ছে কেন? মনে করুন নিজের ঘরেই এসেছেন।'

ছোটবেলায় পড়া হ্যান্সেল আর গ্রেটেলের রূপকথার গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে টাপেন্সের। মনে হচ্ছে, ওদের মতো যেন কোনও ডাইনির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে সে।

'এবার বলুন,' বললেন মিসেস ও'রুর্ক, 'সন সুসি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'হ্যাঁ, ভালোই তো...'

'ভালো না খারাপ তা জানতে চাইনি। জানতে চেয়েছি, এখানে অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছেন কি না।'

'অদ্ভুত? না তো!'

'মিসেস পেরেন্নার ব্যাপারেও না? আমি জানি ভদ্রমহিলার ব্যাপারে আপনার খুব আগ্রহ। আমি দেখেছি, তিনি কী করেন না-করেন তা খেয়াল করেন আপনি।'

লাল হয়ে গেল টাপেন্সের দুই গাল। 'তিনি...একজন ইন্টারেস্টিং মানুষ তো...'

'মোটেও না। ভুল বুঝেছেন আপনি। তিনি আর দশজনের মতোই স্বাভাবিক। ...তাঁকে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হলো কেন আপনার?'

'মিসেস ও'রুর্ক, যদি কিছু মনে না করেন, আমি বুঝতে পারছি না আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন।'

'বলতে চাইছি, সন সুসির বাসিন্দাদের মধ্যে কোনও একটা ঘাপলা আছে। মিস্টার মিডোসের কথাই ধরুন। লোকটাকে দেখলে ভাবুক বলে মনে হয় আমার। কিন্তু বাজি ধরে বলতে

পারি, তিনি আসলে তা না। কখনও কখনও মনে হয় তিনি বোকা। কিন্তু কখনও এমন কিছু কথা বলেন, শুনলে কেউ বলবে না তিনি বোকা। ...অদ্ভুত না?'

'হ্যাঁ, অন্তত মিস্টার মিডোস একটু অদ্ভুতই বটে।'

'এবং তাঁকে আপনি একটু...কী বলবো...অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখেন।'

লাল হয়ে গেল টাপেন্সের গাল, কিছু বলল না।

'সন সুসির অদ্ভুত মানুষদের দলে আরও লোক আছে,' মুচকি হেসে বলে চললেন মিসেস ও'রুর্ক। 'কার অথবা কাদের কথা বলছি, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?'

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স।

'নামটা শুরু হয়েছে "এস" দিয়ে,' বলে দিলেন মিসেস ও'রুর্ক।

আবারও মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স। কপট রাগের ভান করে বলল, 'শিলাকে দেখলেই কেমন প্রথাবিরোধী বলে মনে হয় আমার। ওর বোঝা উচিত, এখন আর কিশোরী না সে।'

এবার মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ও'রুর্ক, মিটিমিটি হাসছেন। 'আপনি হয়তো জানেন না, মিস মিল্টনের খ্রিস্টান নাম সোফিয়া। শব্দটা শুরু হয়েছে "এস" দিয়ে।'

'ওহ্! তারমানে মিস মিল্টনের কথা বুঝিয়েছেন আপনি?'

'না। আরেকটু ভাবুন। দেখি বুঝতে পারেন কি না।'

উঠে দাঁড়াল টাপেন্স, এগিয়ে গেল জানালার দিকে। অদ্ভুত সেই অনুভূতিটা আবার ছেঁকে ধরেছে ওকে। ওর মনে হচ্ছে, সে যেন বিড়ালের থাবায় আটকা পড়া কোনও ইঁদুর।

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাগানটা। বৃষ্টি থেমে গেছে। গাছের ডাল আর পাতা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছে।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল টাপেন্স।

বাগানের একদিকে নিতান্ত অবহেলায় জন্মে আছে কিছু ঝোপ, আস্তে আস্তে বিপরীত দুই দিকে সরে যাচ্ছে সেগুলো—সরানো হচ্ছে আসলে। মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় দেখা দিল একটা চেহারা—চোরের মতো তাকিয়ে আছে সন সুসির দিকে।

সেই রহস্যময়ী!

সেই তথাকথিত পোলিশ মহিলা!

যেন পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে মানুষটা—নড়ছে না একটুও। একটা মুহূর্তের জন্য সন্দেহ হলো টাপেন্সের, আসলেই কোনও মানুষকে দেখছে কি না ওই ঝোপের আড়ালে। কিন্তু এখনও সন সুসির দিকে তাকিয়ে আছে ওই রহস্যময়ী। চেহারাটা নির্বিকার, আবেগের কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই সেখানে। তারপরও, নিঃসন্দেহে, এমন কিছু একটা আছে সেই চেহারায় যে, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল টাপেন্সের, টের পেল ভয় লাগছে ওর।

ওর মনে হচ্ছে, দয়া-মায়া-মমতা বলে যেন কিছু নেই ওই মহিলার ভিতরে। মনে হচ্ছে, মহিলা যেন বিপদের নিশ্চল প্রতিমূর্তি। সাধারণ ব্রিটিশ গেস্টহাউস-জীবনের জন্য সে যেন ভিনদেশী কোনও দুষ্ট আত্মা বা শক্তি।

পাঁই করে ঘুরল টাপেন্স, বিড়বিড় করে কী বলল মিসেস ও'রুর্ককে তা নিজেও জানে না ঠিকমতো, শুধু টের পেল ওই ঘর থেকে ঝড়ের গতিতে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে এল সন সুসির সামনের-দরজা দিয়ে।

কিছুদূর এগিয়েই হঠাৎ দিক বদল করল, এবার ডানদিকে যাচ্ছে; গন্তব্য সেই ঝোপ যেখানে দেখেছে পোলিশ মহিলাকে। বৃষ্টিভেজা ঘাসের উপর ছপ্ ছপ্ আওয়াজ তুলে জায়গামতো হাজির হলো সে।

উধাও হয়ে গেছে রহস্যময়ী।

এত জলদি কোথায় গেল সে?

এবার বিরক্তি টের পাচ্ছে টাপেন্স, ধীর পায়ে ফিরে যাচ্ছে সন সুসিতে। পুরো ব্যাপারটাই কি ওর কল্পনা? না...কী করে সম্ভব সেটা? কোনও সন্দেহ নেই, রহস্যময়ীকে ঝোপের আড়ালে দেখেছে সে।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল টাপেন্স, একগুঁয়েমি পেয়ে বসেছে ওকে। দিক বদল করে পুরো বাগানটা চক্কর দিল, উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে সবগুলো ঝোপ—আড়ালে কেউ আছে কি না খুঁজছে। ভেজা মাটি, ঘাস আর ডালপাতার কারণে কাপড় ভিজে যাচ্ছে ওর, পরোয়া করছে না।

কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ওই রহস্যময়ীকে।

সে লুকিয়ে ছিল কোথাও—সে-রকম কোনও চিহ্নও চোখে পড়ল না। ফিরতি পথ ধরল টাপেন্স।

কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে ওর, কোনও একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, অপ্রীতিকর কিছু একটা ঘটতে চলেছে অচিরেই।

কিন্তু সেটা কী, তা বুঝতে পারছে না।

বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ কেটে গেছে। আবহাওয়া এখন পরিষ্কার। বেটিকে কাপড় পরাচ্ছেন মিস মিন্টন। ওকে নিয়ে বাইরে যাবেন তিনি, হাঁটতে। যদি পারেন তা হলে শহরে যাওয়ারও ইচ্ছা আছে তাঁর—বেটিকে বলেছেন সে যাতে গোসল করার সময় খেলতে পারে সেজন্য প্লাস্টিকের একটা হাঁস কিনে দেবেন ওকে।

কথাটা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বেটি, তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে। ওকে উলের পুলওভার পরানোর চেষ্টা করছেন মিস মিন্টন, কিন্তু খুব মুশকিল হয়ে গেছে কাজটা। বেটি বার বার

বলছে, 'হাঁস কিনে দাও, হাঁস কিনে দাও। বেটিকে হাঁস কিনে দাও।'

যেহেতু কাঁধে বেটির দায়িত্ব নেই, তাই অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হলে চলে এল টাপেন্স। দেখল, মার্বেল টেবিলটার উপর নিতান্ত অবহেলায় দুটো ম্যাচকাঠি একটার উপর আরেকটা রাখা আছে। তারমানে আজকের বিকেলটা মিসেস পেরেন্নাকে অনুসরণ করে কাটাবেন মিস্টার মিডোস। ড্রইংরুমে গেল টাপেন্স, সেখানে দেখা হয়ে গেল মিস্টার ও মিসেস কেইলির সঙ্গে।

মেজাজ খিঁচড়ে আছে মিস্টার কেইলির। টাপেন্সকে দেখামাত্র বললেন, 'টানা বিশ্রামের জন্য লিয়াহ্যাম্পটনে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম শহরটা যেমন নিরিবিলি, এই বোর্ডিংহাউসও ঠিক তেমন। কিন্তু এখন দেখছি সাংঘাতিক ভুল হয়েছে আমার।'

'কেন, কী সমস্যা?'

'যে-বাড়িতে বেটির মতো একটা মেয়ে আছে সেখানে অন্য কোনও সমস্যা লাগে নাকি? সকাল হলেই চেঁচাতে শুরু করে সে, সারাটা দিন ছোটাছুটি করে। লাফায়, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে।'

মিসেস কেইলি বিড়বিড় করে বললেন, 'ছোট্ট একটা বাচ্চা...'

অগ্নিদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন মিস্টার কেইলি, আর তাতেই জবান বন্ধ হয়ে গেল ভদ্রমহিলার।

'ওই মেয়ের মা'র উচিত মেয়েটাকে সামলে রাখা,' বলছেন মিস্টার কেইলি। 'বুঝলাম না...কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত তা কি ধরেবেঁধে শিখিয়ে দিতে হয়? মানুষের বুঝজ্ঞান কি এত নিচে নেমে গেছে? এই বাড়িতে তো আরও লোক আছে, নাকি? আমার মতো অসুস্থ লোকও আছে যাদের বিশ্রাম দরকার।'

টাপেন্স বলল, 'বেটির মতো বয়সের কোনও বাচ্চাকে চুপ করিয়ে রাখাটা সহজ কাজ না। ওর মতো বয়সের কেউ যদি চুপ করে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে কোথাও কোনও সমস্যা

হয়েছে।'

'এসব আধুনিক কথা অন্য কারও সামনে বলবেন, আমার সামনে না। বাচ্চাদের যা খুশি তা-ই করতে দেয়া উচিত না—স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। কীভাবে চুপচাপ থাকতে হয় তা শেখানো হলে বাচ্চারা কি সেটা করবে না? একটা পুতুল অথবা একটা বই হাতে ধরিয়ে দিলেই তো হয়ে গেল!'

'এখনও তিন হয়নি বেটির বয়স,' বলল টাপেন্স, 'বই দিয়ে কী করবে সে?'

'সে কী করবে জানি না, কিন্তু ওর ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে। মিসেস পেরেন্নার সঙ্গে কথা বলবো আমি। ...আজ সকালে বেটি কী করেছে, জানেন? সাতটা বাজার আগেই গান গাইতে শুরু করেছে। কাল রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি আমার, ভোরের দিকে দুই চোখ লেগে এসেছিল। গানটা কানে যাওয়ামাত্র ধড়মড় করে উঠে বসলাম।'

'যত বেশি সম্ভব ঘুমানোটা খুব দরকার মিস্টার কেইলির জন্য,' বললেন মিসেস কেইলি। 'ডাক্তার সে-রকমই বলে দিয়েছেন।'

মিস্টার কেইলির দিকে তাকাল টাপেন্স। 'তা হলে আমার মনে হয় বোর্ডিংহাউসের চেয়ে নার্সিংহোম ভালো আপনার জন্য।'

'ছাই ভালো!' খেঁকিয়ে উঠলেন মিস্টার কেইলি। 'অত টাকা খরচ করে কে থাকতে যাবে নার্সিংহোমে? তা ছাড়া ওসব জায়গার পরিবেশও ভালো হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। ও-রকম কোনও জায়গায় গেলেই দম আটকে আসতে চায় আমার, অসুস্থ বোধ করতে থাকি।'

'অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে বলেছেন ডাক্তার,' ব্যাখ্যা করলেন মিসেস কেইলি। 'স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে বলেছেন। তাই আসবাবে ঠাসা কোনও বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকার

চেয়ে বোর্ডিংহাউসে থাকাটাই ভালো মনে করেছেন আমার স্বামী। চুপচাপ না থেকে সবার সঙ্গে মিশতে বলা হয়েছে তাঁকে, গল্পগুজব করতে বলা হয়েছে।'

গল্পগুজব?

টাপেন্স বলল, 'তা হলে তো ভালোই হলো, মিস্টার কেইলি। জার্মানিতে কাটানো দিনগুলোর কথা যদি জানতে চাই আপনার কাছে, নিশ্চয়ই রাগ করবেন না? আপনার অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারলে আমিও কিছু শিখতে পারবো।'

চাটুকারিতায় খুশি হলেন মিস্টার কেইলি, বকবক করতে শুরু করলেন।

'ইন্টারেস্টিং,' 'আপনার মতো কারও চোখ ফাঁকি দেয়ার উপায় আছে নাকি,' মিস্টার কেইলির গল্প শুনতে শুনতে মাঝেমধ্যে ওসব মন্তব্য করছে টাপেন্স।

মিস্টার কেইলির কথা শুনে বোঝা গেল, নাৎসিদের পছন্দ করেন তিনি। কল্পনা করেন, ইংল্যাণ্ড আর জার্মানির মিত্রশক্তি গড়ে উঠবে অচিরেই, এবং সেই শক্তির সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হবে পুরো ইউরোপ।

একসময় বেটিকে দেখা গেল একহাতে প্লাস্টিকের হাঁস নিয়ে ফিরে আসছে। ওর আরেক হাত ধরে আছেন মিস মিণ্টন। মেয়েটাকে দেখামাত্র থেমে গেল প্রায়-দু'ঘণ্টা-ধরে-চলা মিস্টার কেইলির বকবকানি। আড়চোখে মিসেস কেইলির দিকে তাকাল টাপেন্স। অদ্ভুত এক আবেগ খেলা করছে ভদ্রমহিলার চেহারায়।

মিসেস কেইলি কি কিছুটা হলেও ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছেন? কারণ তাঁর স্বামী তাকিয়ে আছেন অন্য এক মহিলার দিকে?

ঠিক বোঝা গেল না।

বিকেলে যখন চা খাচ্ছে অনেকে, তখন লণ্ডন থেকে ফিরে এল মিসেস স্প্রট। বলল, 'আশা করি সারাটা সময় শান্তই ছিল

বেটি, খুব বেশি জ্বালায়নি আপনাদেরকে?'

কেউ কিছু বলার আগেই কী যেন বলে উঠল বেটি, ঠিক বোঝা গেল না।

পর পর কয়েক কাপ চা খেল মিসেস স্প্রট। লণ্ডনে গিয়ে কী কিনেছে, কী দেখেছে আর কী শুনেছে তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করল।

টেরেসে বসে গল্প করছেন তাঁরা। সন সুসির উপর ঝকঝক করছে সূর্য। আকাশ দেখলে বোঝার উপায় নেই, কয়েক ঘণ্টা আগে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েছে।

এখানে-সেখানে ছোটাছুটি করছে বেটি, এটা-সেটার আড়াল থেকে "আবিষ্কার" করছে বিভিন্ন জিনিস। একবার একটা লরেল পাতা বের করল একটা ঝোপের ভিতর থেকে, ওটা নিয়ে পরমানন্দে ছুটে এল ওর মা'র দিকে। আরেকবার খুঁজে পেল নুড়িপাথরের ছোট একটা স্তূপ, একটা একটা করে নুড়িপাথর নিয়ে এসে রাখতে শুরু করল যাঁরা গল্প করছেন তাঁদের কোলে।

ওর এই আজব খেলার মানে বুঝতে পারলেন না কেউ।

সন সুসির কোনও বিকেল বোধহয় আজকের মতো এত স্বাভাবিক ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে গল্প চলছে, বিশ্বযুদ্ধে শেষপর্যন্ত কী হবে এবং সেটা কবে নাগাদ শেষ হবে সে-বিষয়ে চলছে অনুমান-পাল্টা অনুমান। ফ্রান্স কি নতুনভাবে উজ্জীবিত হতে পারবে? রাশিয়া কী করবে? চেষ্টা করলে কি ইংল্যাণ্ড দখল করতে পারবে হিটলার? এটা কি সত্যি যে...? এটা কি গুজব যে...?

হঠাৎ হাতঘড়ি দেখল মিসেস স্প্রট, কিছুটা চমকে উঠে বলল, 'সাতটা বেজে গেছে! দেখুন কী কাণ্ড! গল্প করতে করতে ভুলেই গেছি বেটির কথা। অথচ আরও এক ঘণ্টা আগে ঘুম পাড়ানোর কথা ওকে। ...বেটি! বেটি!'

বেশ কিছুক্ষণ আগে টেরেসে এসেছিল বেটি, তারপর

কোন্‌দিকে গেছে তা খেয়াল্ক করেনি কেউ।

সাড়া দিচ্ছে না মেয়েটা, ওর কোনও শব্দ নেই আশপাশে।

'বেটি!' গলা আরও চড়ল মিসেস স্প্রটের, দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে ওর চেহারায়। 'কোথায় গেছে মেয়েটা?'

হেসে উঠলেন মিসেস ও'রুর্ক। 'নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও ঝামেলা পাকানোর মতলবে আছে আপনার মেয়ে। বাচ্চারা যখন কোনও আওয়াজ করে না তখন বুঝতে হবে...'

'বেটি!' আবারও চিৎকার করে উঠল মিসেস স্প্রট। 'এখানে এসো!'

জবাব নেই বেটির পক্ষ থেকে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল মিসেস স্প্রট। 'গিয়ে দেখি কোথায় লুকাল মেয়েটা!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও লুকিয়ে আছে আপন্যর মেয়ে,' বললেন মিস মিন্টন।

নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল টাপেন্সের। ওর মা'র সঙ্গে দুষ্টুমি করার সময় প্রায়ই রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকত সে। বলল, 'রান্নাঘরে থাকতে পারে।'

রান্নাঘরসহ আরও অনেক জায়গায় খোঁজা হলো বেটিকে। কিন্তু কোথাও নেই সে। না বাড়ির ভিতরে, না বাইরে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন সবাই, সারা বাগানে হাঁটছেন আর নাম ধরে ডাকছেন বেটিকে। পাগলপারা হয়ে আবার সন সুসির ভিতরে গিয়ে ঢুকল মিসেস স্প্রট, প্রত্যেকটা রুমে খুঁজছে নিজের মেয়েকে।

কিন্তু বেটি লাপাত্তা।

এবার আস্তে আস্তে বিরক্তি আর রাগ ভর করছে মিসেস স্প্রটের চেহারায়। বাগানে ফিরে এসেছে সে। বলল, 'অনেক দুষ্টু হয়ে গেছে মেয়েটা...ভীষণ দুষ্টু! কী মনে হয় আপনাদের—রাস্তার

দিকে গেছে সে?'

টাপেন্সকে নিয়ে পাহাড়ি রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল সে। রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। কিন্তু বেটি তো পরের কথা, ওর সমান বয়সী কোনও মেয়েই নেই কোথাও।

সন সুসির উল্টোদিকে একটা বাড়ি আছে, নাম "সেইন্ট লুসিয়ান'স"; সেটার দরজায় একটা ছেলে ওর সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলছে ওই বাড়ির চাকরানির সঙ্গে।

রাস্তা পার হলো টাপেন্স, এগিয়ে যাচ্ছে ওই যুগলের দিকে। কাছে গিয়ে জানতে চাইল, 'ছোট্ট কোনও মেয়েকে দেখেছেন?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা।

চাকরানি বলল, 'ছোট্ট মেয়ে? সবুজ চেকের সুতি কাপড় পরে ছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' মিসেস স্প্রটের চোখেমুখে তীব্র আবেগ, টাপেন্সের পিছু পিছু এসেছে, 'ঠিক।'

'আধ ঘণ্টা আগে দেখেছি মেয়েটাকে,' বলল চাকরানি। 'এই রাস্তা ধরে একটা মহিলার সঙ্গে যাচ্ছে।'

হাঁ হয়ে গেল মিসেস স্প্রট। 'মহিলা! কেমন মহিলা?'

চাকরানি মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে অস্বস্তিতে ভুগছে সে। বলল, 'আজব কিসিমের এক মহিলা। দেখলে মনে হয় ভিনদেশী। পরনে অদ্ভুত পোশাক। শাল পরে ছিল, মাথায় হ্যাট নেই। চেহারাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম...ও-রকম অদ্ভুত কোনও চেহারা আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না...আমি যা বোঝাতে চাইছি তা বুঝতে পেরেছেন কি না জানি না। আজকের আগে আরও দু'-একবার দেখেছি ওকে। দেখলেই মনে হয় যেন অভাব-অনটনে ভুগছে...আমি যা বোঝাতে চাইছি তা বুঝতে পেরেছেন কি না জানি না।'

টাপেন্সের আর বুঝতে বাকি নেই কার কথা বলা হচ্ছে।

সেই রহস্যময়ী।

ঝোপের আড়াল থেকে ওই মহিলাকে উঁকি দিতে দেখেছে সে। তখনই মনে হচ্ছিল খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে...

কিন্তু ভিনদেশী ওই মহিলার সঙ্গে বেটির সম্পর্ক কী? আর ওই মহিলাই বা কেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবে মেয়েটাকে?

কিন্তু মিসেস স্প্রট বুঝে গেছে কী ঘটেছে। মাথাটা বোধহয় চক্কর দিয়ে উঠল ওর, তাল সামলানোর জন্য ভর দিল টাপেন্সের গায়ে। চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওহ্, বেটি...কিডন্যাপ করা হয়েছে আমার মেয়েকে! ...ওই মহিলা...দেখতে কেমন? জিপ্সিদের মতো?'

মাথা নাড়ল টাপেন্স। 'না, শ্বেতাঙ্গিনী। চেহারাটা চওড়া, চোখের নিচের হাড় যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে। দুই চোখের মণি নীল।'

ওর দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল মিসেস স্প্রট। 'আপনি এসব জানলেন কীভাবে?'

'আজ বিকেলে ওই মহিলাকে দেখেছি আমি—বাগানের একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল। আজকের আগে আরও দু'দিন দেখেছি। একদিন দেখেছি ওর সঙ্গে কথা বলছেন মিস্টার কার্ল ভন ডেইনিম। ...কোনও সন্দেহ নেই, আমি যাকে দেখেছি, মিস্টার ডেইনিম যার সঙ্গে কথা বলেছেন, আর বেটিকে যে নিয়ে গেছে, তিনজন একই মহিলা।'

চাকরানি মেয়েটা বলল, 'মহিলার চুল সাদা।'

মিসেস স্প্রটের বিহ্বলতা আরও বেড়েছে। 'ঈশ্বর, এখন কী করবো আমি?'

ওকে জড়িয়ে ধরল টাপেন্স। 'বাড়ির ভিতরে চলুন। একটু ব্র্যাণ্ডি খান, দেখবেন ভালো লাগবে। পুলিশকে ফোন করবো আমরা। সব ঠিক হয়ে যাবে। পাওয়া যাবে আপনার মেয়েকে।'

কিন্তু মিসেস স্প্রটকে দেখে মনে হচ্ছে না টাপেন্সের কোনও কথা ওর কানে ঢুকেছে। বিড়বিড় করে বলছে, 'আমার মাথায় ঢুকছে না, বেটি কীভাবে একজন অচেনা মহিলার সঙ্গে চলে গেল!'

'ওর বয়স কম,' বলল টাপেন্স। 'প্রথম দেখায় যাকে পছন্দ হয় তার কাছেই যায় সে। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই করেছে।'

'শয়তান জার্মান মহিলা!' চিৎকার করে উঠল মিসেস স্প্রট। 'আমার বেটিকে মেরে ফেলবে সে!'

'বাজে কথা বলবেন না!' টাপেন্সের কণ্ঠে তেজ। 'বলেছি তো সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার মনে হয় ওই মহিলার আসলে মাথায় সমস্যা আছে।'

কিন্তু টাপেন্স জানে, সে যা বলছে তা নিজেই বিশ্বাস করে না। ওই মহিলা আর যা-ই হোক, মানসিক রোগী না।

কার্ল! কার্ল কি কিছু জানে এই অপহরণের ব্যাপারে? সে কি কোনওভাবে এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত?

কিন্তু কয়েক মিনিট পরই টাপেন্সের মনে হতে লাগল, এই ঘটনায় কার্ল আসলে অন্যদের মতোই একজন দর্শক মাত্র। অন্যদের মতোই আশ্চর্য হয়ে গেছে সে, যা ঘটেছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না অন্যদের মতোই, হতবিহ্বলতার ছাপ ওর চেহারাতেও।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে গেছে। কী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো।

মেজর ব্লেচলি বললেন, 'মিসেস স্প্রট, আপনি বসুন। একটু ব্র্যাণ্ডি খান...তাতে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না...আমি এখনই পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছি।'

'দাঁড়ান!' বিড়বিড় করে উঠল মিসেস স্প্রট। 'একটু দাঁড়ান!'

ওর দিকে তাকালেন বাকিরা।

'চিরকুটটা তখনই দেখেছিলাম আমার ঘরে,' কথাগুলো বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বলছে মিসেস স্প্রট, 'তখন পাত্তা দিইনি—ভেবেছিলাম কেউ দুষ্টুমি করেছে আমার সঙ্গে...' দৌড় দিল।

একছুটে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল সে, সিঁড়িতে শোনা যাচ্ছে ওর পায়ের আওয়াজ—হুড়মুড় করে উঠছে। শোনা গেল প্যাসেজ ধরে ছুট লাগিয়েছে, সম্ভবত নিজের ঘরে যাচ্ছে।

মিনিট দু'-এক পর আবার শোনা গেল ওর পদশব্দ—ছুটে আসছে। ততক্ষণে হলে জড়ো হয়েছে সবাই, টেলিফোনের রিসিভার তুলেছেন মেজর ব্লেচলি—পুলিশ স্টেশনে ফোন করবেন। কিন্তু একছুটে হাজির হয়ে তাঁর হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিল মিসেস স্প্রট। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'না, না, খবরদার! ফোন করা যাবে না পুলিশকে!'

আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকালেন বাকিরা।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল মিসেস স্প্রট।

ওকে ঘিরে ধরল বাকিরা। সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছে কেউ কেউ।

নিজেকে সামলাতে কিছুটা সময় লাগল মিসেস স্প্রটের। এলিয়ে পড়েছিল চেয়ারে, পিঠ খাড়া করল। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে জড়িয়ে ধরলেন মিসেস কেইলি।

দলা পাকানো এক তা কাগজ যন্ত্রচালিতের মতো সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরল মিসেস স্প্রট, এতক্ষণ চেপে ধরে ছিল নিজের ডান হাতের মুঠোর ভিতরে।

'আমার ঘরের মেঝেতে পেয়েছি এটা,' বলল সে। 'এটা দিয়ে পাথরের একটা টুকরো মোড়ানো হয়েছে, তারপর টুকরোটা ছুঁড়ে মারা হয়েছে আমার ঘরের জানালা দিয়ে। ...দেখুন, কী লেখা

আছে দেখুন একবার।'

দলাপাকানো কাগজটা হাতে নিল টমি, ভাঁজ খুলল।

ওটা আসলে একটা নোট। হাতের লেখা কেমন যেন অদ্ভুত, কাঁপা কাঁপা। বড়-হাতের অক্ষরে বড় বড় করে লেখা হয়েছে:

আপনার মেয়েকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেছি আমরা। কী করতে হবে তা যথাসময়ে জানানো হবে আপনাকে। যদি পুলিশের কাছে যান, শেষ করে দেয়া হবে আপনার মেয়েকে। কাউকে কিচ্ছু বলবেন না। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। যদি না করেন তা হলে...

আর কিছু লেখা নেই, তবে একটা মড়ার খুলি আর আড়াআড়ি হাড়ের ছবি আঁকা আছে। যে লিখেছে এই নোট, স্বাক্ষর হিসেবে জলদস্যুদের প্রতীকটা ব্যবহার করেছে সে।

মৃদু কাতরানি বেরিয়ে আসছে মিসেস স্প্রটের গলা দিয়ে, 'বেটি...বেটি...'

ওকে যাঁরা ঘিরে আছেন, তাঁরা বিভিন্নরকম মন্তব্য করতে শুরু করেছেন।

'নীচ খুনে বদমাশের দল,' বললেন মিসেস ও'রুর্ক।

'জানোয়ার!' বলল শিলা পেরেন্না।

'অদ্ভুত!' বললেন মিস্টার কেইলি। 'অবাস্তব! চিরকুটের একটা কথাও বিশ্বাস করি না! কোনও সন্দেহ নেই আমাদের সঙ্গে মজা করছে কেউ।'

'ইস্‌স্...বেচারা বেটি!' বললেন মিস মিল্টন।

'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' বলল কার্ল ভন ডেইনিম। 'অবিশ্বাস্য!'

'বাজে কথা!' উঁচু গলায় বললেন মেজর ব্রেচলি। 'এসব আসলে ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছু না। দেরি না-করে পুলিশকে সব জানানো উচিত আমাদের। ওরা যত জলদি কাজ শুরু করবে,

আমাদের জন্য তত লাভ।' টেলিফোন রিসিভারের দিকে আবার হাত বাড়ালেন তিনি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারী চিৎকার বেরিয়ে এল মিসেস স্প্রটের গলা দিয়ে, থমকে গেলেন মেজর।

কয়েক মুহূর্ত পরই চেঁচিয়ে উঠলেন ব্লেচলিও, 'কিন্তু মাই ডিয়ার ম্যাডাম, কাজটা করতেই হবে। পুলিশ ছাড়া আর কেউ পারবে না ওই বদমাশগুলোকে ধরতে।'

'ওরা আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে!'

'বাজে কথা! খুন করার সাহস হবে না ওদের।'

'আমি সে-ঝুঁকি নিতে পারি না। আমি বেটির মা।'

'জানি। কিন্তু আমি একজন সৈনিক, কোন্ পরিস্থিতিতে কী করতে হয় তা ভালোমতো জানা আছে আমার। এখন পুলিশের সাহায্য সবচেয়ে বেশি দরকার আমাদের।'

'না!'

সাহায্য বা সমর্থনের আশায় এদিকওদিক তাকাচ্ছেন মেজর ব্লেচলি। 'মিডোস, আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল টমি।

'মিস্টার কেইলি?' আবার জিজ্ঞেস করলেন মেজর ব্লেচলি।

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার কেইলিও।

মিসেস স্প্রটের দিকে তাকালেন ব্লেচলি। 'দেখলেন তো, মিস্টার মিডোস আর মিস্টার কেইলিও চাইছেন সব জানানো হোক পুলিশকে।'

ঝট্ করে মাথা তুলল মিসেস স্প্রট। 'আপনারা সবাই পুরুষ, একজন মা'র আবেগ কীভাবে টের পাবেন আপনারা? এখানে যাঁরা মেয়েমানুষ আছেন তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন তাঁরাও একই কথা বলেন কি না।'

টাপেন্সের সঙ্গে চোখাচোখি হলো টমির।

'আমি মিসেস স্প্রটের সঙ্গে একমত,' বলল টাপেন্স। 'আমার ছেলেদের বেলায় যদি এ-রকম কিছু হয়, আমিও কোনও ঝুঁকি নেবো না। স্বীকার করছি, এখন পুলিশ ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না আমাদেরকে, কিন্তু মা'র মন তো মা'র মনই।'

মিসেস ও'রুর্ক বললেন, 'কোনও মা বেঁচে থাকতে এত বড় ঝুঁকি নিতে পারে না।'

'আমার মনে হয়,' বিড়বিড় করছেন মিসেস কেইলি, 'মানে...আসলে...' স্বামীর দিকে তাকিয়ে বাকি কথা না-বলে থেমে গেলেন।

'আমরা যা-ই করি না কেন,' মুখ খুললেন মিস মিণ্টন, 'বেটির যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে যিনি আগে পুলিশকে ফোন করবেন তিনিই দায়ী থাকবেন।'

একটা কথা মনে পড়ে গেল টাপেন্সের, চট করে কার্লের দিকে তাকাল সে। 'আপনি এখন পর্যন্ত কিছু বলেননি, মিস্টার ভন ডেইনিম।'

খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কার্লের নীল দুই চোখ। মনে হচ্ছে, ওর চেহারা যেন একটা মুখোশ—এমন কোনও আবেগ চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে যা অন্যরা বুঝে ফেললে বদনাম হবে ওর। বলল, 'আমি বিদেশি। আপনাদের ইংরেজ পুলিশদের ব্যাপারে কিছুই জানা নেই আমার। জানি না ওরা দক্ষ কি না। জানি না ওরা কত দ্রুত কাজ করতে পারে।'

হলে ঢুকলেন কেউ। তাকালেন সবাই।

মিসেস পেরেন্না। হাঁপাচ্ছেন।

লাল হয়ে আছে তাঁর দুই গাল। বোঝা যাচ্ছে বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন, পাহাড়ি পথ ধরে ছুটতে ছুটতে এসেছেন বলে হাঁপিয়ে গেছেন।

'কী হয়েছে?' জরুরি কণ্ঠে আদেশের সুরে জানতে চাইলেন,

যেন বুঝিয়ে দিতে চাইছেন তিনি এই বাড়ির মালকিন আর বাকিরা বোর্ডার।

কী হয়েছে, বলা হলো তাঁকে।

হাত বাড়িয়ে কিডন্যাপারদের নোটটা নিলেন তিনি, পড়লেন। তারপর সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'পুলিশের কাছে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। এখানকার পুলিশ কোনও কাজের না। আমার মনে হয় যদি সব বলা হয় ওদেরকে তা হলে কাজ করতে গিয়ে সাংঘাতিক কোনও ভুল করবে ওরা, আর সেটার খেসারত দিতে হবে আমাদের সবাইকে। সে-ঝুঁকি নিতে পারি না আমরা। আমি বরং বলবো, আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়া উচিত আমাদের। নিজেদের উদ্যোগে খুঁজে বের করতে হবে বেটিকে।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন মেজর ব্লেচলি। 'খুব ভালো! পুলিশকে কিছু বলবেন না...আইন নিজেদের হাতে তুলে নেবেন...খুব ভালো।'

টমি বলল, 'কিডন্যাপাররা বেশি দূরে যেতে পারেনি।'

'সেইন্ট লুসিয়ানসের মেয়েটার কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে,' বলল টাপেন্স, 'তা হলে বড়জোর আধ ঘণ্টা আগে দেখেছে সে ওই ভিনদেশী মহিলাকে। ...ঠিকই বলেছেন মিস্টার মিডোস, বেশি দূরে যেতে পারেনি কিডন্যাপাররা।'

'হেইডক...' হঠাৎ বলে উঠলেন ব্লেচলি, 'এখন পুলিশ ছাড়া আমাদেরকে সাহায্য করার মতো একজনই আছে—হেইডক। স্বেচ্ছাসেবকদের একটা দল আছে ওর। একটা গাড়িও আছে। ...কিডন্যাপার মহিলাটা দেখতে অদ্ভুত, তা-ই না, মিসেস ব্লেনকেনসপ? ভিনদেশী সে? তা হলে কোথাও-না-কোথাও এমন কোনও ট্রেইল রাখবে, যা ধরে অনুসরণ করা যাবে ওকে। ...আসুন, নষ্ট করার মতো একটা মুহূর্তও নেই আমাদের হাতে। আসুন, মিডোস।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মিসেস স্প্রট। 'আমিও যাবো।'

'না, মাই ডিয়ার লেডি, ব্যাপারটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন।'

'আমি যাবোই।'

এমন কিছু একটা আছে মিসেস স্প্রটের কণ্ঠে যে, আর দ্বিমত করতে পারলেন না মেজর ব্লেচলি। 'ঠিক আছে, আসুন।' তারপর, কেউ যাতে শুনতে না-পায় এমনভাবে বিড়বিড় করে বললেন, 'মেয়েরা কখনও কখনও ছেলেদের চেয়েও ভয়ঙ্কর!'

নৌবাহিনীর প্রাক্তন কমাণ্ডার হেইডক, সব শোনার পর, কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছেন। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি, তাঁর পাশে বসে আছে টমি। মিসেস স্প্রটকে নিয়ে পেছনের সীটে বসেছে টাপেন্স। ওর পাশে আছেন মেজর ব্লেচলি।

একজন অন্ধ যেভাবে তার লাঠির উপর নির্ভর করে, টাপেন্সের উপর এখন সেভাবে নির্ভর করছে মিসেস স্প্রট। কারণ কার্ল ভন ডেইনিম ছাড়া শুধু টাপেন্সই দেখেছে ওই রহস্যময়ী কিডন্যাপারকে।

কমাণ্ডারের সাংগঠিক ক্ষমতা যেমন ভালো, কাজেও তিনি তেমন চটপটে। খবর শোনার কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ির অয়েল ট্যাঙ্কার ভর্তি করে পেট্রোল নিয়েছেন তিনি। পুরো জেলার একটা ম্যাপ আর লিয়াহ্যাম্পটনের একটা স্কেল ম্যাপ দিয়েছেন ব্লেচলিকে।

রওয়ানা দেয়ার আগে আবার নিজের ঘরে গিয়েছিল মিসেস স্প্রট, সম্ভবত কোট আনার জন্য। কিন্তু গাড়ি ছাড়ার পর পাশে-বসা টাপেন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে দেখাল আসলে কী আনতে গিয়েছিল।

ছোট একটা পিস্তল।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিসেস স্প্রটের দিকে তাকাল টাপেন্স।

'আমার না,' খুবই নিচু গলায় বলল মিসেস স্প্রট, ইশারায় দেখিয়ে দিল মেজর ব্লেচলিকে। 'তাঁর ঘর থেকে নিয়ে এসেছি। একবার এটার কথা বলেছিলেন তিনি, মনে ছিল আমার।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে মিসেস স্প্রটকে দেখল টাপেন্স। 'আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে...'

'কাজে লাগতে পারে জিনিসটা,' বলে সামনের দিকে তাকাল মিসেস স্প্রট, কঠোর হয়ে গেছে ওর চেহারা।

সামনের দিকে তাকাল টাপেন্সও। ভাবছে, আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে কি ভুল করেছেন মিসেস পেরেন্না? তা না হলে মিসেস স্প্রটের মতো আপাতদৃষ্টিতে সহজসরল একটা মেয়ে জিঘাংসু হয়ে উঠবে কেন হঠাৎ? কোনও সন্দেহ নেই মেজর ব্লেচলিকে না-বলে তাঁর ঘর থেকে পিস্তলটা নিয়ে এসেছে সে, অন্যকথায় চুরি করেছে। যদি রহস্যময়ী ওই কিডন্যাপারের নাগাল পাওয়া যায়, তা হলে...ঘাড় ঘুরিয়ে মিসেস স্প্রটকে একবার দেখে নিল টাপেন্স...সন্দেহ নেই পিস্তলটা ব্যবহার করা হবে।

টাপেন্সের মনে পড়ল, মিসেস স্প্রট আগে একবার বলেছিল, আগ্নেয়াস্ত্র ভয় পায় সে, গুলি খেয়ে মরতে ভয় পায় আরও বেশি। মাতৃত্ব কী অদ্ভুত! ওই মেয়েই এখন চুরি করে এনেছে একটা পিস্তল। কেউ যদি বেটির ক্ষতি করে তা হলে নিঃসন্দেহে ওই মানুষটাকে গুলি করবে সে।

দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছেন কমাণ্ডার হেইডক। আগে রেইলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার কথা বলেছেন তিনি। মিনিট বিশেক আগে লিয়াহ্যাম্পটন ছেড়ে চলে গেছে একটা ট্রেন। হয়তো ওটাতে করে পালিয়ে গেছে কিডন্যাপাররা।

স্টেশনে নেমেই আলাদা হয়ে গেলেন তাঁরা। কমাণ্ডার গেলেন

টিকেট কালেক্টরের কাছে। টমি গেল বুকিং অফিসে। মেজর ব্লেচলি কথা বলছেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে-থাকা কুলিদের সঙ্গে। মিসেস স্প্রটকে সঙ্গে নিয়ে টাপেন্স গেল লেডিস' রুমে। টাপেন্সের ধারণা, রহস্যময়ী ভিনদেশী এসেছিল এখানে, ট্রেনে চড়ার আগে বেশভূষা বদল করেছে।

কিন্তু ওই রহস্যময়ী অথবা ওর সঙ্গে থাকা ছোট্ট কোনও মেয়ের ব্যাপারে কোনও তথ্যই দিতে পারল না কেউ।

কমাণ্ডার হেইডক বললেন, 'আমার মনে হয় কিডন্যাপারদের সঙ্গে গাড়ি ছিল। এবং গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল সন সুসি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তাই বোর্ডিংহাউসের কেউ তো না-ই, সেইন্ট ল্যুসিয়ানসের মেয়েটাও সেটা খেয়াল করতে পারেনি। আমার ধারণা বেটিকে নিয়ে সোজা গাড়িতে উঠেছে ওই মহিলা, তারপর পালিয়ে গেছে।'

'আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে পুলিশের সাহায্য খুব দরকার আমাদের,' বললেন মেজর ব্লেচলি। 'কারণ কিডন্যাপাররা যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, সারা দেশে খবর ছড়িয়ে দেয়াটা জরুরি। এবং সেটা পুলিশ ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। দরকার হলে রোড ব্লক বা সার্চের ব্যবস্থাও করতে পারবে ওরা।'

মাথা নাড়ল মিসেস স্প্রট, ওর দুই ঠোঁট চেপে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

টাপেন্স বলল, 'আমরা যদি নিজেদেরকে কিডন্যাপারদের জায়গায় কল্পনা করে নিয়ে ব্যাপারটা ভাবি, তা হলে কেমন হয়?'

'যেমন?' উৎসাহ দেয়ার সুরে বলল টমি।

'যেমন গাড়িটা নিয়ে কোথায় অপেক্ষা করবে ওরা? কোথায় অপেক্ষা করা উচিত? আমি থাকলে এমন কোথাও গাড়ি রাখতাম, যেখান থেকে সন সুসি বেশি দূরে না, আবার যেখানে গাড়ি রাখলে সহজে লক্ষ করবে না কেউ। এবার একটু ভাবুন। বেটিকে

নিয়ে ওই ভিনদেশী মহিলা পাহাড়ি রাস্তা ধরে হেঁটে গেছে। পথটার নিচে আছে এসপ্ল্যানেড। গাড়িটা হয়তো ওখানে রেখেছিল কিডন্যাপাররা। কারণ কেউ খেয়াল না-করলে ওই জায়গায় লম্বা সময় ধরে গাড়ি পার্ক করে রাখা সম্ভব। আরেকটা জায়গা আছে পার্কিং-এর জন্য—জেম্‌স্ স্কয়ার, সন সুসি থেকে বেশি দূরে না ওটাও। এসপ্ল্যানেড থেকে যে-ছোট রাস্তা বেরিয়ে গেছে, চাইলে সেখানেও গাড়ি রাখা যেতে পারে।'

এমন সময় বেঁটে একটা লোক এগিয়ে এল ওদের দিকে, লোকটার এগিয়ে আসার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে। নাকে আটকে রাখার জন্য স্প্রিংসহ বিশেষ ধরনের চশমা পরেছে সে। কাছে এসে কিছুটা তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'মাফ করবেন...আসলে...কুলিদের স-স-সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন তখন আপনাদের কিছু কথা না শু-শু-শুনে পারিনি,' আঙুলের ইশারায় দেখাল মেজর ব্লেচলিকে। 'আ-আ-আসলে কথাগুলো শোনার কোনও ইচ্ছা ছিল না আমার, একটা পা-পা-পার্সেল নেয়ার জন্য এসেছিলাম—ইদানীং ডেলিভারি দিতে এত সময় লাগে ওদের!'

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল মিসেস স্প্রট। খামচে ধরল আগন্তুকের একটা হাত। 'ওকে দেখেছেন আপনি! আমার ছোট্ট মেয়েটাকে দেখেছেন?'

'আসলে...' ইতস্তত করছে বেঁটে লোকটা।

'সব বলুন,' চিৎকার করে উঠল মিসেস স্প্রট। ওর আঙুলগুলো চেপে বসেছে আগন্তুকের হাতে, ব্যথায় নাকমুখ কুঁচকে উঠল লোকটার।

আগন্তুককে টাপেন্স বলল, 'সত্যিই যদি কিছু দেখে থাকেন আপনি, যত জলদি সম্ভব বলুন আমাদেরকে। আপনার প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ থাকবো আমরা।'

'আমার নাম রবিন্স,' বলছে বেঁটে লোকটা, ওর তোতলামি কমেছে। 'এডওয়ার্ড রবিন্স।'

'জী, মিস্টার রবিন্স, কী দেখেছেন আপনি?'

'আর্ন্‌স্ ক্লিফ রোডে একটা বাড়ি আছে, নাম হোয়াইটওয়েস। ওখানে থাকি আমি। যা-হোক, আপনারা যে-মেয়ের খোঁজ করছেন, সম্ভবত তাকে দেখেছি আমি। ওর সঙ্গে ভিনদেশী এক মহিলা ছিল। সত্যি বলতে কী, মেয়েটাকে ভালোমতো খেয়াল করিনি তখন, বরং ওই মহিলাকেই লক্ষ করেছি। প্রথমে মনে হয়েছিল মহিলা কোনও নার্স। অথবা কোনও বাড়ির চাকরানি। ছোট একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার একদিক থেকে আরেকদিকে হাঁটাহাঁটি করছিল। কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছিল মেয়েটাকে, মহিলার সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছিল বার বার। তখন সাড়ে সাতটার মতো বাজে, এই এলাকার বেশিরভাগ বাচ্চা ওই সময় নাগাদ ঘুমাতে যায়। তাই ছোট্ট মেয়েটাকে মহিলার সঙ্গে দেখে সন্দেহ হয় আমার, ভালোমতো তাকাই। মহিলা বোধহয় বুঝতে পারে ওকে দেখছি আমি, তাই কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হয় সে, মেয়েটা তখনও ওর সঙ্গে ছিল। আশ্চর্য লাগে আমার কাছে, কারণ যেদিকে গেছে মহিলাটা সেখানে কোনও বাড়িঘর নেই। তবে মাইল পাঁচেক দূরে একটা বাড়ি আছে, নাম হোয়াইটহ্যাভেন। হাইকাররা মাঝেমধ্যে যায় ওখানে।'

রবিন্সের কথা শেষ হওয়ামাত্র গাড়িতে ঢুকে পড়ে ইঞ্জিন চালু করে ফেললেন কমাণ্ডার হেইডক। জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললেন, 'আর্ন্‌স্ ক্লিফ রোড, তা-ই তো বললেন? জায়গাটা শহরের আরেক প্রান্তে, না?'

'হ্যাঁ, এসপ্ল্যানেড ধরে এগিয়ে গিয়ে শহরের পুরনো অংশটা ছাড়ালেই...'

আর কিছু শোনার দরকার মনে করলেন না কেউ, বলতে গেলে লাফিয়ে চড়লেন গাড়িতে। মিস্টার রবিন্সের উপর আর কোনও আগ্রহ নেই কারও।

শুধু টাপেন্স বলল, 'ধন্যবাদ, মিস্টার রবিন্স।'

গাড়ি ছেড়ে দিলেন হেইডক। চলন্ত গাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মিস্টার রবিন্স, হাঁ হয়ে আছে মুখটা।

শহরের মধ্যে দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটছে গাড়িটা। কয়েকবার দুর্ঘটনা ঘটতে গিয়েও ঘটল না, এবং সেজন্য গাড়ি-চালানোয় হেইডকের পারদর্শিতার চেয়ে ভাগ্যের অবদান বেশি। একসময় এমন এক জায়গায় হাজির হলো ওরা যেখানে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটা দালান। ছোট ছোট কয়েকটা রাস্তাও বিশৃঙ্খলভাবে বিস্তৃত হয়েছে এখান দিয়ে। এগুলোর তিন নম্বরটার নাম আর্ন্‌স্ ক্লিফ রোড।

গাড়ি নিয়ে সেখানে হাজির হলেন কমাণ্ডার, এখনও চালাচ্ছেন। রাস্তাটা যেন ক্রমে ক্রমে এগিয়ে একসময় ফুরিয়ে গেছে পাহাড়ি পথের পাদদেশে। একটা ফুটপাত দেখা যাচ্ছে সেখানে।

ফুটপাতটার সামনে গাড়ি থামালেন হেইডক।

'গাড়ি থেকে নামি আমরা,' প্রস্তাব দিলেন ব্লেচলি। 'এবার হাঁটা যাক।'

'গাড়ি নিয়ে এগোতে তেমন একটা সমস্যা হবে বলে মনে হয় না,' বললেন হেইডক। 'শুধু একটু ঝাঁকুনি লাগবে।'

'তা হলে তা-ই করুন, প্লীয,' কাতর কণ্ঠে বলল মিসেস স্প্রট, 'যা করার জলদি করতে হবে আমাদেরকে।'

'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন ঠিক জায়গায় নিয়ে যান আমাদেরকে,' বললেন হেইডক। 'ওই বেঁটে লোকটা কী

দেখতে কী দেখেছে তার নিশ্চয়তা কী?'

মসৃণ রাস্তার বদলে চাকার নিচে এখন এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমিন, তাই গোঁ গোঁ করছে গাড়ির ইঞ্জিন। ঢালটা বেশ খাড়া, তবে পথ বেশিদূর বিস্তৃত না। কোনও রকম অঘটন ছাড়াই ঢালের মাথায় পৌঁছে গাড়ি থামালেন হেইডক, নামলেন তাঁরা। এদিকওদিক তাকাচ্ছেন। পেছনে পড়ে গেছে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে-ওঠা বাড়িগুলো, এই ঢাল থেকে শুরু করে হোয়াইটহ্যাভেন সৈকত পর্যন্ত আর কোনও স্থাপনা নেই বলা যায়।

'বুদ্ধিটা খারাপ না,' বললেন ব্লেচলি। 'আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে দিল ওই মহিলা, তারপর আগামীকাল সকালে ট্রেনে করে পালাবে।'

'ওদের কোনও চিহ্ন কিন্তু এখনও নজরে পড়েনি আমাদের,' মনে করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন হেইডক।

কী ভেবে একটা ফিল্ডগ্লাস নিয়ে এসেছিলেন তিনি সঙ্গে করে, সেটা বের করে কাজে লাগাচ্ছেন এখন। হঠাৎ টান টান হয়ে গেল তাঁর শরীর। দূরে চলমান দুটো মানবমূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে।

'ঈশ্বর...পেয়ে গেছি...'

হুড়মুড় করে গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লেন তিনি, তাঁর দেখাদেখি বাকিরাও। আবার চলতে শুরু করল গাড়িটা, ইঞ্জিনের প্রতিবাদের প্রতি মনোযোগ নেই কারও। সমানে ধুলো উড়ছে পাহাড়ি পথে, চাকার নিচে পড়ে ছিটকে যাচ্ছে নুড়িপাথর, কখনও হঠাৎ কোনও গর্তে পড়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন হেইডক কিন্তু সামলে নিচ্ছেন পরমুহূর্তেই। তারপরও, চলমান ওই দুই মানবমূর্তির সঙ্গে দূরত্ব কমছে।

এখন চেনা যাচ্ছে ওদেরকে—লম্বা একটা মহিলা, তার সঙ্গে ছোট একটা বাচ্চা। মহিলাটা বাচ্চাটার একটা হাত ধরে আছে।

ওদের আরও কাছে গেল গাড়ি। বাচ্চাটার পরনের সবুজ-চেকের সুতি ফ্রকও দেখা যাচ্ছে এখন।

সন্দেহ নেই, মেয়েটা বেটি।

এমনভাবে চিৎকার করে উঠল মিসেস স্প্রট যে, শুনে মনে হলো ওর গলা টিপে ধরেছে কেউ।

ওর কাঁধে আলতো করে চাপড় দিলেন মেজর ব্লেচলি। 'সব ঠিক আছে, মাই ডিয়ার। ওদেরকে পেয়ে গেছি আমরা।'

আরও কাছে গেল গাড়িটা।

ভিনদেশী সেই মহিলা যেন হঠাৎ করেই টের পেল অনাকাঙ্ক্ষিত একটা গাড়ির উপস্থিতি। যেন হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, ওকে ধরার জন্যই হাজির হয়েছে গাড়ির আরোহীরা।

চিৎকার করে উঠল সে, নিচু হয়ে একঝটকায় কোলে তুলে নিল বেটিকে। দৌড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু আশ্চর্য, যে-পথে যাচ্ছিল সেদিকে যাচ্ছে না এখন, বরং দিক বদল করে ছুটছে অনতিদূরের একটা পাহাড়ের উদ্দেশে।

আর মাত্র কয়েক গজ এগোনোর পর গাড়ি থামাতে বাধ্য হলেন হেইডক। রাস্তা এত বেশি এবড়োখেবড়ো এবং জায়গায় জায়গায় এত বোল্ডার যে, গাড়ি চালিয়ে এগোনো সম্ভব না। কাউকে বলে দিতে হলো না—যেন একসঙ্গে খুলে গেল গাড়ির চারটা দরজাই। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন সবাই। ছুট লাগিয়েছেন।

সবার আগে দৌড়াচ্ছে মিসেস স্প্রট।

ওর যত কাছাকাছি সম্ভব থাকার চেষ্টা করছেন বাকিরা।

দুই "পক্ষের" মধ্যে দূরত্বটা এখন বিশ গজের মতো। অবস্থা বেগতিক বুঝে ভিনদেশী মহিলাটা দিক বদল করল আবার। এখন পাহাড়ের একদিকের ঢাল বেয়ে উঠছে। ঢালটার শেষমাথায় পৌঁছে চিৎকার করে উঠল কর্কশ কণ্ঠে, জড়িয়ে ধরে রেখেছে

বেটিকে।

'মাই গড!' চেঁচিয়ে উঠলেন হেইডকও। 'মেয়েটাকে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেয়ার ফন্দি এঁটেছে ওই খাণ্ডারনি!'

ভিনদেশী মহিলাটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে ঢালের কিনারায়। প্রচণ্ড ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেছে ওর চেহারা। কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে দীর্ঘ একটা বাক্য বলল সে, অন্যদের কেউই বুঝতে পারল না সেটার অর্থ। বেটিকে এখনও ধরে আছে সে, বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে নিচের খাদের দিকে। ঢালের শেষপ্রান্ত থেকে বড়জোর এক গজ ভিতরে আছে। সেটার ঠিক নিচেই গভীর একটা খাদ।

বোঝা গেল, হুমকি দিচ্ছে সে—অন্যদের কেউ যদি আর এগোয়, তা হলে বেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নিচে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাকিরা সবাই। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, ঘাবড়ে গেছে। আর এক পা-ও আগে বাড়ার সাহস হচ্ছে না কারও।

পকেট হাতড়ে নিজের সার্ভিস রিভলভার বের করলেন হেইডক। চেঁচিয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে ছেড়ে দাও! নইলে গুলি করবো।'

হা হা করে হেসে উঠল ভিনদেশী মহিলা। বেটিকে আঁকড়ে ধরল বুকের সঙ্গে। দেখে মনে হচ্ছে দুটো মানবমূর্তি যেন পরিণত হয়েছে একটাতে।

'ট্রিগার টেপার সাহস হচ্ছে না আমার,' বিড়বিড় করে বললেন হেইডক। 'নিশানা একটু এদিকওদিক হলে গুলি লাগবে বেটির গায়ে।'

টমি বলল, 'ওই মহিলা একটা পাগল। আমার মনে হয় বেটিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে নিচের খাদে।'

'কিন্তু গুলি করতে পারবো না আমি,' অসহায়ের মতো

আবারও বললেন হেইডক।

সঙ্গে সঙ্গে যেন বজ্রপাতের আওয়াজ শোনা গেল খুব কাছেই কোথাও।

টলে উঠল ভিনদেশী মহিলা, পড়ে গেল ঢালের কিনারায়। বেটিকে এখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

পুরুষলোক যে-ক'জন আছেন, তাঁরা দৌড় দিলেন।

টলছে মিসেস স্প্রটও, ওর হাতেধরা পিস্তলের নল দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বড় বড় হয়ে গেছে দুই চোখ। কলের পুতুলের মতো কয়েক পা আগে বাড়ল সে।

গুলিখাওয়া মহিলার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে টমি। উপুড় হয়ে পড়ে আছে মহিলা, ওকে চিৎ করল সে। প্রথমেই তাকাল চেহারাটার দিকে—অদ্ভুত, কিন্তু একইসঙ্গে একরকম বুনো সৌন্দর্য আছে সেখানে। মৃত্যুযন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল মহিলা, একজোড়া দয়াপরবশ হাতের স্পর্শ টের পেয়ে তাকাল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল টমির দিকে, তারপর বীভৎস এক শূন্যতা ফুটে উঠল ওর দু'চোখে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার—ওটাই ওর জীবনের শেষনিঃশ্বাস, তারপর মারা গেল। মাথায় গুলি খেয়েছিল।

বেটির কোনও ক্ষতি হয়নি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, ব্যথাও পায়নি সে। শরীরটা মোচড়ামোচড়ি করে বের হলো সে ভিনদেশী মহিলার "থাবা" থেকে, দৌড় দিল ওর মূর্তির-মতো-দাঁড়িয়ে-থাকা মা'র দিকে।

বেটিকে ছুটে আসতে দেখে যেন সংবিৎ ফিরল মিসেস স্প্রটের। কিন্তু, একইসঙ্গে, মনে হলো যেন শক্তি শেষ হয়ে গেছে ওর—হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা, দুই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল আপনাআপনি, মাটিতে বসে পড়তে বাধ্য হলো। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল বেটিকে, কাঁদতে কাঁদতে একের পর এক চুমু খাচ্ছে

মেয়েটার কপালে আর গালে। আবেগাপ্লুত হয়ে বলছে, 'বেটি...বেটি...'

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি কি...আমি কি...ওই মহিলাকে খুন করেছি?'

ওর পাশে দাঁড়ানো টাপেন্স বলল, 'ওই মহিলাকে নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। বেটিকে নিয়ে ভাবুন। শুধু বেটির কথা চিন্তা করুন।'

মেয়েটাকে আবারও জড়িয়ে ধরল মিসেস স্প্রট, ফোঁপাচ্ছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে টমির পাশে দাঁড়াল টাপেন্স।

'অলৌকিক কাণ্ড!' বিড়বিড় করছেন হেইডক। 'আমাকে দশবার সুযোগ দিলেও অত নিখুঁতভাবে গুলি করতে পারতাম কি না সন্দেহ! মাতৃস্নেহে অন্ধ মেয়েমানুষ কী করতে পারে তা আজ নিজচোখে দেখলাম।' মাথা নাড়লেন। 'সত্যিই অলৌকিক!'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বলল টাপেন্স। 'অল্পের জন্য বেঁচে গেছে বেটি।' আরেকটু এগিয়ে ঢালের কিনারা থেকে নিচের খাদের দিকে তাকাল, শিউরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

আট

নিহত মহিলাটার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু হলো কয়েকদিন পর। তবে, তদন্তের কাজ একটানা কিছুদিন চলার পর, তা অনানুষ্ঠানিকভাবে স্থগিত করা হলো। কারণ ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কা নামের জনৈকা পোলিশ শরণার্থীর জন্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

চলাকালীন সময়ে, নষ্ট করার মতো সময় কোথায় পুলিশের? তা-ও আবার যখন নিহতের পক্ষে বিচার চাওয়ার মতো কেউ নেই তখন?

পাহাড়ি ঢালের সেই নাটকীয় ঘটনার পর মিসেস স্প্রট আর বেটিকে গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় সন সুসিতে। অতি উত্তেজনার পর হঠাৎ অবসাদে এবং ঘটিয়ে-ফেলা হত্যাকাণ্ডের কথা ভেবে মিসেস স্প্রট ততক্ষণে নেতিয়ে পড়েছে। বেশ কিছুটা ব্র্যাণ্ডি আর পর পর কয়েক কাপ গরম চা খেয়ে ধাতস্থ হয় সে-রাতের নায়িকা।

পুলিশের সঙ্গে অনতিবিলম্বে যোগাযোগ করেন কমাণ্ডার হেইডক, ঘটনাস্থলে নিয়ে যান তাদেরকে। কী ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে সব বুঝিয়ে বলেন।

স্থানীয় হত্যাকাণ্ডের খবর, স্থানীয় পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় শিরোনাম হিসেবে আসার কথা। কিন্তু তা হলো না। যুদ্ধের সময় কোথায় বোমা পড়ল, কোথায় কতজন লোক মরল, জার্মানি নতুন কোন্ চাল চালল, রাশিয়া কী পদক্ষেপ নিল—এসব জানতে পাঠকরা উন্মুখ, একটা বাচ্চা কিডন্যাপ করে পালানোর সময় ওই বাচ্চার মা'র হাতে গুলি খেয়ে মরা এক পোলিশ শরণার্থীর খবর কে পড়বে? তারপরও স্থানীয় এক পত্রিকায় ছোট একটা প্যারাগ্রাফ জুড়ে প্রকাশিত হলো খবরটা।

পুলিশি তদন্তের সময় সাক্ষ্য দিতে হয়েছে টমি-টাপেন্স দু'জনকেই। স্বাভাবিকভাবেই, টমি নিজের নাম বলেছে মিডোস, আর টাপেন্স নিজের পরিচয় দিয়েছে মিসেস ব্লেনকেনসপ হিসেবে। সাংবাদিকরা যখন ছবি তুলেছে তখন মাথা নিচু করে রেখেছিল টমি, আর টাপেন্স ওর হ্যাটটা অনেকখানি নামিয়ে দিয়েছিল কপালের উপর।

টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে খবর দিয়ে আনা হয়েছিল মিস্টার

স্প্রটকে। বউবাচ্চাকে দেখার জন্য বলতে গেলে ছুটে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু ছুটি পাননি অফিস থেকে, তাই যেদিন এসেছিলেন সেদিনই ফিরে যেতে হয়েছে তাঁকে। ভদ্রলোক খোশমেজাজি, বয়সও বেশি না, কিন্তু তারপরও ইন্টারেস্টিং কিছু নেই তাঁর মধ্যে।

তদন্তের কাজ শুরু হয় নিহত মহিলাটার পরিচয় উদ্‌ঘাটন-চেষ্টার মাধ্যমে। পাতলা ঠোঁট আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারিণী, মিসেস ক্যালফন্ট নামের জনৈকা মহিলা গত কয়েক মাস ধরে সাহায্য করছেন শরণার্থীদের ত্রাণকাজে, পোলোন্স্‌কার পরিচয় জানা গেল তাঁর কাছ থেকে।

এক চাচাতো ভাই আর তার স্ত্রীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে এসেছিল পোলোন্স্‌কা। মিসেস ক্যালফন্ট যতদূর জানেন, ওরাই ওই মহিলার একমাত্র আত্মীয়। তাঁর মতে, কিছু মানসিক-সমস্যা ছিল পোলোন্স্‌কার। এবং সেটার যথোপযুক্ত কারণও ছিল। পোল্যাণ্ডে যখন ছিল সে, তখন নাকি সাংঘাতিক খারাপ অবস্থা গেছে পুরো পরিবারটার। পরিবারের অনেক সদস্য, এমনকী বেশ কয়েকজন বাচ্চাও মারা পড়েছে।

শরণার্থীদের জন্য যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের প্রতি নাকি তেমন একটা ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না পোলোন্স্‌কার, তেমন একটা কৃতজ্ঞও ছিল না সে তাঁদের প্রতি। সে ছিল সন্দেহপ্রবণ আর বাকবিমুখ। যখন কথা বলত, বেশিরভাগ সময় বিড়বিড় করত নিজের সঙ্গেই। ওকে দেখলেই মনে হতো মানসিক সমস্যায় ভুগছে। পোল্যাণ্ডে থাকতে কোথায় নাকি চাকরিও করত, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে চলে আসার কয়েক মাস আগে ইস্তফা দেয়। অথচ সে-ব্যাপারে কিছু জানায়নি পুলিশকে।

করোনার জানতে চাইলেন, পোলোন্স্‌কার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরও ওর সেই চাচাতো ভাই আর তার স্ত্রী কেন

আসেনি। জবাবে অদ্ভুত এক খবর শোনাল তদন্তকারী অফিসার ইন্সপেক্টর ব্রাসি।

নেভাল ডকইয়ার্ডে দুষ্কর্মের সন্দেহে আটক করা হয়েছে ওই দম্পতিকে। ওরা নাকি আসলে "শরণার্থীর ছদ্মবেশে" ঢুকেছিল ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু তারপরই একটা নেভাল বেইসে চাকরি পাওয়ার জন্য জোরজবরদস্তি শুরু করে। পুলিশের সন্দেহের খাতায় উঠে যায় ওই দু'জনের নাম। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, ওদের কাছে যে-পরিমাণ টাকা থাকা স্বাভাবিক, তারচেয়ে অনেক বেশি আছে—কীভাবে তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই।

পোলোন্স্কার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য নেই পুলিশের কাছে। শুধু এটুকু জানা গেছে, ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব পোষণ করত সে-ও। খুব সম্ভব সে-ও ছিল শত্রুপক্ষের একজন এজেন্ট। পুলিশের অনুমান, নিজের আসল পরিচয় গোপন করার জন্য মানসিক ভারসাম্যহীনতার ভান করছিল সে।

পুলিশি তদন্তের সময় যখন ডাকা হলো মিসেস স্প্রটকে, সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'বিশ্বাস করুন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে জঘন্য কাজটা করতে হয়েছে আমাকে। বিশ্বাস করুন, ওই মহিলাকে খুন করার একটুও ইচ্ছা ছিল না আমার। আমি যা করেছি, তা শুধু আমার মেয়ে বেটির জন্য করেছি। ওই মহিলাকে যদি গুলি না করতাম তখন, বেটিকে পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিত সে। গুলি করা ছাড়া ওই পাগলীটাকে থামানোর কোনও কায়দাও ছিল না তখন। কিন্তু...তারপরও...বিশ্বাস করুন...কীভাবে হাতে নিলাম পিস্তলটা, কীভাবে গুলি চালালাম...কিছুই মনে করতে পারছি না। আমি আসলে একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম তখন।'

'আগ্নেয়াস্ত্র চালানো শিখেছেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন করোনার।

'কোথাও শিখিনি। আমি কোনও আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারি না। গ্রামে নৌকাবাইচের সময় মেলা হয়, সেখানে বুথে এয়ারগান চালানোর ব্যবস্থা থাকে, শুধু সেখানে...। তখন...পাহাড়ের উপর...এত ভালো গুলি করলাম কীভাবে নিজেও বলতে পারবো না।'

'মৃত মহিলার সঙ্গে পূর্বপরিচয় ছিল আপনার?'

'না। আগে কখনও দেখিনি ওকে। আমার ধারণা মহিলা বদ্ধ পাগল। কারণ আমাকে বা বেটিকেও কখনও দেখেনি সে।'

'অন্য কোনও পোলিশ শরণার্থীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে কখনও?'

'ঠিক দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, তবে ওদের জন্য কাজ করেছি আমি।'

'কাজ, ম্যাডাম?'

'কাপড় সেলাই করে পোলিশ শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল একবার। সেটাতে অংশ নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু তখনও কোনও পোলিশের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়নি, দেখা করিওনি।'

পরের সাক্ষী কমাণ্ডার হেইডক। কিডন্যাপারকে ফলো করার জন্য কী কী করেছেন তিনি, বিস্তারিত জানালেন। শেষপর্যন্ত কী হয়েছে, তা-ও বললেন।

'তারমানে আপনি নিশ্চিত ওই পোলিশ মহিলা আরেকটু হলে লাফ দিত পাহাড়ের উপর থেকে?' বললেন করোনার।

'হয় সে নিজে লাফ দিত, নয়তো নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিত বাচ্চাটাকে। ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল ওর চেহারা। ওর সঙ্গে কথা বলা, ওকে বোঝানো—এসব অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল তখন। ...আমি বলবো না ওকে গুলি করে মারাটা ঠিক কাজ হয়েছে, কিন্তু এটা অস্বীকার করারও কোনও উপায় নেই, কাউকে-না-

কাউকে কিছু-না-কিছু করতে হতোই। মহিলার পায়ে গুলি করে ওকে খোঁড়া বানিয়ে দেয়া যায় কি না সে-কথা ভেবেছি আমি নিজে। কিন্তু সে তখন বাচ্চাটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছিল। যদি গুলি করতাম, আর যদি নিশানা ফস্কে যেত, তা হলে বাচ্চাটার ক্ষতি হবে কি না ভেবে ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু মিসেস স্প্রট ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি। এবং আমি বলবো, তিনি ঝুঁকিটা নিয়েছেন বলেই নিজের মেয়ের জীবন বাঁচাতে পেরেছেন।'

কথাটা শুনে আবার কাঁদতে শুরু করল মিসেস স্প্রট।

টাপেন্স, ওরফে মিসেস ব্লেনকেনসপকে বেশি কিছু বলতে হলো না। কমাণ্ডার হেইডক যা যা বলেছেন, প্রায় সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করল সে।

'মিস্টার মিডোস,' টমির দিকে তাকালেন করোনার, 'যা ঘটেছে সে ব্যাপারে কমাণ্ডার হেইডক আর মিসেস ব্লেনকেনসপের বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত?'

'জী। আমার তখন ওই মহিলাকে এত বেশি ক্ষ্যাপা মনে হচ্ছিল যে, ওর কাছে যাওয়ার কোনও বুদ্ধিই বের করতে পারছিলাম না। আমার মনে হয়, বেটিকে নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দেয়ার পরিকল্পনা ছিল মহিলার মনে।'

জুরিকে বোঝাতে সক্ষম হলেন করোনার, ঘটনাক্রমে মিসেস স্প্রটের হাতে মারা পড়েছে ভ্যাণ্ডা পোলোস্কা, এবং যা করেছে তা আসলে করতে বাধ্য হয়েছে মিসেস স্প্রট। যুক্তি এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের কারণে খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে গেল মিসেস স্প্রট।

কিন্তু বেটিকে কেন কিডন্যাপ করতে গেল পোলোস্কা, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল না। হতে পারে, ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে যে-ঘৃণা পোষণ করত সে, অপহরণটা তারই বহিঃপ্রকাশ। সেলাই করে যেসব কাপড় পাঠানো হয়েছিল পোলিশ শরণার্থীদের কাছে,

সেগুলোর বেশিরভাগ প্যাকেটেই যিনি সেলাই করেছিলেন তাঁর নাম-ঠিকানা লেখা ছিল; খুব সম্ভব সে-রকম কোনও প্যাকেট থেকে মিসেস স্প্রটের খোঁজ পায় পোলোন্স্কা। পরে বেটিকে যখন দেখতে পায় ওর মা'র সঙ্গে, অপহরণের সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করে।

রায় ঘোষিত হলো, মেয়েকে বাঁচানোর জন্য কিডন্যাপারকে খুন করেছে মিসেস স্প্রট। বেকসুর খালাস পেয়ে গেল সে।

ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কার হত্যাকাণ্ডের রায় যেদিন ঘোষিত হলো, তার পরদিন সন সুসির বাইরে একজায়গায় দেখা করল টমি আর টাপেন্স।

'ওই পোলিশ মহিলা আরেক রহস্য হয়ে থাকল আমাদের জন্য,' মন্তব্য করল টমি।

'হ্যাঁ,' বলল টাপেন্স। 'ওর চাচাতো ভাই অত টাকা পেল কোত্থেকে তা ভেবে আশ্চর্য লাগছে আমার।'

'ঘটনা কোন্‌দিক থেকে কোন্‌দিকে যাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'প্রথমে কার্ল ভন ডেইনিম,' ধীরে ধীরে বলল টাপেন্স। 'তারপর ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কা।'

'কী মনে হয় তোমার—একসঙ্গে কাজ করছিল ওরা?'

'খুব সম্ভব। ওদেরকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছি আমি।'

'তারমানে বেটিকে কিডন্যাপ করার বুদ্ধি কার্ল ভন ডেইনিমেরই?'

'মনে হয়।'

'কিন্তু বেটিকে কেন?'

'বেটিকে কেন মানে?'

'মানে বেটিকেই কিডন্যাপ করার দরকার হলো কেন? মিস্টার স্প্রট আর মিসেস স্প্রট আসলে কারা? যতদূর জানি, মিস্টার স্প্রট সামান্য একজন কেরানি। যদি টাকার প্রয়োজনে কিডন্যাপ করা হয়ে থাকে বেটিকে, তা হলে আমি বলবো সম্পূর্ণ উদ্ভট একটা কাজ করা হয়েছে। পোলোস্কার চাহিদামতো টাকা দিতে পারতেন না মিস্টার স্প্রট। আরও কথা আছে। মিস্টার বা মিসেস স্প্রটের কেউই সরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না, ফলে তাদের সন্তানকে তুলে নিয়ে গিয়ে গোপন খবর আদায় করার কোনও সম্ভাবনাও নেই।'

'জানি। সেজন্যই তো কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না।'

'অপহরণের ব্যাপারে মিসেস স্প্রট কি কিছু বলেছে?'

'একটা মুরগির মাথায় যে-পরিমাণ মগজ থাকে, ওই মেয়ের মাথায় তা-ও আছে কি না সন্দেহ। বেটি ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুতে ওর কোনও আগ্রহ নেই। কোনওকিছু নিয়ে ওর কোনও চিন্তাভাবনাও নেই। ...কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছে, ওসব করাই নাকি জার্মান এজেন্টদের কাজ।'

'বোকা আর কাকে বলে! জার্মানরা কি ওদের কোনও এজেন্টকে খামোকা পাঠায় কোনও জায়গায়? বেটিকে কিডন্যাপ করার সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ না-থাকলে জীবনেও করবে না ওরা কাজটা।'

'আচ্ছা, এ-রকম কি হতে পারে—আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য আছে মিসেস স্প্রটের কাছে, অথচ সে-ব্যাপারে নিজেই জানে না সে? অথবা জানলেও না-জানার ভান করছে?'

'কাউকে কিচ্ছু বলবেন না,' মিসেস স্প্রটের রুমের মেঝে থেকে পাওয়া নোটের কিছু কথা আউড়াচ্ছে টমি, 'পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। ...কেন যেন মাথার ভিতরে

ঘুরপাক খাচ্ছে কথাগুলো।'

'বেটিকে কিডন্যাপের উদ্দেশ্য যদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তা হলে কোনও সন্দেহ নেই মিস্টার অথবা মিসেস স্প্রটকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানানো হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা রাখা হয়েছে তাঁদের যে-কোনও একজনের কাছে। তাঁদের জীবন এতই গতানুগতিক যে, তাঁদেরকে সন্দেহ করার কথা কল্পনাও করবে না কেউ।'

'একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না অনুমানটা?'

'হচ্ছে...অস্বীকার করবো না। কিন্তু গুপ্তচর পাকড়াও করতে এসেছি আমরা। সাধারণ মানুষের মুখোশ পরে কুকর্মটা কে করছে, সে-ব্যাপারে অনুমান করা ছাড়া নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী?'

'মিসেস স্প্রটকে কি ওর মাথাটা একটু খাটাতে বলেছিলে?'

'বলেছিলাম। কিন্তু অপহরণের ব্যাপারে মোটেও ইন্টারেস্টেড না সে—বেটিকে ফিরে পাওয়া গেছে এবং সেটাই ওর জন্য আসল কথা। তা ছাড়া...আমার মনে হয় নিজহাতে গুলি করে একটা মানুষ খুন করার জন্য এখনও অনুতপ্ত সে, এখনও বোধহয় ভুলতে পারছে না দুঃসহ স্মৃতিটা। তাই ওই ব্যাপারে ওকে কিছু বললে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।'

'মেয়েরা আসলেই অদ্ভুত,' মনে মনে বলল টমি। মুখে বলল, 'মেয়েরা যখন প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে তখন কী করতে পারে তা কল্পনা করাও অসম্ভব।'

'কেন বললে কথাটা?'

'কথা নেই বার্তা নেই একটা পিস্তল হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মিসেস স্প্রট। কমাণ্ডার হেইডকের মতো একটা মানুষ যেখানে গুলি করতে দ্বিধা করছেন, সেখানে সে গুলি করতে সক্ষম হলো পোলোস্কার মাথায়! অথচ এয়ারগান ছাড়া আর কোনও

আগ্নেয়াস্ত্র চালায়নি কখনও। ভাবা যায়? আমার মনে হয়, সেদিন যদি পুরো একটা রেজিমেন্টের উপর গুলি চালানোর দরকার হতো ওর, তা হলে তা-ই করত।'

'ওকে খুনের অভিযোগ থেকে রেহাই দিয়ে ঠিক কাজই করেছেন করোনার। কারণ বেচারীর মাতৃস্নেহ নাড়া দিয়েছে আমাকে। গুলি করে পোলোন্স্কাকে মেরেছে সে, আর সেটাই বড় হয়ে গেছে আমাদের সবার কাছে। অথচ রাস্তা থেকে একটা কুকুরের-বাচ্চা তুলে নিয়ে এসে দেখো ওটার মা কী করে। একটা কুকুর যদি ওটার বাচ্চার জন্য যারপরনাই হিংস্র হতে পারে, তা হলে মানুষ কি সে-রকম আচরণ করতে পারে না?'

চুপ করে আছে টমি। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছে, সবকিছু তত তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

টাপেন্স বলল, 'ওই মহিলাকে...জানি না কেন...প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিনই পরিচিত বলে মনে হয়েছে আমার।'

'কার কথা বলছ? ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কা?'

'হ্যাঁ।'

'আগে কোথাও দেখেছ ওকে?'

'না। আমি নিশ্চিত।'

'পোলোন্স্কা, মিসেস পেরেন্না অথবা শিলার মতো না।'

'মিসেস পেরেন্নার কথা বলে ভালো করেছ। মিসেস স্প্রটের রুমের মেঝেতে যে-নোট পাওয়া গেছে, আমার মনে হয় সেটাতে কিছু একটা ঘাপলা আছে।'

'কী রকম?'

'ওই নোট দিয়ে একটুকরো পাথর মুড়িয়ে টুকরোটা ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে জানালা দিয়ে—আমার মনে হয় কথাটা ঠিক না। আমার ধারণা, নোটটা কেউ একজন আগে থেকেই রেখে

দিয়েছিল মিসেস স্প্রটের ঘরে, যাতে ওটা সহজেই নজরে পড়ে ওর। আমার ধারণা, কাজটা মিসেস পেরেন্নার।'

'তারমানে মিসেস পেরেন্না, কার্ল, পোলোন্স্কা—সবাই একসঙ্গে কাজ করছিল?'

'হতে পারে। বেটি কিডন্যাপ হওয়ার পর মিসেস পেরেন্না কীভাবে তেড়েফুঁড়ে হাজির হয়েছিলেন, মনে আছে? তিনি যে সন সুসির বাইরে অবস্থান করে তখন সবুজ সংকেত দিচ্ছিলেন না পোলোন্স্কাকে, নিশ্চিত হচ্ছি কী করে? মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন, পুলিশকে ফোন না-করে বরং আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন আমাদেরকে। ...মেজর ব্লেচলির ব্যাপারে কী ধারণা তোমার?'

'মেজর ব্লেচলি? না, তাঁকে সন্দেহ হয় না আমার। সবার আগে তিনিই কিন্তু পুলিশকে ফোন করার কথা বলেছেন। পুলিশের সাহায্য নেয়ার কথা বার বার বলেছেন তিনিই।'

'হুঁ,' আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাচ্ছে টাপেন্স, 'কিন্তু বেটিকে কিডন্যাপ করা হলো কেন?'

জবাব দিল না টমি।

"পুলিশ" শব্দটা লেখা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সন সুসির বাইরে।

আত্মচিন্তায় ডুবে আছে টাপেন্স, তাই গাড়িটা দেখল ঠিকই, কিন্তু খেয়াল করতে পারল না। বাড়ির ভিতরে ঢুকল সে, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, নিজের ঘরে যাবে।

ল্যাণ্ডিং-এ, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক ছায়ামূর্তি। কিছুটা চমকে উঠল টাপেন্স, কিন্তু পরমুহূর্তেই চিনতে পারল মানুষটাকে।

'শিলা?' ডাকল সে।

কাছে এল মেয়েটা। এবার ওর চেহারা আরও ভালোমতো দেখতে পাচ্ছে টাপেন্স। মেয়েটার চোখ সবসময় যেন জ্বলজ্বল করত, কিন্তু আজ করছে না। ওর চেহারায় গাঢ় বিষাদের ছাপ।

'আপনি এসেছেন, ভালো লাগল,' বলল শিলা। 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'কী হয়েছে?'

'কার্লকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।'

'কী!'

মাথা ঝাঁকাল শিলা। অবদমিত আবেগে কাঁপছে ওর ঠোঁট, ছলছল করছে দুই চোখ।

টাপেন্স টের পেল, গুপ্তচর হিসেবে কার্ল আর শিলা সহকর্মী হোক বা না-হোক, ওরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসে।

বুকের ভিতরটা কেমন টনটন করে উঠল টাপেন্সের।

'আমি এখন কী করবো?' জিজ্ঞেস করল শিলা।

'মানে?' বলামাত্র বুঝতে পারল টাপেন্স, প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেছে।

'পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর কোনওদিন দেখা হবে না আমাদের।' বলে কিছুক্ষণ ফোঁপাল শিলা, তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'কী করবো আমি? কী করবো?' ওর হাঁটু দুটো যেন আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে গেল, বসে পড়ল সে, ভেঙে পড়ল কান্নায়।

মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে টাপেন্স। 'হয়তো...ওকে স্রেফ আটকে রাখার জন্য নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। আবার হতে পারে, থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবে। ...শিলা, একটা কথা কিন্তু অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। লোকটা জার্মান এবং ওর দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আমাদের দেশ।'

চোখের পানি মুছল শিলা। 'এখন ওর ঘর সার্চ করছে

পুলিশ।'

'এত ঘাবড়ানোর কী আছে? পুলিশ যদি ওর ঘরে কিছু না পায় তা হলে...'

'পুলিশ ওর ঘরে কিছুই পাবে না। ওর ঘরে সন্দেহজনক কিছুই নেই।'

'ওর ঘরে কী আছে না-আছে তা জানি না আমি। তুমি জানো?'

'আমি! আমি জানবো কীভাবে?'

শিলার দিকে তাকিয়ে আছে টাপেন্স। মেয়েটার চেহারায় যে-বিস্ময় দেখা যাচ্ছে তা নিখাদ বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে। বলল, 'লোকটা যদি নিরপরাধ হয় তা হলে...'

'তাতে কী যায়-আসে? ওর বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করাবেই পুলিশ। দেশের স্বার্থে যে-কোনওকিছু করতে পারে ইংরেজ পুলিশ। মা তা-ই বলে।'

'তোমার মা যা বলেন তা-ই কি ঠিক? তিনি কি কখনও কোনও ভুল কথা বলেননি? দেশের স্বার্থে যে-কোনওকিছু করতে পারে ইংরেজ পুলিশ—আমার মনে হয় না কথাটা ঠিক।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করলাম।'

'কিছু মনে কোরো না, দেখা যাচ্ছে তুমি খুব বিশ্বাসপ্রবণ। কার্লকে বিশ্বাস করে কোনও ভুল করোনি তো?'

'আপনিও কি ওর বিপক্ষে? অথচ...আমি ভেবেছিলাম আপনি পছন্দ করেন ওকে। সে-ও তা মনে করে।'

'শিলা, তোমার ভুলটা কোথায় হচ্ছে, জানো? আমি কাকে পছন্দ করি না-করি তার সঙ্গে বাস্তবে কী ঘটছে তা গুলিয়ে ফেলছ। বার বার ভুলে যাচ্ছ, জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আমাদের দেশ। আর যুদ্ধ করা মানেই হাতে রাইফেল নিয়ে রণাঙ্গনে যাওয়া না। যুদ্ধের পদ্ধতি অনেক বদলে গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জোগাড় করে তা জায়গামতো সরবরাহ করাও এখন যুদ্ধের পর্যায়ে পড়ে। এখন রণাঙ্গনে না-গিয়েও যুদ্ধ করা যায়।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন কার্ল একজন গুপ্তচর?'

'না, আমি তা বলছি না। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, পুলিশের হয়তো সে-রকম সন্দেহ হয়েছে।'

'অসম্ভব।'

'সেটা তোমার দৃষ্টিতে, এখানকার পুলিশের দৃষ্টিতে না।'

'অসম্ভব,' আবার বলল শিলা। 'কার্লকে চিনি আমি। ওর মনটা কেমন, জানি। সারা দুনিয়ায় একটা মাত্র বিষয়ের উপর ওর সমস্ত মনোযোগ—বিজ্ঞান। কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। এখানে কাজ করতে দেয়ার জন্য ইংল্যাণ্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ। তারপরও লোকে যখন ওকে জার্মান বলে গালি দেয়, তখন অপমানিত বোধ করে। নাৎসিদের ঘৃণা করে, বিশ্বাস করে যতদিন আছে ওরা ততদিন শান্তি আসবে না জার্মানিতে, শান্তি আসবে না পুরো পৃথিবীতে।'

'এসব লোকটার অভিনয়ও হতে পারে, শিলা।'

টাপেন্সের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল শিলা। 'তারমানে আপনি আসলেই মনে করেন কার্ল একজন গুপ্তচর।'

'না, আমি তা মনে করি না। তবে কার্ল যদি সত্যিই তা হয়, তা হলে আমি আশ্চর্য হবো না।'

উঠে দাঁড়াল শিলা, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভুল হয়েছে আমার। সাহায্য চাওয়ার জন্য আপনার কাছে এসেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি আসলে বিরক্ত করেছি আপনাকে। দুঃখিত।'

'সাহায্য! আমি কী সাহায্য করতে পারবো তোমাকে?'

'আপনার পরিচিত অনেক লোক আছে। আপনার এক ছেলে আছে সেনাবাহিনীতে, আরেকজন নৌবাহিনীতে। কয়েকবার আপনাকে বলতে শুনেছি, প্রভাবশালী লোকজনের সঙ্গে খাতির আছে আপনার। ভেবেছিলাম, তাঁদের কাছে যাবেন আপনি, কার্লের ব্যাপারে কিছু করবেন।'

'এই সময়ে তাঁদের কাছে যাওয়া সম্ভব না। আর গেলেও তাঁরা কিছু করতে পারবেন কি না সন্দেহ।'

'তারমানে সব আশা শেষ!' যেন হাহাকার করে উঠল শিলা। 'পুলিশ নিয়ে যাবে কার্লকে, প্রথমে কয়েকদিন বন্দি করে রাখবে। তারপর একদিন, খুব ভোরে, ওকে বের করবে জেলখানা থেকে, নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে একটা দেয়ালের সামনে। তারপর গুলি করে মারবে ওকে।'

সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দাড় করে নেমে গেল শিলা।

পিয়ারের এককোনায় বসে থাকা জেলে লোকটা ছিপ ফেললেন পানিতে, ছিপটা এদিকওদিক দুলিয়ে পছন্দমতো জায়গায় নেয়ার চেষ্টা করছেন ফাতনা।

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা টমি বলল, 'কার্ল ভন ডেইনিমের জন্য খারাপ লাগছে আমার।'

'কিছু করার নেই। শত্রুর দেশে ভোঁদড় আর ইঁদুরদের পাঠায় না কেউ। আমরা জানি, শত্রুর দেশে সবসময় পাঠানো হয় সাহসী মানুষদের। যা-হোক, কেস মোটামুটি শেষ, সবকিছু প্রমাণিত হয়ে গেছে।'

'আপনি বলতে চান, কোথাও কোনও সন্দেহ নেই?'

'না, কোথাও কোনও সন্দেহ নেই। কার্লের রাসায়নিক ফর্মুলা ঘেঁটে পাওয়া গেছে কয়েকজন মানুষের নামের একটা লিস্ট। ওদের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল লোকটার, ওদেরকে ফ্যাসিবাদী

আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল। শুধু তা-ই না। এমন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে সে, যা, যদি সার উৎপাদনের সময় ব্যবহার করা হয় এবং সেই সার যদি জমিতে দেয়া হয়, তা হলে একরের পর একর খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যাবে।'

'ওকে ফাঁসানো হয়নি তো?'

হাসলেন মিস্টার গ্র্যান্ট। 'না, হয়নি। কারণ ভালোমতো পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছি আমরা। জানতে পেরেছি, একজাতের গোপন কালি সরবরাহ করা হতো ওর কাছে। গুপ্তচরদের ওয়েইস্টকোটের বোতামে অনেক কিছু থাকে। কিন্তু কার্লের সব ভেল্কিবাজি লুকানো ছিল ওর জুতোর ফিতায়। যখনই দরকার হতো, ফিতা খুলে পানিতে ডোবাত সে। জানা না থাকলে ওকে সন্দেহ করার কোনও উপায়ই নেই!'

ফিতা খুলে পানিতে ডোবানোর কথাটা কেন যেন গেঁথে থাকল টমির মাথায়। পরে যখন দেখা হলো টাপেন্সের সঙ্গে, কথাটা বলল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে টাপেন্স বলল, 'জুতার ফিতা! এবার বুঝতে পেরেছি!'

'কী?'

'কেন কিডন্যাপ করা হয়েছিল বেটিকে, বুঝে গেছি। আমার জুতা থেকে ফিতা খুলে পানিতে ডুবিয়েছিল মেয়েটা। তখন ভেবেছিলাম, ওর মনে যা এসেছে তা-ই করছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কাজটা আসলে করতে দেখেছিল কার্লকে, পরে সুযোগ পেয়ে অনুসরণ করেছিল লোকটাকে। খুব সম্ভব কথাটা জেনে গিয়েছিল কার্ল, যেভাবেই হোক। তাই নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে ভ্যাণ্ডা পোলোস্কাকে দিয়ে কিডন্যাপ করায় বেটিকে।'

'একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল তা হলে।'

'সবকিছু যখন খাপে খাপে মিলতে শুরু করে তখন ভালোই লাগে।'

'তারপরও কাজ চালিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। কারণ কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স।

টমি বলল, 'ফিফথ্ কলাম যদি কোনও শেকল হয়, তা হলে আমার মতে, কার্ল ভন ডেইনিম সেটার একটা আংটা মাত্র। আর মিসেস পেরেন্না সেটার উৎসমুখ।'

'কার্লকে পাকড়াও করা গেছে সহজেই, কিন্তু মিসেস পেরেন্নাকে মুঠোর ভিতরে আনাটা অত সহজ হবে না। মহিলা গভীর জলের মাছ। ...কী মনে হয় তোমার—তিনিই "এম"?'

'শিলাকে যদি বাদ দিই, তা হলে তোমার প্রশ্নের জবাব হ্যাঁ।'

'মেয়েটাকে বাদ দিতে পারো। কার্ল গ্রেপ্তার হওয়ার সময় যে-প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে সে, তারপর তার উপর আর সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টমি। 'মেয়েটার কপাল খারাপ। একমাত্র আপনজন বলতে আছে ওর মা, আমরা সন্দেহ করছি ভদ্রমহিলাকে। এক জার্মানকে, কপালদোষে, ভালোবাসল সে; তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিশ।'

'এ-ব্যাপারে আমাদের কী করার আছে, বলো?'

'আমাদের যা করার আছে তা হলো, সম্পূর্ণ নিশ্চিত না-হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না-নেয়া। "এম" অথবা "এন" যদি অন্য কেউ হয়, তা হলে বাড়াবাড়ি রকমের অবিচার হয়ে যাবে শিলার উপর।'

'কী ব্যাপার?' টাপেন্সের কণ্ঠে কিছুটা হলেও সন্দেহ। 'শিলার প্রতি তোমার মন একটু বেশিই নরম বলে মনে হচ্ছে?'

'মোটেও না। আমি যা বলেছি, ন্যায়বিচারের খাতিরেই বলেছি।'

'আজ বিকেলে অ্যালবার্টের আসার কথা। ওকে মিসেস

পেরেন্নার পেছনে যত-জলদি-সম্ভব লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছা আছে আমার।'

'ভালো। মিসেস পেরেন্নাকে নিয়ে কেউ যদি ব্যস্ত থাকতে পারে, তা হলে আমিও অন্য কিছুতে মনোযোগ দিতে পারি।'

'কী সেটা?'

'গল্ফ।'

নয়

'সেই আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার, ম্যাডাম,' খুশি খুশি কণ্ঠে বলল অ্যালবার্ট।

লোকটা মাঝবয়সী, চর্বি জমতে শুরু করেছে শরীরের জায়গায় জায়গায়। কিন্তু তারপরও কিশোরসুলভ চপলতা বিদায় নেয়নি ওর মন থেকে। আজ থেকে অনেক বছর আগে টমি-টাপেন্সের সঙ্গে নিয়মিত যোগ দিত সে বিভিন্ন রোমহর্ষক মিশনে, সেসব দিনের কথা ভেবে রোমাঞ্চিত বোধ করছে।

'তোমার বউবাচ্চা কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল টাপেন্স।

'ভালো।'

'তোমাকে এখানে ডেকে এনে ঝামেলায় ফেললাম না তো?'

'মোটেও না, ম্যাডাম। শুধু বলে দিন কীভাবে ওদের চাকা পাঙ্কচার করে দিয়ে ওদের যাত্রা ব্যাহত করতে হবে, দেখবেন ঠিক ঠিক করে ফেলবো কাজটা। আপনাকে এবং ক্যাপ্টেন বেরেসফোর্ডকে সাহার্য্য করার জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত।'

'খুব ভালো। ...কী করতে হবে তোমাকে, বুঝিয়ে বলছি।'

'মেজর ব্লেচলিকে কতদিন ধরে চেনেন আপনি?' জিজ্ঞেস করে "টী", মানে গল্ফ খেলায় উঁচু যে-জায়গা থেকে বলটাকে গর্তের দিকে ঠেলে দেয়া হয়, সেখান থেকে নামল টমি। ওর বলটা গর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে খুশি লাগছে ওর।

কাঁধে ক্লাব তুললেন কমাণ্ডার হেইডক। 'ব্লেচলি? দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখি। ...উঁ...নয় মাস হবে সম্ভবত। গত শরতে এখানে এসেছেন তিনি।'

'আপনার বন্ধুর বন্ধু, তা-ই বলেছিলেন না তাঁর ব্যাপারে?'

'বলেছিলাম নাকি?' হেইডককে দেখে মনে হচ্ছে আশ্চর্য হয়ে গেছেন। 'না, মনে হয় না সে-রকম কিছু বলেছিলাম। আমার মনে হয় এখানে এই ক্লাবে মেজরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার।'

'তিনি একজন রহস্যমানব, না?'

এবার আসলেই বিস্মিত হলেন কমাণ্ডার। 'রহস্যমানব? ব্লেচলি?' তাঁর কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'ব্লেচলিকে কেন রহস্যমানব বলে মনে হচ্ছে আপনার? ওর মধ্যে রহস্যের কী দেখলেন? আমি বরং বলবো লোকটা গতানুগতিক—সেনাবাহিনীর লোকরা যে-রকম হয় সাধারণত।'

'কে যেন বলল আমাকে...' বাকি কথা না-বলে খেলায় মনোযোগ দিল টমি।

'তিনটা খেলেছি, আরও দুটো বাকি আছে,' সন্তুষ্টি টের পাওয়া যাচ্ছে কমাণ্ডারের কণ্ঠে, কারণ এই "হোল" জিতেছেন তিনি। 'ঠিক কী রহস্যের কথা বোঝাতে চেয়েছেন আপনি, বলুন তো?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল টমি। 'কেউই মেজর ব্লেচলির

ব্যাপারে বেশি কিছু জানে না।'

'রাগবিশায়ারে ছিলেন তিনি একসময়।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'না। ...মিডোস, কী হয়েছে আসলে, বলুন তো? কোনও সমস্যা?'

'না, না,' বলেই চুপ হয়ে গেল টমি।

খরগোস ছেড়ে দিয়েছে সে, এবার কমাণ্ডারের মন শিকারী কুকুর হয়ে পিছু ধাওয়া করবে ওটার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হেইডক বললেন, 'আপনি বলায় খেয়াল হলো, মেজর ব্লেচলি লিয়াহ্যাম্পটনে আসার আগে তাঁকে কেউ চিনত—আমার পরিচিত সে-রকম কেউ নেই এখানে আসলে। আশ্চর্য, তাঁর পরিচিতও কেউ ছিল না এখানে। সন সুসিতে ওঠার পর সবার সঙ্গে আস্তে আস্তে সখ্য গড়ে তুলেছেন তিনি। ...ব্যাপার কী, বলুন তো?'

'কোনও ব্যাপার না,' এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল টমি।

'আপনি আমাকে বলতে দ্বিধা করছেন, মিডোস? মনে রাখবেন, এই শহরে যত রকমের গুজব ছড়ায়, তার সব আমার কানে আসে। শুধু তা-ই না, সব রকমের মানুষের যাতায়াত আছে আমার বাড়িতে। ...মেজরের ব্যাপারে কী বলতে চাইছেন, খোলাসা করে বলুন এবার।'

'আসলে...খোলাসা করে বলার মতো কিছু নেই।'

'বাজে কথা বলবেন না, মিডোস, আমি কচি খোকা না। মেজরের নামে কী বলাবলি করছে লোকে? তিনি একজন নতুন হান? যদি বলে থাকে, তা হলে ফালতু বকছে ওরা। মেজর আমার-আপনার মতোই একজন ইংরেজ।'

'জানি।'

'শুধু তা-ই না,' আগের কথার সঙ্গে মিল রেখে বলে চললেন

হেইডক, 'এখন আমাদের দেশে বিদেশি যারা আছে তাদের সবাইকে নজরবন্দি করার পক্ষে তিনি। মনে করে দেখুন, কার্লকে দেখলে অথবা ওই ছোকরার কথা শুনলে কতটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। ও...কার্লের কথা যখন চলে এল তখন বলেই ফেলি...চীফ কন্সটেবলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। তিনি বলেছেন, কার্লের বিরুদ্ধে নাকি এমন সব প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, হারামজাদাটাকে কম করে হলেও বারো বার ফাঁসিতে ঝোলানো যাবে। সে নাকি আমাদের পুরো দেশের পানি-সরবরাহ ব্যবস্থায় বিষ ঢালার পরিকল্পনা করছিল। শুধু তা-ই না, নতুন একজাতের গ্যাস নিয়েও কাজ করছিল; জায়গামতো যদি নিক্ষেপ করা যায় ওই গ্যাসবম, তা হলে শহরের পর শহর জনমানবহীন হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে, কারণ মারা পড়বে সবাই। ...আমি আসলে একজন মাত্র হানকে তাড়াতে পেরেছিলাম, কিন্তু ওর চ্যালাচামুণ্ডারা যে শেকড় গেড়ে বসবে লিয়াহ্যাম্পটনে, ভাবতেও পারিনি।'

আবারও কিছুক্ষণ খেলা চলল। গুপ্তচর, কার্ল, হান, মেজর ব্লেচলি—এসব আলোচনা থেকে দূরে থাকলেন হেইডক, টমিও সেধে কিছু বলল না। এমনভাবে খেলছে সে যাতে প্রতিবার কমাণ্ডারই জেতেন। ফলে তাঁর মন খুশি থাকবে, আর সেক্ষেত্রে তাঁর মুখে লাগাম থাকার সম্ভাবনা থাকবে কম।

খেলা শেষ হলো।

হেইডক বললেন, 'মেজরের ব্যাপারে মজার একটা গল্প জানা আছে আমার...' কথা শেষ করতে পারলেন না, কারণ তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন দু'জন ভদ্রলোক। কাছে এসে গল্প জুড়ে দিলেন তাঁরা, মেজরকে নিয়ে সেই মজার গল্পটা আর শোনা হলো না টমির।

তাঁরা চারজনে ফিরে এলেন ক্লাবহাউসে, একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করলেন। হাতঘড়ি দেখলেন কমাণ্ডার, জানিয়ে দিলেন ফেরার

সময় হয়েছে তাঁর। টমিকে সাপার করে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি।

রাজি হয়ে গেল টমি।

খাওয়ার সময় স্মাগলার্স রেস্টের একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্য লাগল টমির। ওয়েইটারের দায়িত্ব পালন করছে একজন মাঝবয়সী পুরুষভৃত্য, যার কথাবার্তা আচার-ব্যবহার পেশাদার ওয়েইটারদের মতো। লণ্ডনের রেস্টুরেন্টগুলোর বাইরে এ-রকম দেখা যায় না সচরাচর।

লোকটা ঘরের বাইরে চলে যাওয়ার পর টমি বলল, 'নাম কী আপনার এই ওয়েইটারের?'

'অ্যাপলডোর। কপালগুণে পেয়েছি ওকে।'

'কীভাবে?'

'পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম, ওটা দেখে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল সে। ওর রেফারেন্স দেখে আমি তখন এককথায় চমৎকৃত। অন্য আরও অনেকে এসেছিল, ওর চেয়ে অনেক কম বেতন চেয়েছিল কেউ কেউ। কিন্তু তাদের কাউকে চাকরি না দিয়ে অ্যাপলডোরকেই রেখে দিয়েছি। ওর মতো লোক পাওয়া যায় না সবসময়।'

হাসল টমি। 'অন্যান্য অনেক ক্ষতির পাশাপাশি আমাদের আরও একটা বড় ক্ষতি করেছে এই বিশ্বযুদ্ধ, জানেন কি না জানি না।'

'কী সেটা?'

'ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে মজার মজার খাবার মিস্ করছি আমরা।'

'কীভাবে?'

'বাবুর্চিদের বেশিরভাগই ছিল বিদেশি।'

হেসে ফেললেন হেইডকও। টমির কাপে কফি ঢেলে দিলেন

তিনি, তারপর নিজের কাপটা টেনে নিলেন। আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছেন।

টমি বলল, 'মেজরের সেই গল্পটা কি বলা যাবে এখন?'

কফির কাপ নামিয়ে রাখলেন হেইডক। মুখ খুলতে যাবেন, এমন সময় খোলা জানালা দিয়ে দূরের সাগরে কিছু একটা নজরে পড়ল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে নিচু গলায় বলে উঠলেন, 'হ্যালো, হ্যালো, ওটা কী? ...দেখেছেন নাকি, মিডোস? অদ্ভুত একটা আলো চমকাচ্ছে সাগরের বুকে। ...আমার টেলিস্কোপটা কোথায়?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টমি। মেজরের সেই মজার গল্পটা যতবার শুনতে চাইছে সে, ততবারই কোনও-না-কোনও বাধা আসছে।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন কমাণ্ডার, কিছুক্ষণ পর হাতে একটা টেলিস্কোপ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। জানালার কাছে গেলেন, টেলিস্কোপটা চোখে লাগিয়ে দেখছেন দূরের সাগর। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পর হতাশ হয়ে ফিরে এসে বসে পড়লেন টমির মুখোমুখি। কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে বুঝলেন, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওটা। বিরক্তি দেখা দিল তাঁর চোখেমুখে। গলা চড়িয়ে ডাকলেন অ্যাপলডোরকে, এঁটো থালাবাসন সরিয়ে টেবিল পরিষ্কার করতে বললেন।

ক্রেম ডে-ম্যান্থ (crême de menthe), মানে পুদিনাপাতার রসের মতো স্বাদবিশিষ্ট একজাতের মিষ্টি মদের বোতল সরিয়ে নেয়ার সময় ঘটল দুর্ঘটনা।

অসতর্ক অ্যাপলডোরের হাতের ধাক্কা লেগে নড়ে উঠল বোতলটা, ছলকে উঠল ভিতরের পানীয়, বেশ কিছুটা মদ পড়ল টমির শার্টের হাতায় আর হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে তোতলাতে শুরু করল অ্যাপলডোর, 'স...সরি, স্যা...স্যর।'

রাগে যেন বিস্ফোরিত হলেন হেইডক। 'আনাড়ি বোকা

কোথাকার! কী করলে এটা?' তাঁর চেহারা এমনিতেই লালচে, রাগে পুরো লাল হয়ে গেছে সেটা এখন।

সমানে গালমন্দ করছেন তিনি।

ওদিকে সমানে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে অ্যাপলডোর।

অপ্রস্তুত বোধ করছে টমি—যতটা না নিজের জন্য, তারচেয়ে বেশি অ্যাপলডোরের জন্য। কিন্তু হঠাৎ করেই বদলে গেল পরিস্থিতি। যেভাবে আচমকাই রেগে গিয়েছিলেন কমাণ্ডার, সেভাবেই শান্ত হয়ে গেলেন তিনি। স্বভাবসুলভ অকপট আন্তরিকতা ফিরে এল তাঁর চেহারায়।

'আসুন, একটু পরিষ্কার হয়ে নিন,' টমিকে বললেন তিনি, উঠে দাঁড়ালেন। 'খেয়াল রাখবেন, অ্যাপলডোর বোধহয় মেঝেও নোংরা করে ফেলেছে।'

টমিকে পথ দেখিয়ে বাথরুমে নিয়ে গেলেন তিনি।

বাথরুমটা বেশ ব্যয়বহুল। এখানে-সেখানে অনেক গ্যাজেট। হাত আর শার্টের হাতা সময় নিয়ে সাবধানে ধুয়ে ফেলল টমি।

'যা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত, মিডোস,' বাথরুম-সংলগ্ন বেডরুম থেকে বললেন হেইডক।

'না, না, দুঃখিত হওয়ার কী আছে?' ওয়াশবেসিনের কাঁছ থেকে সরে যাচ্ছে টমি। 'দুর্ঘটনার উপর হাত নেই কারও।'

কথাটা প্রমাণ করতেই যেন আবার ঘটল আরেকটা দুর্ঘটনা।

কখন যেন, নিজেও খেয়াল করেনি টমি, সাবানের একটা টুকরো ওর হাত ফস্কে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। সরে যেতে গিয়ে ওটার উপর পা পড়ল ওর। বাথরুমের মেঝেতে ব্যবহার করা হয়েছে পলিশ-করা চকচকে লিনোলিয়াম, সাবান আর ওই পিচ্ছিল প্রলেপের কারণে যা হওয়ার ছিল তা-ই হলো।

হঠাৎ করেই টের পেল টমি, ব্যালে ড্যান্সারদের মতো নাচতে শুরু করেছে সে, কিন্তু ভঙ্গিটা হয়ে গেছে ক্ষ্যাপাটে। পিছলে গিয়ে

বাথরুমের এককোনা থেকে চলে এল আরেককোনায়। তাল সামলানোর জন্য দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সে, আঁকড়ে ধরতে চাইছে যে-কোনওকিছু।

ওর ডান হাতটা গিয়ে পড়ল বাথটাবের ডান দিকের কলের উপর, আর বাঁ হাতটা যেন থাবা চালাল ছোট্ট বাথরুম কেবিনেটের এক কোনায়। পিঠ আর কোমরের একটা অংশ জোরে বাড়ি খেল বাথটাবের সঙ্গে।

হুক থেকে খুলে মেঝেতে পড়ে গেল ছোট্ট কেবিনেটটা, ভেঙে চুরমার হলো ওটার কাচ। দেয়াল থেকে খুলে গিয়ে একদিকে সরে গেল বাথটাব, নড়ে উঠল আশ্চর্য-কোনও-কায়দায় বানানো একটা আবর্তনকীলক। আলীবাবার গুহার দরজার মতো কিছু একটা সরে গেল একদিকের দেয়াল থেকে, বেরিয়ে পড়ল আবছা-অন্ধকারে-ঢাকা ছোট একটা কুলুঙ্গি।

প্রচণ্ড ব্যথায় অসাড় হয়ে যাওয়ার কথা টমির, কিন্তু ব্যথা টেরই পাচ্ছে না সে! বরং যারপরনাই তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে আছে ওই কুলুঙ্গির দিকে।

ভিতরে দেখা যাচ্ছে ট্রান্সমিটিং ওয়্যারলেস যন্ত্রপাতি।

কমাণ্ডারের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না আর। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল টমি। বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন টমির দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে অনেককিছু খেলে গেল টমির মাথায়।

তারমানে কমাণ্ডার নিজেই একজন গুপ্তচর? হাসিখুশি, আমুদে, রক্তিমাভ ওই চেহারা আসলে একটা মুখোশ? অকপট আর সদয় একজন ইংরেজের যে-ভূমিকা পালন করছেন তিনি, তা আসলে অভিনয়?

সবকিছু যেন খাপে খাপে মিলতে শুরু করেছে!

যেন কোনও জাদুকর ভেল্কিবাজি দেখিয়েছে, আর তার ফলে

দর্শকের সামনে থেকে সরে গেছে রহস্যময়তার পর্দা।

ধোঁকার উপর ধোঁকা!

জার্মানরা লিয়াহ্যাম্পটনে প্রথমে পাঠিয়েছে হানকে, ওকে দিয়ে নিজেদের কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে এই কটেজ। সে-কাজে বিদেশি শ্রমিকদের নিয়োগ দিয়েছিল হান, আসলে নিজের উপর আকর্ষণ করেছিল অন্যদের দৃষ্টি। তারপর, বিশ্বাসঘাতক ব্রিটিশ কমাণ্ডার হেইডককে দিয়ে ছোট একটা নাটক করিয়েছে—এখান থেকে নিজে বিতাড়িত হয়ে এই জায়গায় দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গেছে ওই লোকের কাছে। নিলামে-ওঠা বাড়ি কিনে নেয়ার নাম করে এতদিন আসলে নিরালায় নিভৃতে গুপ্তচরগিরি চালিয়ে গেছে হেইডক। ওর কটেজের নিচে আছে গোপন খাঁড়ি, অনতিদূরে আছে প্রশস্ত সৈকত আর উন্মুক্ত সাগর, আর হাতের নাগালেই আছে সন সুসি।

তারমানে...কমাণ্ডার হেইডকই সেই "এন"?

টমি চেষ্টা করল যাতে ওর চেহারায় ফুটে ওঠে নিখাদ বিস্ময়, কিন্তু তার বদলে সন্দেহের গাঢ় ছাপ পড়ল সেখানে।

এবং সেটা দৃষ্টি এড়াল না কমাণ্ডার হেইডকের।

কিন্তু নিজেকে সামলে নিতেও সময় লাগল না টমির। বুঝতে পারছে, বেঁচে থাকতে হলে মাথামোটা লোকের অভিনয় চালিয়ে যেতে হবে ওকে।

পিঠ আর কোমরের ব্যথা এতক্ষণে টের পাচ্ছে সে, কিন্তু তা ভুলে গিয়ে হাসার চেষ্টা করল। বলল, 'আপনার বাড়িতে যতবার আসছি, উত্তরোত্তর আশ্চর্য হচ্ছি।' আঙুলের ইশারায় দেখাল গোপন ওই কুলুঙ্গিটা। 'ওটা নিশ্চয়ই হানের অন্য কোনও গ্যাজেট? আগেরদিন ওটা দেখাননি আপনি আমাকে।'

বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হেইডক। একচুল নড়ছেন না তিনি, কিন্তু চেপে রাখতে পারছেন না চোখমুখের উত্তেজনা।

বিশাল শরীর নিয়ে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছেন, কারও পক্ষে এখন বাথরুমে ঢোকা অথবা সেখান থেকে বের হওয়া সম্ভব না।

হাতাহাতি লড়াই শুরু হলে লোকটার সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন হবে, ভাবল টমি। তা ছাড়া অ্যাপলডোর আছে...মনিব যা করতে বলবে তা-ই করবে সে নিশ্চয়ই?

আরও কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন হেইডক, তারপর হঠাৎ শিথিল হলো তাঁর শরীরটা। হেসে ফেললেন তিনি। 'আপনি ঠিক আছেন তো, মিডোস? কিছু মনে করবেন না, তখন দেখে খুব মজা লাগল—ব্যালে ড্যান্সারদের মতো হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গিয়ে পড়ছেন বাথটাবের উপর। এক হাজারবার চেষ্টা করলেও ওভাবে পড়তে পারতাম কি না সন্দেহ। নিন, উঠে পড়ুন এবার, ঘরে আসুন। ...সাহায্য করতে লাগবে, নাকি একাই পারবেন?'

মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল টমি উঠতে পারবে সে। দাঁতে দাঁত চেপে কাজটা করতে হলো ওকে, কারণ পিঠের ব্যথাটা ভোগাতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। হেইডকের পিছু পিছু বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। টান টান হয়ে আছে ওর শরীরের প্রতিটা পেশী, কমাণ্ডারের পক্ষ থেকে যে-কোনও মুহূর্তে হামলার আশঙ্কা করছে।

অভিশপ্ত এই কটেজ থেকে নিরাপদে বের হতেই হবে টমিকে, যোগাযোগ করতে হবে মিস্টার গ্র্যান্টের সঙ্গে।

সে কি হেইডককে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়েছে?

কমাণ্ডারকে দেখে অথবা তাঁর কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে না, টমিকে শায়েস্তা করার কোনও পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর মাথায়। টমি ব্যথা পেয়েছে বুঝতে পেরে ওর কাঁধে নিজের বিশাল একটা হাত রেখেছেন তিনি, মেষপালক যেভাবে ভেড়া খেদিয়ে নিয়ে যায় সেভাবে টমিকে নিয়ে যাচ্ছেন সিটিংরুমের দিকে।

ওই ঘরে ঢুকে ঘুরলেন তিনি, বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

টমিকে নিয়ে গিয়ে বসালেন একটা সোফায়, নিজেও বসলেন পাশে। বললেন, 'কয়েকটা কথা বলার আছে আপনাকে।'

কণ্ঠটা বন্ধুত্বপূর্ণ, স্বাভাবিক। তবে কিছুটা অস্বস্তির ছোঁয়া বোধহয় আছে। কমাণ্ডার খুব সম্ভব লজ্জা বা দ্বিধায় ভুগছেন।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত,' বলছেন হেইডক, 'আসলেই অদ্ভুত। আপনাকে বিশ্বাস করে বলছি, মিডোস, দয়া করে কাউকে কিচ্ছু বলবেন না। যা শুনবেন, তা শুনে ভুলে যাবেন, আর যদি তা না পারেন তা হলে বেমালুম চেপে রাখবেন নিজের ভিতরে। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল টমি, তীব্র কৌতূহলের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল চেহারায়।

আরেকটু কাছে ঘেঁষে এলেন হেইডক। 'কেউ জানে না, কিন্তু আমি আসলে একটা গুপ্তচর সংস্থার হয়ে কাজ করছি।'

ভিতরে ভিতরে একটা চমক অনুভব করল টমি। কিন্তু চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সে, আরও কৌতূহল ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল সেখানে।

'আমি যে-সংস্থার হয়ে কাজ করি সেটার নাম শুনেছেন কি না জানি না। "ইন্টেলিজেন্স এম.আই. ফরটি টু বি.এক্স."। ...শুনেছেন নামটা?'

মাথা নাড়ল টমি।

'স্বাভাবিক। কারণ সংস্থাটা খুবই গোপন। সরকারের খুবই প্রভাবশালী কয়েকজন সংসদসদস্য আর দু'-একজন নামকরা মন্ত্রী ছাড়া আমাদের ব্যাপারে জানে না কেউই। যা-হোক, আমি হচ্ছি আমাদের ডিপার্টমেন্টের এই অঞ্চলের এজেন্ট। এখান থেকে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য জোগাড় করে সেগুলো জায়গামতো পাঠানোই আমার কাজ। সেগুলো যদি কোনওভাবে ফাঁস হয়ে যায়, তা হলে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যাবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' সুবোধ বালকের মতো মাথা নাড়ানোর চেষ্টা করছে টমি। 'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, মিস্টার হেইডক। কাউকে কিচ্ছু বলবো না আমি।'

'না বললেই ভালো করবেন। কারণ আমার কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরো ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।'

'তা আর বুঝতে বাকি নেই আমার। আপনার কাজ নিশ্চয়ই খুবই রোমাঞ্চকর? হবেই তো...গুরুত্বপূর্ণ খবর জোগাড় করা, তারপর সেগুলো জায়গামতো পাঠানো...ইস্‌স্‌! আপনার কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে খুব ইচ্ছা করছে, কিন্তু আপনাকে নিশ্চয়ই কোনও প্রশ্ন করা যাবে না সে-ব্যাপারে, তা-ই না?'

মাথা ঝাঁকালেন কমাণ্ডার। 'প্রশ্ন করলেও জবাব দেবো না, দিতে পারবো না আসলে। আবারও বলছি, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।'

'ও, হ্যাঁ, সরি। আসলে...তখন...বাথরুমে ওভাবে যদি পা পিছলে পড়ে না-যেতাম তা হলে...। কিছু মনে করবেন না, আমি আসলে কৌতূহল সামলাতে পারছি না কিছুতেই। আপনার কাজটা নিশ্চয়ই খুবই বিপজ্জনক?'

বিরক্তির ছাপ পড়ল কমাণ্ডারের চেহারায়। মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'ইংল্যাণ্ডের প্রয়োজনেই নিশ্চয়ই বেশ কয়েকবার জার্মানিতে যেতে হয়েছে আপনাকে?'

মেঘে-ঢাকা আকাশের মতো কালো হয়ে গেল হেইডকের চেহারা। আবারও মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

টমির চোখের সামনে থেকে ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে কমাণ্ডার হেইডকের ব্রিটিশ নাবিকের চেহারাটা। চোখের সামনে এখন আর কোনও প্রুশান-অফিসারকে দেখতে পাচ্ছে না সে। বরং দেখতে পাচ্ছে একজন জার্মান এজেন্টকে। বছরের পর বছর

ধরে চেষ্টা করার ফলে ইংরেজদের মতো চালচলন আর আচারব্যবহার শিখে নিয়েছে যে। যে-লোক ইংরেজি ভাষাটা ইংরেজদের মতোই নিখুঁতভাবে বলতে পারে, উচ্চারণ শুনলে তাকে বিদেশী ভাববে না কেউই। কেউই কখনও জানতে চাইবে না, ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে কবে কোথায় কমাণ্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিল ওই লোক।

অথবা যে-লোক একজন ইংরেজ হয়েও বিশ্বাসঘাতক।

উঠে দাঁড়াল টমি, অস্বস্তিকর এক অনুভূতি হচ্ছে ওর। 'আমি তা হলে এবার যাই। দেরি হয়ে গেছে অনেক। বাথরুমের ঘটনাটার জন্য আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি আপনার কাছে। আর নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, যা জানতে পারলাম তা কখনও ফাঁস করবো না।'

কথাগুলো বলল ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে ভাবছে, শয়তান লোকটা কি যেতে দেবে আমাকে? মনে হয় না। হঠাৎ যদি একটা পাঞ্চ হাঁকাই ওর চোয়ালে তা হলে হয়তো...

হলে বেরিয়ে এসেছে টমি। সদর-দরজাটা খুলল...

চোখের কোনা দিয়ে রান্নাঘরের আধখোলা দরজা দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল এমন সময়। অ্যাপলডোর—রান্নাঘরে কী যেন করছে।

পোর্চে বেরিয়ে এল টমি। ওর সঙ্গেই আছেন হেইডক। কথা বলছেন দু'জনে। পরের শনিবারে আরেকটা গল্ফ ম্যাচের প্রস্তাব দিলেন হেইডক।

আর কোনওদিন কোনও গল্ফ ম্যাচ খেলতে পারবে না তুমি, শয়তান, মনে মনে বলল টমি। পরের শনিবার কখনোই আসবে না তোমার জীবনে।

রাস্তা দিয়ে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে কারা যেন, কথোপকথনের আওয়াজ আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল টমি।

দু'জন লোক। দু'জনের সঙ্গেই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে ওর। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে হাতছানি দিয়ে ওদেরকে ডাকল সে। কাছে এল লোক দুটো। ওদের সঙ্গে টুকটাক কথা বললেন হেইডক, টমিও একটা-দুটো কথা বলল। তারপর হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় নিল কমাণ্ডারের কাছ থেকে, ওই দু'জন লোকের সঙ্গে নেমে এল রাস্তায়। হাঁটতে শুরু করল।

ভাবছে, বড় বাঁচা বেঁচে গেছে আজ।

বাড়িতে ঢুকে পড়ে সশব্দে দরজা লাগিয়ে দিলেন হেইডক, শুনতে পেল টমি। নতুন দুই বন্ধুর সঙ্গে পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

বাতাস কেমন ভেজা ভেজা, আবহাওয়া বদল হতে চলেছে সম্ভবত।

সন সুসির কাছে একসময় পৌঁছে গেল টমি। হাত নেড়ে "দুই বন্ধুকে" বিদায় জানাল সে। মনের খুশিতে মৃদু শিস বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভওয়ে ধরে।

সামনে একটা রডোডেনড্রনের ঝোপ। ওটার আশপাশে যেন জমাট বেঁধে আছে অন্ধকার। ঝোপটাকে পাশ কাটাতে যাবে টমি, এমন সময় প্রচণ্ড ভারী কিছু একটা যেন আছড়ে পড়ল ওর মাথায়।

চিৎকার করে উঠতে চাইল টমি, কিন্তু কোনও আওয়াজ বের হলো না ওর মুখ দিয়ে। সামনের দিকে ঝুঁকে মাটিতে পড়ে গেল সে।

অচৈতন্যের একটা কালো পর্দা নেমে এল ওর চোখের সামনে।

দশ

'কী বললেন, মিসেস ব্লেনকেনসপ? থ্রি স্পেড্‌স্?'

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স।

'আমি কী বলেছিলাম?' জানতে চাইলেন মিস্ মিণ্টন। 'টু ক্লাব্‌স্? আপনারা নিশ্চিত? আমার মনে হয় ওয়ান নো ট্রাম্প ডাকলে ভালো হতো আসলে। মিসেস কেইলি কী যেন ডেকেছেন...ওয়ান হার্ট্‌স্? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আর সেজন্যই হাতে তেমন কার্ড না থাকার পরও টু ক্লাব্‌স্ ডাকতে হলো আমাকে।'

'থ্রি স্পেড্‌স্?' বলল মিসেস স্প্রট। 'পাস্।'

চুপ করে আছেন মিসেস কেইলি। বুঝতে পারছেন, বাকিরা তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে, তিনি কী কল্ করেন তা শুনতে চাইছেন।

'কিছু মনে করবেন না,' কল্ না-দিয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'আমি দুঃখিত। আসলে...আমার মনে হয় আমাকে দরকার মিস্টার কেইলির।' অন্য "কার্ড প্লেয়ারদের" চেহারার দিকে একে একে তাকালেন তিনি। 'টেরেসে আছেন তিনি, মনে হয় হাত থেকে বই পড়ে গেছে, তুলে দেয়ার জন্য ডাকছেন আমাকে।'

'তাঁর হাত থেকে বই পড়ে গেছে জানলেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল টাপেন্স।

'ও-রকম একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছি,' হাতের কার্ডগুলো

নামিয়ে রেখে ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মিসেস কেইলি।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল টাপেন্সের, দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। নিচু গলায় বলল, 'নিজের কোমরে একটা দড়ি বেঁধে রাখলে ভালো করতেন মিসেস কেইলি। দড়ির অন্যপ্রান্তটা থাকত মিস্টার কেইলির হাতে। ভদ্রলোক যদি সেটা ধরে টান দিতেন, মিসেস কেইলি বুঝতে পারতেন তাঁকে ডাকা হচ্ছে।'

'একেই বোধহয় বলে পতিপরায়ণা,' বললেন মিস মিল্টন। 'দেখতে ভালোই লাগে, না?'

বাকিদের কেউ কোনও মন্তব্য করলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সবাই।

একসময় মিস মিল্টন বললেন, 'শিলা কোথায়? ওকে দেখতে পাচ্ছি না যে?'

'সিনেমা দেখতে গেছে,' বলল মিসেস স্প্রট।

'আর মিসেস পেরেন্না?' জিজ্ঞেস করল টাপেন্স।

'কী নাকি হিসাবকিতাব পরীক্ষা করার আছে,' বললেন মিস মিল্টন। 'তাই খাতাপত্র নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছেন। ...এই খাতাপত্র দেখার কাজ যে কী বিরক্তিকর, বলে বোঝানো যাবে না!'

'দরজা লাগিয়ে দিয়েছেন?' যেন একমত হতে পারছে না এমনভাবে বলল মিসেস স্প্রট। 'কিন্তু আমার ধারণা বাইরে থেকে এসেছেন তিনি কিছুক্ষণ আগে। একটু আগে যখন ফোন ধরতে গিয়েছিলাম তখন দেখলাম হলে ঢুকছেন তিনি।'

'হঠাৎ কোথায় যাওয়ার দরকার হলো তাঁর?' বললেন মিস মিল্টন। 'অন্য যেখানেই হোক, তিনি নিশ্চয়ই সিনেমা-হলে যাননি?'

'বাইরে থেকে যখন সন সুসিতে ঢুকলেন মিসেস পেরেন্না,' বলল মিসেস স্প্রট। 'তাঁর মাথায় হ্যাট দেখিনি আমি। এমনকী

কোটও পরে ছিলেন না। উসুখুসু হয়ে ছিল চুল, দেখে মনে হলো কিছুটা পথ দৌড়ে এসেছেন তিনি। হাঁপাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না, সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।'

ঘরে ঢুকলেন মিসেস কেইলি। সাফাই গাওয়ার সুরে বললেন, 'সারা বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছেন মিস্টার কেইলি। আজ রাতটা নাকি হাঁটাচলা করার জন্য খুব মনোরম।' বসে পড়লেন "ব্রিজের টেবিলে"।

ওই দান শেষ করে পরের দান শুরু করেছেন তাঁরা, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস পেরেন্না।

'হাঁটতে কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করলেন মিস মিল্টন।

'বাইরে যাইনি আমি,' আবেগের ছোঁয়া নেই মিসেস পেরেন্নার কণ্ঠে।

'কিন্তু মিসেস স্প্রট বললেন তিনি নাকি আপনাকে সন সুসিতে ঢুকতে দেখেছেন? তারমানে আপনি অবশ্যই বাইরে গিয়েছিলেন।'

'আবহাওয়ার কী অবস্থা তা দেখতে গিয়েছিলাম,' কেমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মিসেস স্প্রটের দিকে তাকালেন মিসেস পেরেন্না।

নিজের উপর সেই দৃষ্টি টের পেয়ে চেহারা লাল হয়ে গেল মিসেস স্প্রটের, ভয় ফুটেছে দুই চোখে।

মিসেস কেইলির দিকে তাকালেন মিসেস পেরেন্না। 'আপনার স্বামী দেখছি সারা বাগানে মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণটা কী?'

'বলল, ওর নাকি হাঁটাচলা করতে ভালো লাগছে। একটা মাফলার পরে আছে, আরেকটা সাধলাম, কিন্তু ও বলল একটা দিয়েই নাকি কাজ হয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত ঠাণ্ডা না লেগে যায় বেচারার!'

আর কিছু না-বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন মিসেস পেরেন্না।

'আজ রাতে কেমন অদ্ভুত লাগছে না মহিলাকে?' বলল মিসেস স্প্রট।

সামনের দিকে ঝুঁকলেন মিস মিন্টন। 'আপনি নিশ্চয়ই...' ডানে-বাঁয়ে তাকালেন, ফলে তাঁর দেখাদেখি সামনে ঝুঁকল বাকিরাও, 'মদ খাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করেন না ওই মহিলাকে?'

'আমারও মাঝেমধ্যে কেমন পাগলাটে মনে হয় মিসেস পেরেন্নাকে,' বললেন মিসেস কেইলি। 'আপনার কী ধারণা, মিসেস ব্লেনকেনসপ?'

'না, মিসেস পেরেন্নাকে পাগলাটে মনে হয় না আমার। বরং আমার মনে হয়, তিনি কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত। ...মিসেস স্প্রট, কল্ দিন।'

'কী বলি...কী বলি...' সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে মিসেস স্প্রট, ভালোমতো দেখছে হাতেধরা কার্ডগুলো। 'ওয়ান ডায়মণ্ড।'

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিসেস ও'রুর্ক। জোরে জোরে দম নিচ্ছেন, ঠিক কী দৃষ্টি খেলা করছে তাঁর চোখে তা ঠাহর করা মুশকিল। তবে তাঁর ভাবভঙ্গি কৌতুকপূর্ণ অথচ বিদ্বেষপরায়ণ বলে মনে হচ্ছে। ঘরে ঢুকলেন তিনি। 'খুব ব্রিজ খেলা হচ্ছে, না?'

'আপনার হাতে ওটা কী?' জিজ্ঞেস করল মিসেস স্প্রট, কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মিসেস ও'রুর্কের প্রতি।

'হাতুড়ি। ড্রাইভওয়েতে পড়ে ছিল, তুলে নিয়ে এলাম। কোনও সন্দেহ নেই কেউ একজন এটা ফেলে এসেছে সেখানে।'

'ড্রাইভওয়েতে!' বিস্মিত হয়ে গেছে মিসেস স্প্রট। 'আর জায়গা পেল না?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ও'রুর্ক। হাতল ধরে দোলাচ্ছেন

হাতুড়িটা, ওই অবস্থাতেই বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। হলের দিকে যাচ্ছেন।

নির্বিঘ্নে খেলা চলল আরও মিনিট পাঁচেক। এরপর মেজর ব্লেচলি ঢুকলেন ঘরে। 'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম,' বললেন তিনি। 'সিনেমার নাম: "ওয়াণ্ডারিং মিন্সট্রেল"। রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের শাসনকালের উপর ভিত্তি করে বানানো। ক্রুসেডের ঘটনা আছে সিনেমায়, যুদ্ধের দৃশ্য আছে। যেহেতু সেনাবাহিনীতে কাজ করেছি সেহেতু জোর দিয়ে বলতে পারি, যুদ্ধের দৃশ্যগুলো ঠিকমতো চিত্রায়িত হয়নি। কেন যে এসব দৃশ্য ধারণ করার সময় অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নেয় না ওরা, বুঝি না!' নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

"রাবার" শেষ হয়নি, তাই খেলা চলতে লাগল।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মিসেস কেইলি, সঙ্গে সঙ্গে যেন আঁতকে উঠলেন। তাঁকে যেন আরও ঘাবড়ে দেয়ার জন্য দরজার বাইরে থেকে কেশে উঠলেন মিস্টার কেইলি। উঠতে যাচ্ছিলেন মিসেস কেইলি, কিন্তু দরজার বাইরে থেকেই আওয়াজ দিলেন তাঁর স্বামী, 'না, না, মাই ডিয়ার, আমি ঠিক আছি। আশা করি খেলাটা উপভোগ করছ তুমি। আমার যদি কড়া ঠাণ্ডা লেগেও যায়, তাতে কী? হাজার হোক, এখন যুদ্ধ চলছে সারা দুনিয়ায়!'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টাপেন্স খেয়াল করল, ওর সঙ্গের মানুষগুলোর মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভ্রূ কুঁচকে আছে মিসেস পেরেন্নার, কুঁচকে আছে ঠোঁট দুটোও। দু'-একটা কথা শুনেই বোঝা গেল, মেজাজ খিঁচড়ে আছে তাঁর। কী কারণে কে জানে, অস্থিরতা আরও বাড়ল তাঁর; গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন ডাইনিংরুম থেকে।

টোস্টের গায়ে পুরু করে মারমালেড মাখাতে মাখাতে মুচকি

হাসলেন মেজর ব্লেচলি।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস মিন্টন, অতি আগ্রহে ঝুঁকলেন সামনের দিকে।

নিজের "শ্রোতাদের" দিকে একে একে তাকালেন মেজর ব্লেচলি: মিস মিন্টন, মিসেস ব্লেনকেনসপ, মিসেস কেইলি আর মিসেস ও'রুর্ক। কিছুক্ষণ আগে বেটিকে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেছে মিসেস স্প্রট।

মেজর বললেন, 'মিডোস।'

'মানে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল টাপেন্সের।

'মিস্টার মিডোসের কথা বলছি,' এখনও একটুখানি হাসি লেগে আছে ব্লেচলির ঠোঁটের কোনায়। 'কাল কখন যেন বাইরে গিয়েছিল, তারপর সারারাত আর কোনও খবর নেই। এখনও ফেরেনি।'

'কী?' কণ্ঠ উঁচু হয়ে যাচ্ছে টের পেয়ে নিজেকে সামলাল টাপেন্স।

ওর দিকে তাকালেন মেজর ব্লেচলি, দৃষ্টিতে একইসঙ্গে সন্তোষ আর বিদ্বেষ। তাঁর কথা শুনে তাঁর শ্রোতাদের কেউ একজন বিহ্বল হয়ে গেছে, এবং সেটা উপভোগ করছেন তিনি। বললেন, 'সন সুসির কোনও বোর্ডার আগে ও-রকম করেনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই মেজাজ বিগড়ে গেছে মিসেস পেরেন্নার।'

বিড়বিড় করে কী যেন বললেন মিস মিন্টন, তাঁর চেহারায় অস্বস্তির ছাপ।

মিসেস কেইলিকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন মানসিকভাবে একটা ধাক্কা খেয়েছেন।

মিসেস ও'রুর্কের ঠোঁটের একটা কোনা একটু বেঁকে গেল, তবে তিনি হাসলেন কি না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল না।

'মিস্টার মিডোসের খারাপ কিছু হয়নি তো?' বললেন মিস

মিণ্টন। 'তিনি...গাড়িচাপা পড়েননি তো? কেউ হয়তো তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

'তা হলে এতক্ষণেও কেন ফোন করে জানানো হলো না আমাদেরকে? মিডোসের সঙ্গে নিশ্চয়ই ওর আইডি কার্ড ছিল?'

অস্থির বোধ করছে টাপেন্স, আর খেতে ইচ্ছা করছে না। উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। চলে যাওয়ার সময় লাগিয়ে দিল দরজাটা।

'বেচারা মিডোস কিন্তু একদিক দিয়ে ভাগ্যবান,' খোঁটা দেয়ার ঢঙে বললেন ব্লেচলি।

'কী রকম?' জানতে চাইলেন মিসেস ও'রুর্ক।

'আমাদের ওই সুন্দরী বিধবা মিসেস ব্লেনকেনসপের নজর পড়েছে ওর উপর,' টোস্টে কামড় বসালেন মেজর। 'ছিপ ফেলা হয়েছে, টোপ গিলেছে মাছ, বাকিটা দেখার অপেক্ষায় আছি।'

'মেজর ব্লেচলি!' ক্ষীণ স্বরে বললেন মিস মিণ্টন।

চোখ পিটপিট করলেন মেজর ব্লেচলি। 'চার্লস্ ডিকেন্স কী বলে গেছেন, মনে আছে? ...বিধবাদের ব্যাপারে সাবধান!'

কিছু না-জানিয়ে উধাও হয়ে গেছে টমি—বিচলিত বোধ করছে টাপেন্স। মনে মনে বার বার সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে নিজেকে। "এন" বা "এম"কে ধরার ব্যাপারে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্র পেয়ে গেছে, সেটা নিয়েই কাজ করছে সম্ভবত।

সন সুসির বাইরে দেখা করা ছাড়া যোগাযোগের কোনও উপায় নেই দু'জনের মধ্যে, এবং সেটা বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ যখন দেখা করেছিল ওরা দু'জন, তখন বিপদের সম্ভাবনা অনুমান করে নিয়ে একমত হয়েছিল, একজন আরেকজনকে না-জানিয়ে কোথাও যাবে না, অন্তত দীর্ঘ সময়ের জন্য তো না-ই। আরেকটা ব্যাপারে একমত হয়েছিল: যদি

কোথাও যেতে হয়, তা হলে কোনও-না-কোনও কৌশলে দেখা করবে নিজেদের মধ্যে।

"চুক্তি" ভঙ্গ করেছে টমি।

পেরেশানি কমানোর জন্য বসে পড়ল টাপেন্স, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কাল রাতে আর কে কে সন সুসির বাইরে গিয়েছিল?

মিসেস পেরেন্না, যদিও কথাটা অস্বীকার করেছেন তিনি। কিন্তু মিসেস স্প্রট নিশ্চয়ই খামোকা মিথ্যা বলবে না?

আবহাওয়ার পরিবর্তন—সাফাইটা কি যুক্তিযুক্ত? নিশ্চয়ই রাতারাতি আবহাওয়ার এমন কোনও পরিবর্তন হয়নি যে, তা বাড়ির বাইরে গিয়ে দেখতে হবে? তা হলে কেন বাইরে গিয়েছিলেন মিসেস পেরেন্না? গোপন কোনও কাজে? কাজটা কি খুব জরুরি ছিল? তাই হ্যাট-কোট ছাড়া বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল তাঁকে?

টমির নজরে পড়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা? তখন কি সে বুঝতে পারে, যোগাযোগ করার সময় নেই টাপেন্সের সঙ্গে? তাই মূল্যবান সময় নষ্ট না-করে ফলো করতে শুরু করে মিসেস পেরেন্নাকে?

ওই মহিলাকে ফলো করে কী জানতে পেরেছে টমি?

কিন্তু আসলেই যদি কিছু জেনে থাকে সে, তা হলে তা টাপেন্সকে জানাতে এত সময় লাগছে কেন? সন সুসিতেই বা ফিরছে না কেন সে?

অস্বস্তিকর অনুভূতিটা আবারও যেন ছেঁকে ধরতে চাইছে টাপেন্সকে। বুঝতে পারছে, মিসেস ব্লেনকেনসপের ভূমিকায় যতক্ষণ অভিনয় করবে, ততক্ষণ ওর জন্য টমির প্রতি কৌতূহল আর উদ্বেগ দেখানোটা স্বাভাবিক। সন সুসির বাসিন্দারা ইতোমধ্যে বুঝে গেছে, মিস্টার মিডোস না চাইলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন মিসেস ব্লেনকেনসপ, সুযোগ পেলেই

তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। ওই বিধবা মহিলার ছেলেরা বড় হয়ে গেলেও তাঁর বিয়ের বয়স শেষ হয়ে যায়নি এখনও। তা ছাড়া স্বামী হিসেবে মিস্টার মিডোস নিশ্চয়ই খারাপ হবেন না।

অস্থিরতা আরও বাড়ল টাপেন্সের, উঠে দাঁড়াল সে। সিদ্ধান্ত নিল, খুঁজে বের করবে মিসেস পেরেন্নাকে, কী হয়েছে তা জানতে চাইবে তাঁর কাছে।

কিন্তু টমির ব্যাপারে মিসেস পেরেন্নার খুব একটা আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। টাপেন্সের কথা শুনে রীতিমতো খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি, 'আমি কী জানি কী হয়েছে মিস্টার মিডোসের! রুম ভাড়া দেয়ার সময়ই বলে দিয়েছিলাম বাড়ির বাইরে রাত কাটানো যাবে না। আমার বোর্ডিংহাউসের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন তিনি। যখন ফিরবেন তিনি, জবাবদিহি করতে হবে তাঁকে।'

'রাগ করছেন কেন?' টাপেন্স টের পেল সে নিজেও রেগে যাচ্ছে। 'কোনও দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পারে মিস্টার মিডোসের? বাইরে রাত কাটানোর মতো মানুষ না তিনি। তাঁর চারিত্রিক কোনও সমস্যাও নেই, খেয়ালি স্বভাবও নেই।'

'কোনও দুর্ঘটনা যদি ঘটত, এতক্ষণে কি জানতে পারতাম না? মিসেস ব্লেনকেনসপ, মনে রাখবেন, এটা লিয়াহ্যাম্পটন হলেও ইংল্যাণ্ডেরই একটা জায়গা, আফ্রিকার গহীন জঙ্গল না। এখানে সভ্য মানুষরা বাস করে, জংলীরা না।'

মিসেস পেরেন্নাকে কিছু বলে লাভ হবে না বুঝতে পেরে তাঁর সামনে থেকে সরে গেল টাপেন্স।

দিন গড়িয়ে গেল। তবুও কোনও খবর নেই টমির।

বিকেলের দিকে সন সুসির বোর্ডাররা সবাই গিয়ে ধরলেন মিসেস পেরেন্নাকে—ফোন করতে হবে পুলিশকে। প্রথমে কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করলেন তিনি...পুলিশকে ফোন করতে তাঁর এত আপত্তি কেন কে জানে...কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজি হলেন।

একটা নোটবুক নিয়ে সন সুসিতে হাজির হলেন এক সার্জেন্ট। জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তিনি প্রায় সবাইকে, কিছু কথা টুকে রাখলেন নোটবুকে।

তারপর শুরু হলো খোঁজখবর।

কয়েকটা কথা জানা গেল।

গতকাল সারাটা বিকেল কমাণ্ডার হেইডকের সঙ্গে গল্ফ খেলেছেন মিস্টার মিডোস। তারপর তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গেই সাপার সেরেছেন। রাত সাড়ে দশটার দিকে স্মাগলার্স রেস্ট থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি, জনৈক মিস্টার ওয়াল্টার্স এবং ডক্টর কার্টিসের সঙ্গে পাহাড়ি পথ ধরে রওয়ানা দেন সন সুসির দিকে। মিস্টার ওয়াল্টার্স আর ডক্টর কার্টিস নিশ্চিত করে বলেছেন, সন সুসির ড্রাইভওয়েতে ঢোকার আগে যে-দরজা আছে, সে-পর্যন্ত মিস্টার মিডোসের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা। তারপর তাঁদেরকে গুডবাই জানিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েন মিস্টার মিডোস।

থতমত খেয়ে গেল টাপেন্স। সন সুসির ড্রাইভওয়ে থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে টমি?

দুটো ব্যাখ্যা থাকতে পারে ঘটনাটার, ভাবল সে।

ড্রাইভওয়ে ধরে যখন সন সুসির দিকে এগোচ্ছিল টমি, তখন হয়তো দেখতে পায়, বাড়ির ভিতর থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে আসছেন মিসেস পেরেন্না। সঙ্গে সঙ্গে টমি বুঝতে পারে, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। চট করে কোনও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে সে। তারপর সুযোগ বুঝে ফলো করতে শুরু করে ওই মহিলাকে। গোপনে কার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি, জেনে নেয়। তারপর, মিসেস পেরেন্না যখন সন সুসির দিকে ফিরতি পথ ধরেন, ফলো করতে শুরু করে রহস্যময় সেই লোককে। সেক্ষেত্রে, ধরে নেয়া যায়, কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি ওর, এবং

এখনও বেঁচেই আছে সে; যে-কাজে এসেছে লিয়াহ্যাম্পটনে সে-দায়িত্বই পালন করছে। এই অবস্থায় যদি ধরা পড়ে যায় পুলিশের হাতে, তা হলে ওর কাজ তো ভণ্ডুল হবেই, "এন" বা "এম" অথবা দু'জনই পালিয়ে যাবে।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা আরও বাড়িয়ে দিল টাপেন্সের অস্বস্তি।

একটা হাতুড়ি।

কাল রাতে ড্রাইভওয়েতে একটা হাতুড়ি পড়ে ছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে, ওখানে হাতুড়ি পড়ে থাকবে কেন?

মিসেস পেরেন্না হন্তদন্ত হয়ে ঠিক কখন ঢুকেছিলেন সন সুসিতে? সাড়ে দশটায়? নাকি কিছু আগে-পরে? ব্রিজ খেলছিল বলে সময়টা খেয়াল করতে পারেনি টাপেন্স, সম্ভবত খেয়াল করেনি অন্য খেলোয়াড়রাও। তা ছাড়া...আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে এমন কী দেখলেন মিসেস পেরেন্না যে, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেতে হবে তাঁকে?

গতকাল রাত সাড়ে দশটায় আসলে কী হয়েছে সন সুসির ড্রাইভওয়েতে?

বোর্ডারদের প্রায় সবার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলল সে, কিন্তু নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারল না কেউই।

রাত সাড়ে দশটাকে যদি গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তা হলে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয় মিসেস পেরেন্নাকে। কিন্তু সেটাই শেষ কথা না। সন সুসির বোর্ডারদের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন গতকাল রাত সাড়ে দশটার কাছাকাছি সময়ে বাইরে ছিলেন। সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন মেজর ব্লেচলি, একা। কোনও দরকার ছিল না, কেউ জানতেও চায়নি, তারপরও সন সুসিতে ফেরার পর গড়গড় করে বলতে শুরু করেছিলেন কী সিনেমা দেখেছেন, সেটার কাহিনি কী, কোন্ দৃশ্যটা কীভাবে চিত্রায়িত করলে বেশি ভালো হতো ইত্যাদি।

এই ব্যাপারটাও কি সন্দেহজনক না?

মেজর ব্লেচলি কি আসলে তাঁর সিনেমা দেখাটাকে অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন?

নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে যারপরনাই উদ্বিগ্ন মিস্টার কেইলিও কিন্তু গতকাল রাতে লম্বা সময় ধরে হেঁটে বেরিয়েছেন সন সুসির বাগানে।

আর শিলা...কে যেন বলল শিলাও গতকাল সিনেমা দেখতে গিয়েছিল? কখন ফিরেছিল সে? কেউ দেখেছে কি?

অন্তত টাপেন্স দেখেনি।

হাতুড়িটা হাতে নিয়ে সেটা দোলাতে দোলাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন মিসেস ও'রুর্ক, দৃশ্যটা কেন যেন মনে পড়ে গেল টাপেন্সের।

'কী ব্যাপার, ডেব? তোমাকে দেখে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।'

চমকে উঠল ডেব্রা বেরেসফোর্ড, তারপর একটুখানি হাসল। টনি মার্সডনের সহানুভূতিশীল দুই চোখের দিকে তাকাল। টনিকে পছন্দ করে সে। বুদ্ধি আছে ছেলেটার...ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কোডিং সেকশনে যে-ক'জন নবিশ কাজ করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী বলা যায় ওকে...সবাই বলে অনেকদূর যেতে পারবে সে।

চাকরি উপভোগ করছে ডেব্রা। তবে মাঝেমধ্যে কাজের প্রতি মনোযোগ টিকিয়ে রাখতে কষ্ট হয় ওর। তারপরও, ওর দৃষ্টিতে, কোনও হাসপাতালে নার্সের কাজ করার চেয়ে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করা অনেক ভালো।

'কিছু না,' টনিকে বলল সে, 'আমার মা'র কথা ভাবছিলাম।'

'তোমার মা! কেন, কী হয়েছে তাঁর?'

'আমার এক বুড়ির খালাকে দেখতে কর্নওয়ালে গেছে মা। আমার ওই খালার বয়স আটাত্তর, ভীমরতিতে ধরেছে তাঁকে।'

'তা হলে তো চিন্তায় পড়ারই কথা।'

'তবে দু'দিন আগে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে মা।'

'আচ্ছা! কী লিখেছেন তিনি?'

'যা লিখেছেন, তার সঙ্গে আমার ভাই চার্ল্‌স্ যা বলেছে তার কোনও মিল পাচ্ছি না। আর সেজন্যই চিন্তায় পড়ে গেছি।'

'তুমি তো দেখছি ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছ আমাকে। খুলে বলো তো কী হয়েছে আসলে।'

'চিঠিতে মা লিখেছিল, গ্রেইসি আন্টি, মানে আমার সেই খালার সঙ্গে নাকি আছে; বাগান করা আর সব্জি উৎপাদনের কাজে সাহায্য করছে তাঁকে। মা'র কী অবস্থা তা দেখে আসার জন্য চার্ল্‌স্‌কে পাঠিয়েছিলাম কর্নওয়ালে। ফিরে এসে চার্ল্‌স্ জানিয়েছে, মা নেই সেখানে।'

'নেই!'

'না।'

'অদ্ভুত তো! ...তোমার বাবা কোথায়?'

'সরকারি কাজে স্কটল্যাণ্ডের কোন্ জায়গায় যেন গেছে।'

'তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে যাননি তো তোমার মা?'

'যাওয়ার কথা না। কারণ বাবা যেখানে গেছে সেখানে স্ত্রী নিয়ে থাকার নিয়ম নেই।'

'ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার।'

'আমারও। মা যেখানে যায়নি, সে-জায়গার কথা কেন লিখল চিঠিতে?'

'তিনি হয়তো চাননি তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো তোমরা।'

'টনি, আমার মা অন্য কারও সঙ্গে উইকএণ্ড কাটাতে গেছে—এ-রকম মনে করছ নাকি? যদি করে থাকো, তা হলে ভুল হয়েছে তোমার। বাবা আর মা এখনও একজন আরেকজনকে ভালোবাসে, ও-রকম কিছু করার সম্ভাবনাই নেই তাঁদের কারও।

যা-হোক, আমার কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত লাগছে কোন্ ব্যাপারটা, জানো?'

'কোন্‌টা?' পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করল টনি, একটা সিগারেট গুঁজল ঠোঁটে।

'গতকাল ডিপার্টমেন্টের কে যেন বলল লিয়াহ্যাম্পটনে কী একটা কাজে গিয়েছিল, সেখানে নাকি আমার মাকে দেখেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে-মানুষটা চিঠি লিখে আমাকে কর্নওয়ালের কথা জানিয়েছে, সে লিয়াহ্যাম্পটনে কেন?'

একটা ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল টনি, ওই অবস্থাতেই থেমে গেল ওর হাত। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডেব্রার দিকে। 'লিয়াহ্যাম্পটন?'

'হ্যাঁ। বুড়ো কর্নেল আর চিরকুমারী মহিলাদের জন্য যে-জায়গা বিখ্যাত, সেখানে মা'র মতো একটা মানুষ কী করছে?'

সিগারেট ধরাল টনি। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কি কিছু করতেন তোমার মা?'

'নার্সিং। কোনও এক জেনারেলের গাড়িও চালাত বলে শুনেছি। টুকটাক আরও কিছু কাজও করেছে। তবে আমার বিশ্বাস, মা আসলে বাবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গুপ্তচরগিরি করেছে। ওসব ব্যাপারে কথা বলতে তাদের কাউকেই কখনও চাপাচাপি করিনি আমরা।'

পরদিন বিকেলে, যেখানে থাকে ডেব্রা সেখানে অফিস-থেকে-ফিরে দেখল, কোনও একটা গড়বড় হয়েছে ওর ঘরে।

ঠিক কী হয়েছে তা বুঝতে কয়েক মিনিট সময় লাগল মেয়েটার। সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করল সে। রেগে গেছে, এখনই কথা বলতে চাইছে ওর বাড়িওয়ালি মিসেস রলির সঙ্গে।

তিনি আসামাত্র তাঁকে বলল, 'আমার চেস্ট অভ ড্রয়ারের উপর যে-বড় ফটোগ্রাফ রাখা ছিল সেটা কোথায়?'

মিসেস রলিকে দেখে মনে হচ্ছে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। এদিকওদিক তাকিয়ে বললেন, 'জানি না তো! আপনার ঘরের কোনওকিছু ধরিনি আমি। গ্ল্যাডিস বলতে পারবে হয়তো।'

ডাক দেয়া হলো গ্ল্যাডিসকে। কিন্তু সে-ও বলল, 'আপনার ঘরের কোনওকিছু সরাইনি আমি। তবে গ্যাস কোম্পানি থেকে একটা লোক এসেছিল, সে হয়তো নিয়ে থাকতে পারে।'

'গ্যাস কোম্পানির লোক!' যেন আকাশ থেকে পড়েছে ডেব্রা। 'আমার মা'র ছবি সরিয়ে লাভ কী ওই লোকের?'

'আমারও তো একই প্রশ্ন,' সুযোগ পেয়ে ডেব্রার সঙ্গে সুর মেলালেন মিসেস রলি। 'দরকার হলে আপনার ছবি সরাবে ওই লোক, আপনার মা'র ছবি দিয়ে কী করবে সে?'

কিন্তু এত সহজে মন গলল না ডেব্রার। ওর সন্দেহ, ঘর পরিষ্কার করার সময় গ্ল্যাডিসের হাত থেকে উল্টে পড়েছে ফটোগ্রাফটা, ভেঙে গেছে ফ্রেমের কাচ। অপকর্ম ঢাকতে এখন গ্যাস কোম্পানির লোকের উপর দোষ চাপাচ্ছে গ্ল্যাডিস। কারণ কোনও কথা নেই বার্তা নেই, ডেব্রার ঘরে গ্যাস কোম্পানির লোক আসতে যাবে কেন?

কিন্তু চিন্তা করার মতো আরও জটিল সমস্যা আছে ডেব্রার, তাই ওর মা'র ছবি গায়েব হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করল না। বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট এর সৌজন্যে নির্মিত।

এগারো

উসুখুসু চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মাঝবয়সী এক লোক পিয়ারের এককোনায় বসে মাছ ধরেন প্রায়ই, সৈকত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আজ তাঁর কাছে গেল টাপেন্স, কেউ দেখছে না বুঝতে পেরে উঠে পড়ল পিয়ারে। মিস্টার গ্র্যান্টকে শেষ ভরসা মনে করে তাঁর কাছে এসেছে সে।

ওর কথা শোনার পর মিস্টার গ্র্যান্ট বললেন, 'না, আমার কাছে আসেননি তিনি। কোনও খবরও পাঠাননি আমার কাছে।'

'তা হলে...কী হয়েছে টমির?'

'জানি না। আপনার খবর কী?'

'কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।'

'ভালো। সেটাই চাই আমি। কাজ ছাড়া অন্যকিছুর কোনও মূল্য নেই আমার কাছে। আপনার স্বামীর যদি কিছু হয়ে থাকে, তা হলে সেটা তাঁর অসাবধানতার কারণেই হয়েছে। অথচ তাঁকে এখানে পাঠানোর আগে পই পই করে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। মনে রাখবেন, বিশ্বযুদ্ধ চলছে, সেটা শেষ হওয়ার পর কান্নাকাটি করার জন্য ফুরসত পাওয়া যাবে। আমাদের হাতে সময় কম।'

চুপ করে আছে টাপেন্স। ওর মনে হচ্ছে, কোনও মানুষ না, বড় একখণ্ড পাথরের সঙ্গে কথা বলছে সে, যার মনে দয়ামায়া বলে কিছু নেই।

'কার্লকে সন্দেহ করেছিলেন আপনারা,' বলছেন মিস্টার

গ্র্যান্ট, 'সেটা শেষপর্যন্ত ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আরেকটা কথা। সন সুসির টেলিফোনে একবার কিছু কথা শুনে ফেলেছিলেন আপনি। চতুর্থ কিছু একটা নিয়ে কী যেন বলা হচ্ছিল তখন। আমরা জানতে পেরেছি, চতুর্থ বলতে আসলে আগামী মাসের চার তারিখের কথা বলা হয়েছে। ওই দিন ইংল্যাণ্ডে বড় রকমের হামলার পরিকল্পনা করেছে শত্রুপক্ষ।'

'আপনি নিশ্চিত?'

ঘাড় ঘুরিয়ে টাপেন্সের দিকে তাকালেন মিস্টার গ্র্যান্ট, দৃষ্টিতে বিরক্তি। 'নিশ্চিত না-হয়ে কিছু বলি না আমি। ...এতদিন আমাদের উপর প্রাথমিক জরিপ চালিয়েছে শত্রুরা, এবার চূড়ান্ত হামলা করবে।'

'তা হলে তা ঠেকানোর চেষ্টা করছেন না কেন?'

'ট্রয়ের যুদ্ধের গল্প শুনেছেন? ঘোড়াটা ছিল ধোঁকা, কিন্তু সেটার ভিতরের সৈন্যরা ছিল আসল। আমাদের ভিতরে শত্রুপক্ষের যেসব সৈন্য লুকিয়ে আছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে চাইছি আমরা। কারণ আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যদি কোনও দুর্গ হয়, তা হলে ওই লোকগুলোর কাছে সে-দুর্গের চাবি আছে; উপযুক্ত সময়ে চাবিগুলো শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দিতে সক্ষম ওরা। কাজেই ঘোড়া না, সেটার ভিতরের সৈন্যদের চাই আমি।'

'আপনি কি আপনার কোনও লোককে লাগিয়ে দিতে পারেন না মিসেস্ পেরেন্নার পেছনে? বিশ্বাস করার মতো কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, আছে। বিশ্বাস করি বলেই আপনার স্বামীকে পাঠিয়েছিলাম এখানে। বিশ্বাস করি বলেই এখানে আপনার উপস্থিতি আসলে উৎপাত জানার পরও তাড়িয়ে দিইনি আপনাকে। ...মিসেস্ পেরেন্নার ব্যাপারে একটা কথা বোধহয় জানানো হয়নি আপনাকে, এখন বলি। নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে

আমরা জানতে পেরেছি, তিনি আই.আর.এ.'র একজন সদস্য, ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব পোষণ করেন মনেপ্রাণে। কিন্তু জানা পর্যন্তই, ওই মহিলার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনও প্রমাণ হাতে পাইনি আমরা। তাই জালে আটকানো যাচ্ছে না তাঁকে। ...মিসেস বেরেসফোর্ড, আপনি আপনার সাধ্যমতো কাজ চালিয়ে যান।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর টাপেন্স বলল, 'চতুর্থ...দিনটা আসতে আর এক সপ্তাহের মতো বাকি আছে।'

'এক সপ্তাহের মতো না, ঠিক সাত দিনই বাকি আছে।'

'এই সাতদিনের মধ্যে রহস্যের সমাধান করতেই হবে আমাদেরকে।'

'আমাদেরকে?' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন মিস্টার গ্র্যান্ট।

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স। 'আমার বিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনওকিছুর পেছনে লেগেছে টমি। আর সেজন্যই গায়েব হয়ে আছে গত রাত থেকে। শুধু যদি জানতে পারতাম...' কথা শেষ না-করে নেমে এল পিয়ার থেকে, সৈকত ধরে হাঁটছে।

"আক্রমণের" নতুন পরিকল্পনা করছে সে।

'ব্যাপারটা কিন্তু সম্ভব, অ্যালবার্ট।'

'আপনি যা বোঝাতে চাইছেন তা বুঝতে পেরেছি আমি, ম্যাডাম। তারপরও বলবো, আইডিয়াটা পছন্দ হয়নি আমার।'

'এখানে পছন্দ-অপছন্দ কোনও বড় ব্যাপার না, কাজ হওয়া দিয়ে কথা।'

'তা-ও মানছি। কিন্তু বাঘ শিকার করতে গিয়ে শিকারী যদি নিজেকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করে তা হলে যা হবে, আপনার বেলায় ঠিক তা-ই ঘটতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভালো লাগছে না আমার। মিস্টার বেরেসফোর্ডেরও ভালো লাগত কি না সন্দেহ।'

'আড়ালে থেকে আমাদের সাধ্যমতো করার চেষ্টা করেছি আমরা, অ্যালবার্ট। খুব একটা লাভ হয়নি। এবার সময় হয়েছে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসার।'

'কিন্তু তা করতে গিয়ে অন্য কোনও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে না তো? মানে...আমি যা বোঝাতে চাইছি তা হলো, মিস্টার বেরেসফোর্ড হয়তো ইতোমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন আড়াল ছেড়ে। আপনারও কি ওই কাজ করাটা উচিত হবে? ওরা হয়তো ইতোমধ্যে জেনে গেছে তাঁর ব্যাপারে, সেক্ষেত্রে নিজের কথা আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দেয়াটা কি উচিত হবে আপনার?'

'টমি কী করেছে তা জানি না আমি। শুধু জানি, আমার লেখা একটা চিঠি হারিয়ে যাওয়ার ভান করতে হবে আমাকে, হইচই ফেলে দিতে হবে সন সুসিতে। তারপর...কোনও এক আশ্চর্য উপায়ে...হলের টেবিলের উপর পাওয়া যাবে চিঠিটা। আমার বিশ্বাস, "এন" বা "এম"-এর কেউ একজন পড়বেই ওটা। জানতে পারবে, ওদের দু'জনের পরিচয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছি আমি, সে-ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট করবো খুব শীঘ্রিই। তখন আমাকে শেষ করে দেয়ার জন্য আড়াল ছেড়ে বের হবে ওরাও। আর সেটাই চাইছি আমি।'

'কিন্তু সবার সামনে আপনাকে খুন করার ঝুঁকি নেবে না ওরা। সেটা সম্ভব না ওদের পক্ষে।'

'জানি। ওরা হয়তো পাকড়াও করার চেষ্টা করবে আমাকে, সফল হলে নিয়ে যাবে ওদের গোপন আর নির্জন আস্তানায়। তোমার কাজ হচ্ছে জায়গামতো হাজির হওয়া। তোমার সুবিধা একটাই—তোমাকে চেনে না ওরা।'

'বলতে চাইছেন, ওদেরকে ফলো করে জায়গামতো গিয়ে ওদেরকে হাতেনাতে ধরে ফেলবো?'

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স। 'আগামীকাল দেখা হবে তোমার

সঙ্গে।'

স্থানীয় লাইব্রেরিতে গিয়েছিল টাপেন্স, বেশ কয়েকটা বই ঘেঁটে একটা "চমৎকার" বই "পড়ার উপযোগী" বলে মনে হয়েছে ওর, (আসলে মিথ্যা কথা বলেছে লাইব্রেরিয়ানকে) ওটা বগলদাবা করে বেরিয়ে আসছে।

বাইরে, ছায়ায় গা ঢেকে অপেক্ষা করছিল লোকটা, টাপেন্সকে দেখামাত্র নিচু গলায় ডাক দিল, 'মিসেস বেরেসফোর্ড?'

মস্ত বড় ভুল করে ফেলল টাপেন্স—চমকে উঠল, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে রোদেপোড়া চামড়ার লম্বা এক যুবক। ওর ঠোঁটের কোনায় ঝুলছে সুন্দর কিন্তু অস্বস্তিকর একটুকরো হাসি। বলল, 'আমাকে মনে হয় চেনেন না আপনি।'

পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, কাজেই যুবকের সঙ্গে এখন খুব সাবধানে কথা বলতে হবে টাপেন্সের। চুপ করে আছে, যুবক কী বলে তা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

'ডেব্রার সঙ্গে একদিন আপনাদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম আমি।'

ডেব্রার বন্ধু! এই যুবক ডেব্রার বন্ধু? কিন্তু কথা হচ্ছে ডেব্রা ওর কত বন্ধুকেই তো নিয়ে গেছে টাপেন্সদের ফ্ল্যাটে। কাকে ছেড়ে কার কথা মনে করবে টাপেন্স এখন?

'বুঝতে পারছি আমার কথা মনে পড়ছে না আপনার,' বলল যুবক। 'আমার নাম অ্যান্থনি মার্সডন।'

'ও, আচ্ছা,' হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল টাপেন্স।

হাত মেলানোর পর টনি বলল, 'আপনাকে খুঁজে পেয়ে খুব ভালো লাগছে আমার, মিসেস বেরেসফোর্ড। আপনার মেয়ে ডেব্রা যে-ডিপার্টমেন্টে যে-সেকশনে কাজ করে, আমিও সেখানে কাজ করি। আপনার কাছে এভাবে হঠাৎ হাজির হওয়ার কারণ হচ্ছে,

অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে।'

'কী ঘটনা?'

'ডেব্রাকে চিঠি লিখে আপনি জানিয়েছেন, কর্নওয়ালে আছেন। অথচ আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে লিয়াহ্যাম্পটনে।'

'আমার মেয়ে কীভাবে জানতে পারল ব্যাপারটা?'

'আমাদের ডিপার্টমেন্টের দু'-একজন কলিগ দেখেছে আপনাকে এখানে। ব্যাপারটা নিয়ে ডেব্রা কিছুটা হলেও বিচলিত, সে বুঝে উঠতে পারছে না এখানে কী করছেন আপনি।' দম নিল টনি। 'আমার মনে হয়, এখানে আসলে কী করছেন আপনি তা ডেব্রাকে না-জানানোর যথোপযুক্ত কারণ আছে। আমি আসলে কোডিং সেকশনে নতুন কাজ করছি...'

'তুমি আমার মেয়ের সমান বয়সী, তোমাকে তুমি করে বল্লে অসুবিধা নেই তো?'

'না, না, অসুবিধা কীসের?'

'শুনেছ কি না জানি না, পচন ধরেছে ডিপার্টমেন্টে। কাকে রেখে কাকে বিশ্বাস করা উচিত, তা বুঝতে পারছেন না কর্তাব্যক্তিরাও। এই অবস্থায় তোমাকে কীভাবে বিশ্বাস করি আমি?'

'বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই, এবং নিজের ভালোর খাতিরে বিশ্বাস না-করাটাই উচিত। কিন্তু আমার অজুহাতটা খুব সহজ। ডেবের মুখ থেকে আপনার কথা শুনে ভাবলাম, আসলেই কী হয়েছে আপনার তা জায়গামতো হাজির হয়ে জেনে নিই।'

'ধন্যবাদ।'

'আমি আসলে...যদি কিছু মনে না করেন...ডেব্রাকে পছন্দ করি।'

চুপ করে আছে টাপেন্স, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টনির দিকে, যাচাই করছে ওকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তুমি আসলে

আমার ব্যাপারে...আমাদের ব্যাপারে ঠিক কী জানো বলো তো?'

'আমি শুনেছি ক্যাপ্টেন বেরেসফোর্ড সরকারি একটা কাজে স্কটল্যাণ্ডে গেছেন। আর আপনি...'

'ভুল শুনেছ। আসলে স্কটল্যাণ্ডে যায়নি আমার স্বামী। আমার সঙ্গে এখানেই আছে সে।'

'বলেন কী!'

'আমার বলা উচিত ছিল, আমার সঙ্গে এখানেই ছিল সে। হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেছে।'

'আপনাকে না-জানিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনওকিছুর পেছনে লেগেছেন নাকি?'

'সম্ভবত। তবে যদি কোনও বিপদে পড়ে না-থাকে, আজ না হোক কাল বিশেষ পদ্ধতিতে যোগাযোগ করবেই আমার সঙ্গে।'

'অবশ্যই। আপনাদের পদ্ধতি আপনারাই ভালো জানেন। তবে...উপযাচক হয়ে একটা কথা বলছি...কিছু মনে করবেন না...আমি কি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি?'

আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে টনির দিকে তাকিয়ে থাকল টাপেন্স, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। বলল, 'পারো...সম্ভবত।'

বারো

ঠিক কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল, বলতে পারবে না টমি নিজেও। তবে সময়টা বেশ লম্বা, অনুমান করল সে। যখন জ্ঞান ফিরে পায়, দেখে, চোখের সামনে যেন ছুটে বেড়াচ্ছে আগুনের

কতগুলো গোলক। ছুটন্ত গোলকগুলোর মাঝখানে যেন নিউক্লিয়াসের মতো স্থির হয়ে আছে কিছু একটা। যত ছুটছে তত গতি হারাচ্ছে গোলকগুলো...একটা একটা করে কমছে ওগুলোর সংখ্যা...শেষপর্যন্ত বোঝা গেল নিউক্লিয়াসটা আসলে ওর মাথা। এবং প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে সেখানে।

আস্তে আস্তে আরও অনেককিছু টের পায় সে। ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসা হাত-পা...ক্ষুধা...বার বার চেষ্টা করার পরও ঠোঁট নাড়াতে না-পারার অক্ষমতা...

আগুনের গোলকগুলো তখনও হুট করে একটা-দুটো উদয় হচ্ছে। একসময় টের পেল টমি, মাটিতে পড়ে আছে সে। খুবই শক্ত মাটি। পাথরের মতো শক্ত।

আসলেই, শক্ত পাথরের উপর পড়ে আছে টমি। অসহ্য একটা ব্যথায় যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাথাটা। ইচ্ছা থাকার পরও নড়তে পারছে না সে। ক্ষুধা লেগেছে, প্রচণ্ড ক্ষুধা। ঠাণ্ডা লাগছে। এবং অস্বস্তি বোধ করছে।

মিসেস পেরেন্নার বোর্ডিংহাউসের বিছানা তো এত অস্বস্তিকর ছিল না! এটা কি তা হলে সন সুসি না?

অবশ্যই না।

অনেক কথা মনে পড়ে গেল টমির। স্মাগলার্স রেস্ট। হেইডক। ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার। পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি দেখে চাকরি নেয়া তথাকথিত দক্ষ কিন্তু আসলে আনাড়ি ওয়েইটার, যে কি না নিঃসন্দেহে জার্মান। সন সুসির ড্রাইভওয়ে...

কেউ একজন চুপিসারে এসে হাজির হলো টমির পেছনে, লোকটার উপস্থিতি যেইমাত্র আঁচ করতে পেরেছে টমি, অমনি...

অথচ সে ভেবেছিল স্মাগলার্স রেস্ট থেকে নিরাপদে বের হতে পেরেছে। ভেবেছিল, বাঁচতে পেরেছে হেইডকের কবল থেকে। তারমানে...সে আসলে বোকা বানাতে পারেনি হেইডককে?

তারমানে...হেইডকই উল্টো বোকা বানিয়েছে ওকে?

কিন্তু...টমি নিজের কানে শুনেছে হেইডক তার বাড়ির ভিতরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছিল। তা হলে টমির অলক্ষে ওই বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে, টমির আগে সন সুসির ড্রাইভওয়েতে হাজির হলো কী করে লোকটা?

টমির মাথায় যে-ই বাড়ি মেরে থাকুক না কেন, কোনও সন্দেহ নেই রডোডেনড্রনের ঝোপটার আড়ালে ঘাপটি মেরে ছিল সে টমির জন্য। এত জলদি ওঁৎ পেতে থাকাটা কীভাবে সম্ভব হলো হেইডকের পক্ষে?

না, সম্ভব না ব্যাপারটা। হেইডকের মতো বিশালদেহী কেউ যদি ওর বাড়ি থেকে বের হয়ে টমির পিছু নিত, টের পেতই সে। ওকে ফাঁকি দিয়ে হেইডক কোনওভাবেই ঢুকে পড়তে পারে না সন সুসির ড্রাইভওয়েতে, কোনওভাবেই লুকিয়ে থাকতে পারে না রডোডেনড্রনের ঝোপের আড়ালে।

তা হলে?

কে বাড়ি মেরেছে টমির মাথায়?

অ্যাপলডোর? টমি সব বুঝে গেছে—টের পেয়ে অ্যাপলডোরকে আগেই জায়গামতো পাঠিয়ে রেখেছিল হেইডক? কিন্তু...স্মাগলার্স রেস্টের হল পার হয়ে সদর-দরজার দিকে যাওয়ার সময় টমি নিজচোখে দেখেছে, রান্নাঘরে কী যেন করছিল অ্যাপলডোর। তা হলে সে-ই বা বাড়ি ছেড়ে এত জলদি বের হলো কখন, আর সন সুসিতেই বা হাজির হলো কখন?

আচ্ছা, টমি কি আসলেই তখন অ্যাপলডোরকে দেখেছে রান্নাঘরে?

কাউকে-না-কাউকে যে সে দেখেছে, সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটা যে অ্যাপলডোর, নিশ্চয়তা কী? টমি নিজেও তো জোর দিয়ে বলতে পারবে না কথাটা। উত্তেজিত

অবস্থায় ছিল সে তখন, হামলার আশঙ্কা করছিল হেইডকের পক্ষ থেকে। এবং তা মোকাবেলার জন্য টান টান অবস্থায় ছিল ওর শরীর। কাজেই রান্নাঘরের দিকে একপলক তাকিয়ে কাকে দেখতে কাকে দেখেছে...

না, টমি নিশ্চিত না, রান্নাঘরের আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে যে-মানুষটাকে দেখেছিল, সে আসলে অ্যাপলডোরই কি না।

কিন্তু রান্নাঘরে তখন যাকেই দেখে থাকুক না কেন টমি, কিছু যায়-আসে না তাতে। শত্রুপক্ষ কাবু করতে সক্ষম হয়েছে ওকে, এবং সেটাই বড় কথা। এখন টমির কাজ হচ্ছে, কোথায় আছে সেটা জানা, এবং তারপর পালানোর চেষ্টা করা।

মিস্টার গ্র্যান্টকে সব কথা জানাতে হবে।

মিস্টার গ্র্যান্ট?

নামটা মনে পড়ামাত্র একটা কথা মনে পড়ল টমির: পচন ধরেছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে।

মিস্টার গ্র্যান্টও সেই পচনের শিকার না তো? সবকিছুর মূলে যে তিনি নেই, জানছে কী করে টমি? সেই এজেন্ট...সন সুসির নাম বলেছিল যে...কী যেন নাম লোকটার, চেষ্টা করেও মনে করতে পারছে না টমি..."এন" আর "এম"-এর ব্যাপারটা জানতে পারামাত্র ট্রাকের নিচে পড়ে মরল। ওই হত্যাকাণ্ডে যে মিস্টার গ্র্যান্টের হাত ছিল না, কে বলতে পারবে জোর দিয়ে?

না, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না সম্ভবত।

মিস্টার গ্র্যান্ট। "এন" আর "এম" অক্ষর দুটোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনিই। জরুরি দরকার ছিল না, তারপরও ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে অনেক আগে চলে-আসা দুই এজেন্টকে পাঠিয়েছেন লিয়াহ্যাম্পটনে তথাকথিত "পচনের" দোহাই দিয়ে, ফিফথ্ কলামের দুই কর্তাব্যক্তির খোঁজে। টমি-টাপেন্সের উপর নজর রাখার বাহানায় নিজে ছুটি কাটাচ্ছেন

এখানে। অথচ টমি আর টাপেন্সকে সবসময় রেখেছেন নিজের দুই মুঠোর ভিতরে।

তাঁর উদ্দেশ্য কী? "এন" বা "এম" বলে আসলে কেউ নেই, তা দেখিয়ে দেয়া? লিয়াহ্যাম্পটনে ফিফ্‌থ্‌ কলামের কোনও কার্যক্রম নেই, ডিপার্টমেন্টের কাছে তা প্রমাণ করা? লিয়াহ্যাম্পটনে যদি ফিফ্‌থ্‌ কলামের কাউকে শেষপর্যন্ত পাওয়া না-যায়, তা হলে...

বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা কথা মনে হলো টমির। লিয়াহ্যাম্পটনে ফিফ্‌থ্‌ কলামের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না-পারলে কেউ কখনও সন্দেহ করতে পারবে না, গুপ্তসংস্থাটার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তি ঘাঁটি গেড়ে বসেছে লণ্ডনে, ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের ভিতরেই!

সেক্ষেত্রে টমিকে এভাবে অকেজো করে দেয়ার মানে কী?

উত্তরটা বুঝতে বেশি দেরি লাগল না টমির।

ওকে গায়েব করে দেয়া হবে, কারণ তার ফলে "এন" আর "এম"-এর রহস্যটা রহস্যই থেকে যাবে। কেউ নিশ্চিত হতে পারবে না, টমিকে কি আসলেই গায়েব করে ফেলা হয়েছে, নাকি সে নিজে থেকেই উধাও হয়ে গেছে। রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে কোনও সরকারি কর্মকর্তার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন না। কোনও রহস্যের, রহস্য হিসেবে থেকে যাওয়ার নজিরও কম নেই ইংল্যাণ্ডে।

তারমানে টমিকে চিরতরে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে চিরতরে সন্দেহমুক্ত করতে চাইছেন মিস্টার গ্র্যান্ট।

অনেক আগেই চোখ খুলেছে টমি, এতক্ষণে অন্ধকার সয়ে এসেছে ওর চোখে। কোত্থেকে যেন একটা আয়তাকার অস্পষ্ট আলোর-রেখা আসছে—কোনও জানালা অথবা গরাদের ফাঁক দিয়ে হবে সম্ভবত। বদ্ধ কোনও জায়গায় আছে সে, ভিতরের

বাতাস কেমন ঠাণ্ডা আর ভেজা ভেজা; কোনওকিছুতে ছাতা পড়লে যেমন গন্ধ হয় তেমন একটা গন্ধ চারদিকে।

সম্ভবত কোনও সেলারে আটকে রাখা হয়েছে ওকে, অনুমান করল সে। বেঁধে রাখা হয়েছে ওর হাত-পা, মুখের ভিতরে গোঁজ ভরে দিয়ে মুখটা পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে যাতে আওয়াজ করতে না-পারে।

সন্তর্পণে, যাতে কোনও আওয়াজ না হয় এমনভাবে, হাত-পা নাড়ানোর চেষ্টা করল টমি, কিন্তু পারল না।

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শোনা গেল এমন সময়। টমির পিছনের কোনও এক জায়গায় একটা দরজা খুলে গেল। মোমবাতি হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকছে কেউ। টমির কাছে এসে মোমবাতিটা যখন মেঝেতে নামিয়ে রাখছে লোকটা, তখন তাকে চিনতে পারল টমি।

অ্যাপলডোর।

একটা কথাও বলল না লোকটা, মোমবাতিটা নামিয়ে রেখেই চলে গেল। দু'হাতে একটা ট্রে নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। ট্রে'র উপর দেখা যাচ্ছে পানির একটা জগ, একটা গ্লাস, কয়েক টুকরো পাউরুটি আর পনির।

ঝুঁকে পড়ে ট্রে-টা নামিয়ে রাখল সে মেঝেতে। টমির হাত-পা'র বাঁধন ঠিক আছে কি না, দেখল। তারপর পরখ করল মুখের পট্টিটা। শান্ত গলায় বলল, 'আপনার মুখের বাঁধন খুলে দেবো। ফলে খাবার আর পানি খেতে পারবেন আপনি। যদি চেঁচানোর কোনও চেষ্টা করেন, সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার মুখও বন্ধ হয়ে যাবে আবার। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকানোর চেষ্টা করল টমি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুরো সেলার যেন দুলে উঠল ওর চোখের সামনে। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর কয়েকবার চোখ পিটপিট করল সে, বোঝাতে চাইল

অ্যাপলডোরের কথা বুঝতে পেরেছে।

টমির ইঙ্গিত বুঝতে পারল অ্যাপলডোর, পট্টিটা খুলে গোঁজ বের করে নিল।

গোঁজটা এতক্ষণ যেন বোঝা হয়ে ঢুকে ছিল মুখের ভিতরে। ওটা সরে যাওয়ামাত্র চোয়াল নাড়াতে শুরু করল টমি, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চাইছে মুখের ভিতরটাকে। কয়েকবারের চেষ্টার পর ঢোক গিলতে পারল। তারপর খেয়াল করল, ঢোক গিলতে আর কষ্ট হচ্ছে না। প্রথমেই পানি খেল সে।

তারপর নিচু গলায় বলল, 'তোমার আসল নাম কী? ফ্রিট্‌য্, নাকি ফ্রান্‌য্?'

'আমার আসল নাম অ্যাপলডোর।' টমিকে ধরাধরি করে বসিয়ে দিল সে। দু'টুকরো পাউরুটির মাঝখানে একটুকরো পনির রেখে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ স্যাণ্ডউইচটা বানাল, তারপর সেটা ধরল টমির মুখের সামনে।

গোগ্রাসে খেতে শুরু করল টমি। "স্যাণ্ডউইচ" খাওয়া শেষ করে আবার পানি খেল সে। তারপর বলল, 'আমাকে কী করবে তোমরা শেষপর্যন্ত? মেরে ফেলবে?'

জবাব না-দিয়ে গোঁজটা তুলে নিল অ্যাপলডোর মেঝে থেকে।

'কমাণ্ডার হেইডকের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি,' তাড়াহুড়ো করে বলল টমি।

মাথা নাড়িয়ে অস্বীকৃতি জানাল অ্যাপলডোর। টমির মুখের ভিতরে গোঁজ ঢুকিয়ে মুখটা ব্যাণ্ডেজে বেঁধে চলে গেল।

একভাবে বসে আছে টমি, তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। কী করবে, অথবা আদৌ কিছু করার আছে কি না, বুঝতে পারছে না। পিঠের সঙ্গে যদি দেয়াল থাকত তা হলে ভালো হতো—হেলান দিতে পারলে আরাম লাগত। কিন্তু তা-ও করা যাচ্ছে না। একদিকে কাত হয়ে কখন শুয়ে পড়ল মেঝেতে, বলতে

পারবে না। বলতে পারবে না, কখন ঘুমে বন্ধ হয়ে গেল ওর দু'চোখ।

দরজা খেলার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজে ঘুমটা ভাঙল। এবার হেইডক আর অ্যাপলডোর একসঙ্গে ঢুকছে। পট্টি খুলে গোঁজ সরিয়ে নেয়া হলো টমির মুখ থেকে, ওকে বসিয়ে দিয়ে ঢিলে করে দেয়া হলো ওর হাত-পা'র বাঁধন। উঠে বসল টমি।

হেইডকের হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল টমি। নিরীহ গলায় বলল, 'কমাণ্ডার, এসব কী হচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না! কেন আমাকে এভাবে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসা হলো? কেন আমাকে এভাবে হাত-পা বেঁধে...'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছে হেইডক। 'শক্তির অপচয় করে লাভ কী?'

'মানে? ...আপনি সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট, আমি সেটা কাউকে বলবো না—সে-রকমই তো কথা হয়েছিল আমাদের মধ্যে। তা হলে কেন...' হেইডককে আবারও মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল টমি।

'অভিনয় করে কোনও লাভ আছে, মিডোস? আপনি কি ভেবেছেন আপনার এসব কথা বিশ্বাস করবো আমি?'

'নিজেকে কী মনে করেন আপনি?' এবার রেগে যাওয়ার ভান করল টমি। 'আপনার ক্ষমতা যত বড়ই হোক না কেন, আমার সঙ্গে এভাবে আচরণ করতে পারেন না আপনি। বার বার বলছি, আপনার গোপন কথা কারও কাছে বলবো না, তারপরও কি বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে?'

'আমিও কিন্তু বার বার অভিনয় করতে নিষেধ করছি আপনাকে। মনে রাখবেন, আপনি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের একজন অফিসার, নাকি আনাড়ি একজন অপেশাদার গোয়েন্দা, তাতে

কিছু যায়-আসে না আমার। কে আপনাকে পাঠিয়েছে এখানে তা-ও জানতে চাই না। কারণ যে-ই পাঠিয়ে থাকুক, তার কাছে গিয়ে যা দেখেছেন সে-ব্যাপারে রিপোর্ট করতে পারবেন না।'

'কিন্তু পুলিশের কাছে গিয়ে যখন রিপোর্ট করা হবে আমি হারিয়ে গেছি, তখন তারা খুঁজতে শুরু করবে আমাকে।'

দাঁত বের করে নিঃশব্দ হাসি হাসল হেইডক। 'আজ বিকেলে দু'জন পুলিশ অফিসার এসেছিল আমার এখানে। দু'জনই ভালো, আমার বন্ধু। মিস্টার মিডোসের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে ওরা। জিজ্ঞেস করেছে, যেদিন গায়েব হয়ে গেলেন তিনি সেদিন কেমন দেখাচ্ছিল তাঁকে, কী কী বলেছেন তিনি ইত্যাদি। ওরা কল্পনাও করতে পারেনি, যার ব্যাপারে পুছতাছ করছে সে-লোক ওদের পায়ের নিচেই আছে। কল্পনা করবেই বা কীভাবে? নৌবাহিনীর প্রাক্তন কমাণ্ডার হেইডককে সন্দেহ করার সাধ্য আছে কার? পুলিশ নিশ্চিত, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে স্বাভাবিক অবস্থায় এই বাড়ি থেকে বের হয়েছেন আপনি—দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীও আছে। কাজেই আপনিও নিশ্চিত থাকতে পারেন, আর কেউ কখনও খুঁজতে আসবে না আপনাকে এই বাড়িতে।'

'এবং আপনিও এখানে আমাকে সারাজীবন রেখে দিতে পারবেন না।'

'সেটার দরকারও হবে না। আগামীকাল রাতে একটা নৌকা আসবে আমার সেই ছোট্ট গোপন খাঁড়িতে। সেটাতে করে একজায়গায় পাঠানো হবে আপনাকে। ততক্ষণ আপনি জীবিত থাকতেও পারেন, আবার না-ও পারেন। যদি মারা না-যান, নিশ্চিত থাকুন, যে-জায়গায় পাঠানো হবে আপনাকে সেখানে পৌঁছানোর আগে প্রাণ হারাবেন অবশ্যই। যারা নৌকায় আপনার সহযাত্রী হবে, তারা ওই জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে আপনার লাশ নিয়ে যেতেই পছন্দ করবে বেশি।'

'তা হলে দেরি করছেন কেন? গুলি করে মেরে ফেলছেন না কেন আমাকে?'

আবারও দাঁত দেখা গেল হেইডকের। 'এখনও চব্বিশটা ঘণ্টা হাতে আছে, আপনাকে এখনই মেরে ফেললে গুমট আবহাওয়ায় গোপন করতে পারবো না পচা লাশের গন্ধ। কোনও কারণে যদি আবার পুছতাছ করতে আসে পুলিশ, ওদের নাক না-ও এড়াতে পারে গন্ধটা।'

তারমানে, ভাবল টমি, খোলা সাগরে নিয়ে গিয়ে এমন কোথাও আমার লাশ ফেলবে ওরা, যেখান দিয়ে যাত্রীবাহী জাহাজ অথবা মাছ-ধরার নৌকা যায় না সাধারণত। কেউ কখনও খুঁজে পাবে না আমার লাশ, আর পেলেও...

'আমি আসলে একটা কথা জানতে এসেছিলাম,' হেইডকের কথা শুনে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল টমির।

'কী কথা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আপনার জন্য কিছু করতে পারি কি না।'

'মানে!'

'যেমন ধরুন, কাউকে কোনওকিছু জানানোর আছে কি না আপনার, অথবা কাউকে কিছু দিয়ে যেতে চান কি না।'

ফাঁদ, নিঃসন্দেহে।

হেইডক আসলে ভালোমানুষি দেখিয়ে জেনে নিতে চাইছে, আর কে কে আছে টমির সঙ্গে, অথবা আসলেই অন্য কেউ আছে কি না।

তারমানে...টাপেন্স কি এখনও রয়ে গেছে হেইডকের সন্দেহের বাইরে? তারমানে এই খেলায় টমি যদি হেরেও যায়, টাপেন্স হয়তো শেষপর্যন্ত...

'না,' বলল টমি, 'কাউকে কিছু জানানোরও নেই আমার, কাউকে কিছু দেয়ারও নেই। আমি নিঃসঙ্গ মানুষ।'

'আপনার কোনও বন্ধুকে কোনও মেসেজ দেয়ার থাকলে বলতে পারেন। সেটা যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবো আমরা।'

তারমানে হেইডক আসলে তথাকথিত মিস্টার মিডোসের পরিচয় বের করার চেষ্টা করছে।

ভালো, ভাবল টমি, করতে থাকুক। চেষ্টাটা যতক্ষণ চালিয়ে যাবে শয়তানটা, ততক্ষণ বেঁচে থাকার আশা আছে টমির।

'না,' বলল সে, 'কাউকে কোনও মেসেজ দেয়ার নেই আমার।'

'তা হলে আর কী,' অ্যাপলডোরকে ইঙ্গিত করল হেইডক, 'আবারও কিছুক্ষণ একা থাকুন।'

টমির মুখে গোঁজ ঢুকিয়ে মুখটা ব্যাণ্ডেজে পেঁচিয়ে বাঁধল অ্যাপলডোর। তারপর বেরিয়ে গেল হেইডকের পিছু পিছু। তালা লাগিয়ে দিল দরজায়।

সঙ্গে সঙ্গে একরাশ চিন্তা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল টমির উপর।

ওর ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানতে পারেনি হেইডক, এবং সেটা ভেবে ভালো লাগছে ওর। কে পাঠিয়েছে টমিকে, ওর সঙ্গে আর কেউ আছে কি না—এসব জানার জন্য অত্যাচার শুরু করতে পারত, তা-ও করেনি। দলের গোপন খবর দলের-বাইরের কেউ জেনে ফেললে ওই লোককে শেষ করে দেয়াটাই হেইডকদের নিয়ম, আর তা করার জন্যই খবর পাঠিয়েছে জায়গামতো।

প্রফেশনালদের কায়দায় বাঁধা হয়েছে টমিকে, হাজার চেষ্টা করলেও বাঁধন আলগা করতে পারবে না সে। এখনও সচল আছে ওর মস্তিষ্ক, কিন্তু তাতেও লাভ হচ্ছে না খুব একটা, কারণ চিন্তা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না সে মগজ কাজে লাগিয়ে। আচ্ছা, একটা মেসেজের কথা বলল হেইডক...কোনও বুদ্ধি কি বের করা যায় এই ব্যাপারে?

বেশ কিছুক্ষণ ভাবল টমি, কিন্তু কোনও বুদ্ধি বের করতে পারল না।

একটাই ভরসা—টাপেন্স আছে এখনও। কিন্তু টাপেন্সই বা কী করতে পারবে?

একটা ব্যাপারে ঠিক কথাই বলেছে হেইডক: ওকে কেউ জড়াতে পারবে না টমির উধাও হয়ে যাওয়ার সঙ্গে। আসলেই সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে স্বাভাবিক অবস্থায় স্মাগলার্স রেস্ট থেকে বের হয়েছিল টমি, দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীও আছে ঘটনাটার। কাজেই টাপেন্স অন্য যাকেই সন্দেহ করুক না কেন, হেইডককে তা করবে না। টাপেন্স আদৌ কিছু সন্দেহ করবে কি না তা-ই বা কে জানে! সে হয়তো ভাববে; গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্র পেয়েছে টমি, আর সেটার পেছনে লেগেছে কাউকে কিছু না-জানিয়ে।

ইস্‌স্...সন সুসির ড্রাইভওয়েতে তখন যদি আরেকটু সতর্ক থাকত টমি...

সেলারে আলো বলতে গেলে নেই। একদিকের দেয়ালের এককোনায়, মেঝে থেকে বেশ উঁচুতে গরাদের মতো আছে, সেখান দিয়ে একটুখানি আলো আসছে। টমির মুখে যদি গোঁজ ভরা না-থাকত, মুখটা যদি ব্যাণ্ডেজে পেঁচানো না-থাকত, তা হলে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে পারত সে। কিন্তু তাতেও খুব একটা লাভ হতো বলে মনে হয় না। কেউ সম্ভবত শুনতে পেত না টমির চিৎকার।

পরের আধ ঘণ্টা হাত-পা'র বাঁধন আলগা করার জন্য অনেকবার চেষ্টা করল সে, কোনও লাভ হলো না। গোঁজটা যেভাবেই হোক মুখ থেকে বের করে ফেলার চেষ্টা করল বার বার, প্রতিবারই ব্যর্থ হলো। অ্যাপলডোর জানে কীভাবে কারও হাত-পা বাঁধতে হয়, কীভাবে মুখে গোঁজ ঢোকাতে হয়।

বাইরে হয়তো বিকেল, অনুমান করল টমি। কান খাড়া করল

সে। বাড়ির ভিতরে কোনও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। হেইডক সম্ভবত বাইরে কোথাও গেছে। কোথায় গেছে? গল্ফ খেলতে? ক্লাবহাউসে গিয়ে নিশ্চয়ই গল্প করছে অন্যদের সঙ্গে? নিশ্চয়ই মিস্টার মিডোসের ব্যাপারে 'আহা...মানুষটা খুব ভালো ছিল,' জাতীয় কথা বলছে?

টমি টের পেল, রেগে যাচ্ছে সে। এই রাগ ব্যর্থতার—হেইডককে চিনতে পারেনি সে, আরও বড় কথা শয়তানটার হাতে ধরা পড়েছে। ওকে এত সফলভাবে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে হেইডক যে, কোথাও কোনও ক্লু রাখেনি...

কোথাও কোনও ক্লু না-রাখাটাই ফিফ্থ্ কলামের বৈশিষ্ট্য।

কীসের আওয়াজ?

আবারও কান খাড়া করল টমি। অনেক দূর থেকে একটা আওয়াজ আসছে বলে মনে হচ্ছে।

মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ শুনল টমি।

মনে হচ্ছে, গুনগুন করে কোনও গানের সুর ভাঁজছে কেউ, কণ্ঠটা কোনও পুরুষের।

নিজের জন্য আফসোস হলো টমির। মুখে যদি গোঁজ না থাকত ওর...মুখটা যদি বাঁধা না থাকত পট্টি দিয়ে...

আরও কাছিয়ে এল সুরটা। স্মাগলার্স রেস্টের আরও কাছে চলে এসেছে আগন্তুক। ওর গুনগুন আরও স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে টমি এখন। ওর স্মৃতিতে দোলা দিয়ে যাচ্ছে কিছু একটা...

'তুমি যদি পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে হতে, আর আমি যদি হতাম একমাত্র ছেলে...'

উনিশ শ' সতেরো সালের জনপ্রিয় একটা গান। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে, তবুও জনপ্রিয়তা পায় গানটা। টমি নিজেও কতবার গেয়েছে ওই গান!

কিন্তু আগন্তুক তো ঠিকমতো সুর ভাঁজতে পারছে না! গানের

যেসব জায়গায় বিরতি নেই, সেখানে বিরতি দিচ্ছে কেন সে? গানটা কি ঠিকমতো শোনেনি লোকটা?

হঠাৎ করেই উত্তেজিত হয়ে উঠল টমি, টান টান হয়ে গেছে ওর শরীর। আগন্তুকের সুরের সেই "বিরতিগুলো" পরিচিত বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে। পৃথিবীতে মাত্র একজনই আছে যে বিশেষ ওই গানে বিশেষ ওই জায়গাগুলোয় বিরতি দিয়ে দিয়ে গানটার সুর ভাঁজে।

অ্যালবার্ট!

স্মাগলার্স রেস্টের কাছে ঘুরঘুর করছে অ্যালবার্ট। এত কাছে আছে লোকটা, অথচ ওকে নিজের উপস্থিতির ব্যাপারে কিছুই জানাতে পারছে না টমি। হাত-পা বাঁধা ওর, মুখে গোঁজ ভরা...

কিন্তু টমি কি আসলেই অসহায়?

একদিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। গাঢ় ঘুমের সময় যেভাবে নাক ডাকে লোকের, সেভাবে নাক ডাকাচ্ছে, তবে নির্দিষ্ট একটা কায়দায়। একইসঙ্গে একটু পর পর ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে গলা দিয়ে, যত জোরে সম্ভব, এটাও নির্দিষ্ট কায়দায়। আশা করছে, ওর এই অদ্ভুত আওয়াজ ওই গরাদের ফাঁক দিয়ে পৌঁছে যাবে অ্যালবার্টের কানে।

ব্যাপার কী তা দেখার জন্য যদি হাজির হয় অ্যাপলডোর, ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে টমি। ঘুমের মধ্যে নাক ডাকানোটা অস্বাভাবিক কিছু না। অ্যালবার্ট যেভাবে বিরতি দিয়ে দিয়ে সুর ভাঁজছিল, সেভাবে বিরতি দিয়ে দিয়ে আওয়াজ করতে লাগল টমি। কিছুক্ষণ পর খেয়াল করল, বন্ধ হয়ে গেছে অ্যালবার্টের গুনগুন।

সে কি কিছু বুঝতে পেরেছে?

টাপেন্স বিদায় নেয়ার পর কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকল অ্যালবার্ট।

আসলে কীভাবে কী করবে তা ভাবছে।

তারপর প্রথমেই রওয়ানা দিল সন সুসির উদ্দেশে। ধীর পায়ে হাঁটছে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে বার বার। অস্বাভাবিক যে-কোনওকিছু খেয়াল করার চেষ্টা করছে।

সন সুসির কাছাকাছি পৌঁছে গেল একসময়। দূর থেকে টানা পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাকল বোর্ডিংহাউসটার ড্রাইভওয়ের দিকে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু নজরে পড়ল না ওর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরল সে, রওয়ানা দিল স্মাগলার্স রেস্টের দিকে।

পড়ন্ত বিকেল। পাহাড়ি ঢালের এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যালবার্ট, ঝোপঝাড় আর বিক্ষিপ্তভাবে-জন্মানো কয়েকটা গাছের আড়ালে থাকার চেষ্টা করছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্মাগলার্স রেস্টের দিকে।

বাড়ির চারদিকে সাদা-রঙকরা কতগুলো খাটো তক্তার বেড়া দেয়া। অনতিদূরের ঘেসো জমিনে অলস চড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ভেড়া। ড্রাইভওয়ে ধরে বেরিয়ে এল একটা গাড়ি, ভোঁ করে বেরিয়ে গেল অ্যালবার্টকে পাশ কাটিয়ে। ড্রাইভিংসীটে বিশালদেহী এক পুরুষ, তার পাশের সীটে কয়েকটা গল্ফ-ক্লাব। গাড়িটা পাহাড়ি পথ ধরে ছুটে যাচ্ছে সম্ভবত গল্ফ মাঠের উদ্দেশে।

নিশ্চয়ই কমাণ্ডার হেইডক, ভাবল অ্যালবার্ট।

পুরো বাড়িটা আরেকবার চক্কর দিল সে। ছিমছাম সুন্দর একটা বাড়ি। বাইরে চমৎকার একটা বাগান। চারদিকে মনোরম পরিবেশ। সবকিছু শান্ত, স্বাভাবিক।

গুনগুন করতে শুরু করল অ্যালবার্ট, 'তুমি যদি পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে হতে, আর আমি যদি হতাম একমাত্র ছেলে...'

বাড়ির একটা পার্শ্বদরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা লোক। ওর একহাতে একটা নিড়ানি। বাড়ির পেছনদিকে কোথায় যেন চলে গেল সে।

পায়ে পায়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অ্যালবার্ট, কান খাড়া। বাগানটা পার হলো, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে অচেনা লোকটা যেদিকে গেছে সেদিকে। একসময় পার্শ্বদরজা ছাড়িয়ে হাজির হলো বাড়ির পেছনদিকের এককোনায়।

কিছুটা দূরে বেশ বড় ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে, সব্জির বাগান করা হয়েছে সেখানে। মন দিয়ে আগাছা সাফ করছে নিড়ানিওয়ালা।

কয়েক মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে লোকটার কাজ দেখল অ্যালবার্ট। তারপর নিঃশব্দে সরে এল। এখন ওর মনোযোগ স্মাগলার্স রেস্টের উপর।

ছিমছাম একটা বাড়ি, আবারও ভাবল সে। নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন অফিসার এখানে থাকতে চাইবে না তো কোথায় চাইবে? তারপরও, অ্যালবার্টের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মন বলছে, কোথাও-না-কোথাও কোনও-না-কোনও একটা "কিন্তু" আছে।

মিস্টার বেরেসফোর্ডকে সন সুসির দরজায় শেষবার দেখেছে বলে পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে দু'জন লোক, কিন্তু তারা যে সত্যি কথা বলেছে তার নিশ্চয়তা কী? কাল রাতে এই বাড়িতে সাপার করেছেন মিস্টার বেরেসফোর্ড, তারপর বের হতে পেরেছেন তিনি এখান থেকে—নিশ্চয়তা কী?

বলা হচ্ছে, সন সুসির এক বা একাধিক বাসিন্দা জার্মান গুপ্তচর, লিয়াহ্যাম্পটনের অন্য কারও বেলায় বলা হচ্ছে না কেন কথাটা? কমাণ্ডার হেইডককে কেন সন্দেহ করছে না কেউ?

আবার গুনগুন করে গাইতে শুরু করল সে, 'তুমি যদি পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে হতে, আর আমি যদি হতাম একমাত্র ছেলে...'

নির্দিষ্ট বিরতিতে গান থামাচ্ছে, একইসঙ্গে আবারও চক্কর দিচ্ছে পুরো বাড়িটাকে, তবে এবার খুব কাছ থেকে।

আশ্চর্য...কমাণ্ডার হেইডক কি তাঁর বাড়ির ভিতরে শূকর পালেন? নইলে বাড়ির ভিতর থেকে ও-রকম ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ আসছে কীসের? আসলে...বাড়ির ভিতর থেকে না, মনে হচ্ছে...বাড়ির নিচ থেকে...ভূগর্ভস্থ কোনও ঘর থেকে আসছে আওয়াজটা। আর শুধু ঘোঁতঘোঁতই না, অদ্ভুত এক গড়গড়ানিও শোনা যাচ্ছে একটু পর পর।

একই জায়গায় শূকর আর বনবিড়াল?

নাকি...ভূগর্ভস্থ কোনও কক্ষে পড়ন্ত এই বিকেলে নাক ডাকাচ্ছে কেউ? চুপচাপ শান্ত এই পরিবেশে কাজ না-থাকলে ঘুম আসতে পারে যে-কারও, কিন্তু ভূগর্ভস্থ কক্ষ...বলা ভালো সেলারে কেন?

সেলার?

অদ্ভুত ওই আওয়াজের উৎসের দিকে আরেকটু এগোল অ্যালবার্ট। বার বার তাকাচ্ছে এদিকেওদিকে।

উঁচু-নিচু জমিনের একদিকে গজিয়ে আছে বড় বড় ঘাস, উবু হয়ে বসে দু'হাত দিয়ে সেগুলো সরানোমাত্র দেখা গেল কয়েকটা গরাদে। "শূকর" আর "বনবিড়ালের" ডাক ততক্ষণে আরও জোরালো হয়েছে।

আওয়াজটার প্রতি নিজের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল অ্যালবার্ট।

যদি শূকরের ডাককে "ডট", আর বনবিড়ালের ডাককে "ড্যাশ" কল্পনা করা হয়, তা হলে সেলারের ভিতর থেকে যে-আওয়াজ আসছে তা এ-রকম: ডট ডট ডট, ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ, ডট ডট ডট...

এস.ও.এস.!

সেলারের ভিতর থেকে এস.ও.এস. পাঠাচ্ছে কেউ!

আরেকবার এদিকওদিক দেখে নিয়ে গরাদের কাছে মুখ

নামাল অ্যালবার্ট, চাপা গলায় বলল, 'মিস্টার বেরেসফোর্ড?'

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ডট ডট আর ড্যাশ ড্যাশ, মনে হলো সর্বশক্তিতে গুঙিয়ে উঠেছে কেউ।

একটা গরাদের গায়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কয়েকবার টোকা দিল অ্যালবার্ট, নির্দিষ্ট একটা মেসেজ জানিয়ে দিল টমিকে। তারপর চট করে সরে পড়ল গরাদের কাছ থেকে।

তেরো

সারারাত শুধু ছটফটই করতে পারল টাপেন্স, ঘুমাতে পারল না।

সকালে যখন ব্রেকফাস্ট খেতে নামল, দেখল, ওর নামে একটা পোস্টকার্ড আর একটা চিঠি এসেছে। তিন কাল্পনিক ছেলে ডগলাস, রেমণ্ড বা সিরিলের কেউই পাঠায়নি ওগুলো।

প্রথমেই পোস্টকার্ডটা হাতে নিল টাপেন্স। ওটাতে লেখা আছে:

'আগে কিছু লিখিনি, দুঃখিত। সবকিছু ঠিক আছে। মডি।'

এবার চিঠিটা খুলল টাপেন্স।

প্রিয় প্যাট্রিশিয়া,

গ্রেইসি আন্টির শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তাররা সোজাসাপ্টা কিছু বলছেন না, কিন্তু আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই যদি তাঁকে দেখতে চাও, তা হলে আজই চলে এসো। চেষ্টা করে দেখো দশটা বিশের ট্রেন ধরতে পারো কি না। য়ারো'র স্টেশনে আমার এক বন্ধু গাড়ি নিয়ে

অপেক্ষা করবে তোমার জন্য।

শনির দশা চলছে আমাদের সবার, অবস্থা একটু ভালো হলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা করার ইচ্ছা আছে।

পেনিলোপ প্লেইন।

টাপেন্সের মন এমনিতেই খারাপ, তাই মন খারাপের অভিনয় করতে বেশি কষ্ট করতে হলো না ওকে। চিঠিটা নামিয়ে রাখার সময় বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

কী হয়েছে, জানতে চাইলেন মিসেস ও'রুর্ক।

চিঠির বিষয়বস্তু জানাল টাপেন্স। গ্রেইসি আণ্টি ওর কত কাছের মানুষ এবং তাঁর কী হয়েছে, তা-ও বলল।

'অসুখটার সঙ্গে পরিচয় আছে আমার,' বললেন মিস মিণ্টন, টাপেন্সের দুঃখে সমব্যথী হয়েছেন অথবা হওয়ার ভান করছেন তিনি। 'সেলিনা, মানে আমার এক খালাতো বোনের হয়েছিল ওই অসুখ। শোথ রোগ খুব খারাপ জিনিস। আপনার আণ্টির কি ডায়াবেটিস আছে?'

'মনে হয় না। তবে কিডনির জটিলতায় ভুগছেন তিনি।'

কেমন অদ্ভুত এক হাসি দেখা যাচ্ছে মিসেস ও'রুর্কের ঠোঁটের কোনায়। 'আপনার আণ্টি মরলে আপনি কি উত্তরাধিকারসূত্রে টাকাপয়সা কিছু পাবেন? যদি তা-ই হয়, তা হলে মন খারাপ করছেন কেন? আপনার তো খুশি হওয়া উচিত।'

মিসেস ও'রুর্কের কথা শুনে গা জ্বলে যাওয়ার মতো অবস্থা টাপেন্সের, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল সে। বলল, 'আমি আসলে আমার ছেলে সিরিলের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছি বেশি। গ্রেইটি আণ্টির খুব অনুরক্ত সে, আণ্টিও খুব পছন্দ করেন ওকে। আণ্টির যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে...'

ব্রেকফাস্টের পর দর্জির দোকানে ফোন করল টাপেন্স। সেখানে গিয়ে একটা কোট আর একটা স্কার্টের মাপ দেয়ার কথা

ছিল, বাতিল করল সেটা। খুঁজে বের করল মিসেস পেরেন্নাকে, তাঁকে জানাল দু'-এক দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে সে।

ভাবের কোনও পরিবর্তন হলো না মিসেস পেরেন্নার চেহারায়। কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে কিছুটা।

'মিস্টার মিডোসের কোনও খবর নেই এখনও,' বললেন তিনি। 'ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে।'

'আমি নিশ্চিত খারাপ কিছু হয়েছে তাঁর,' বলল টাপেন্স। 'প্রথম থেকেই সেটা বলছি আমি।'

'এবং প্রথম থেকে আমিও বলছি, দুর্ঘটনা ঘটলে সেটা কোনও-না-কোনওভাবে জানতে পারতাম আমরা।'

'কী মনে হয় আপনার—কী হয়েছে মিস্টার মিডোসের?'

মাথা নাড়লেন মিসেস পেরেন্না। 'কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার বোর্ডিংহাউসের ড্রাইভওয়ে থেকে যেখানেই গিয়ে থাকুন না কেন তিনি, স্বেচ্ছায় যাননি।'

'কেন মনে হচ্ছে কথাটা?'

'কারণ যদি তিনি তা করতেন, কাউকে-না-কাউকে দিয়ে খবর পাঠাতেন। তাঁকে খেয়ালি মানুষ বলে মনে হয়নি আমার। তবে...' কথাটা বলার আগে টাপেন্সের চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মিসেস পেরেন্না। 'মিস্টার মিডোসকে কিন্তু ভালোমতো চিনি না আমরা।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'আমার কথা অন্যভাবে নেবেন না দয়া করে। আমি আসলে বিশ্বাস করি না কথাটা।'

'কী বিশ্বাস করেন না?'

'মিস্টার মিডোসকে নিয়ে যে-গল্প চালু হয়েছে সেটা।'

'কী গল্প চালু হয়েছে মিস্টার মিডোসকে নিয়ে? আমি তো

কিছু শুনিনি?'

'আসলে...যারা বলাবলি করছে ওসব তারা হয়তো কিছু জানায়নি অথবা জানাতে চায়নি আপনাকে। মিস্টার কেইলি প্রথম তুলেছিলেন কথাটা, আস্তে আস্তে সবাই...। যা-হোক, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে মিস্টার মিডোস একজন রহস্যমানব।'

কিছু বলল না টাপেন্স, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

'ওরা বলছে...মিস্টার মিডোস নাকি একজন জার্মান এজেন্ট। তিনি নাকি তথাকথিত ভয়ঙ্কর ফিফ্‌থ্ কলামের একজন লোক।'

'বাজে কথা।'

'আমারও তা-ই মনে হয়। তবে...ওই জার্মান ছোকরা কার্লের সঙ্গে কিন্তু অনেকবার দেখা গেছে মিস্টার মিডোসকে। ওদের দু'জনকে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কথাও বলতে দেখেছে কেউ কেউ। তাই অনেকের ধারণা, ওরা দু'জন একই দলের লোক। অন্তত কার্ল যে জার্মান এজেন্ট ছিল, তা তো প্রমাণিত হয়েই গেছে।'

'বেচারী শিলা!' উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বলল টাপেন্স।

মিসেস পেরেন্নার দু'চোখ যেন জ্বলে উঠল। 'মন ভেঙে গেছে আমার মেয়েটার। কিছুটা হলেও হতাশ হয়েছি আমি নিজেও। মন দেয়া-নেয়ার জন্য আর কি কোনও ছেলে পেল না সে?'

'আপনার মেয়ে অন্য কোনও ছেলেকে পেয়েছে কি পায়নি জানি না আমরা,' পোর্চের দরজার কাছ থেকে শোনা গেল মিসেস ও'রুর্কের কণ্ঠ, 'কিন্তু এখানকার পুলিশ এখনও জানতে পারেনি কীভাবে উধাও হয়ে গেলেন মিস্টার মিডোস, এবং এখন কোথায় আছেন তিনি। ...কাবাবে হাড্ডি হচ্ছি না তো?'

'না, না, আসুন,' মিসেস ও'রুর্ককে দেখামাত্র আমূল পরিবর্তন ঘটেছে মিসেস পেরেন্নার চেহারার ভাবে। 'মিস্টার মিডোসকে নিয়েই কথা বলছিলাম আমরা।'

আগে বাড়লেন মিসেস ও'রুর্ক। 'প্রথম থেকেই মিস্টার মিডোসের কিছু একটা গড়বড় লাগছিল আমার কাছে। আগে ব্যবসা করতেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন, মনের মতো করে অবসর কাটানোর জন্য এসেছেন লিয়াহ্যাম্পটনে—কথাগুলো কেন যেন মেনে নিতে পারছিলাম না। তাঁর উপর নজর রাখতে শুরু করি। এবং কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারি, এখানে আসার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তাঁর।'

'আর তাই পুলিশ তাঁর পিছে লেগেছে বুঝতে পারমাত্র গা ঢাকা দিয়েছেন তিনি—সেটাই বলতে চান?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। যা বলার তা অন্যরা ইতোমধ্যেই বলে ফেলেছে। আলোচনাটা আপনার কান এড়িয়ে গেছে সম্ভবত।'

এসব কথাবার্তা আর ভালো লাগছে না টাপেন্সের, নিজের ঘরে চলে এল সে। মিস্টার ও মিসেস কেইলির রুম থেকে একছুটে বেরিয়ে এল বেটি, দুষ্টুমি খেলা করছে ওর চেহারায়।

'এই যে,' বেটিকে ডাক দিল টাপেন্স, 'দুষ্টু কোথাকার, কী করছ?'

খিলখিল করে হেসে উঠল বেটি। 'গুসি গুসি গ্যাণ্ডার...'

'হুইদার উইল ইউ ওয়াণ্ডার?' মেয়েটার সঙ্গে সুর মেলাল টাপেন্স, কোলে তুলে নিল ওকে। 'আপস্টেয়ার্স!' মাথার উপর তুলে ধরল মেয়েটাকে। 'ডাউনস্টেয়ার্স!' মেয়েটাকে নামিয়ে দিল মেঝেতে।

ঠিক তখনই নিজের ঘর থেকে বের হলো মিসেস স্প্রট। বেটিকে বলল, 'চলো, বাইরে যাই।'

'লুকোচুরি?' টাপেন্সের দিকে তাকিয়ে খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল বেটি। 'লুকোচুরি?'

'এখন লুকোচুরি খেলার সময় নেই, মা,' বলল মিসেস স্প্রট।

নিজের ঘরে ঢুকল টাপেন্স। কখনোই হ্যাট পরে না সে, কিন্তু এখন পরল মাথায়। কারণ টাপেন্স বেরেসফোর্ডের সঙ্গে কিছুটা হলেও পার্থক্য রাখতে চায় প্যাট্রিশিয়া ব্লেনকেনসপের। হ্যাট কাবার্ডের সামনে থেকে সরে আসতে যাবে, এমন সময় খেয়াল করল ব্যাপারটা।

হ্যাটগুলো যেটা যেভাবে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেটা সেভাবে নেই।

তারমানে...কেউ কি ঢুকেছিল ওর ঘরে? কেউ কি সার্চ করেছে ওর ঘর? করুক, সমস্যা নেই। এমন কিছু পাবে না ওরা যার কারণে ফেঁসে যাবে মিসেস ব্লেনকেনসপ।

পেনিলোপ প্লেইনের চিঠিটা ড্রেসিংটেবিলের উপর রেখে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল টাপেন্স, সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে এল বাড়ির বাইরে।

সন সুসির সদর-দরজা দিয়ে যখন বের হচ্ছে সে, তখন দশটা বাজে। হাতে প্রচুর সময় আছে।

হাঁটতে হাঁটতেই মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল টাপেন্স। উপরের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে, তাই ওর পা পড়ল পানিভর্তি একটা গর্তে; হোঁচট খেল সে। কিন্তু পাত্তা দিল না, এগিয়ে চলল। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি টের পাচ্ছে।

সফলতা...যে-উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তাতে সফলতা আসতে আর বেশি দেরি নেই।

পাড়া গাঁ'র রেলস্টেশনগুলো সাধারণত যে-রকম হয়, য়ারো'র স্টেশনটাও ঠিক তেমন। মূল গ্রামটা স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে।

স্টেশনের বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে। ড্রাইভিংসীটে বসে আছে সুদর্শন এক যুবক। টাপেন্সকে দেখে পরনের ক্যাপ

খুলল সে, পরে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

এদিকওদিক তাকিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল টাপেন্স। চলতে শুরু করল গাড়িটা। গ্রামের দিকে যাচ্ছে না ওটা, খেয়াল করল টাপেন্স, বরং গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ি পথ ধরে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। কিন্তু একটা পাহাড়কে কেন্দ্র করে খানিকটা "আবর্তন" করার পর উপরের দিকে উঠতে শুরু করল রাস্তাটা। একজায়গায় গিয়ে গতি কমাল ড্রাইভার, গাড়ি নিয়ে উঠে পড়ল একটা পার্শ্বরাস্তায়, একটা খাড়া পাহাড়ি ঢালকে একপাশে রেখে আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে আরও উপরের দিকে। এমন এক জায়গায় গিয়ে গাড়ি থামাল সে, যেখানে জড়াজড়ি করে আছে বেশ কয়েকটা গাছ।

একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল ওই জায়গায়, গাড়িটা আসতে দেখে আড়াল ছেড়ে বের হলো।

গাড়ি থেকে নামল টাপেন্স। অ্যান্থনি মার্সডন দাঁড়িয়ে আছে।

'মিস্টার বেরেসফোর্ডের খোঁজ পেয়েছি আমরা,' কোনও সম্ভাষণ বা ভূমিকায় না-গিয়ে সরাসরি বলল টনি। 'বেঁচে আছেন তিনি, তবে বন্দি হয়ে আছেন স্মাগলার্স রেস্টে। যা করার জলদি করতে হবে আমাদেরকে, কারণ আমার মনে হয় না মিস্টার বেরেসফোর্ডকে বেশি সময় দেবে কমাণ্ডার হেইডক।'

টমির অপহরণের পেছনে কমাণ্ডারের হাত আছে—খবরটা হজম করতে সময় লাগল টাপেন্সের। এ-ব্যাপারে যা যা জানা দরকার, তার প্রায় সবই জেনে নিল সে টনির কাছ থেকে। তারপর দূরের কতগুলো গাছের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'আমাকে এখানে আসতে বলার কারণ?'

ওই গাছগুলোর সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে ক্যানভাস দিয়ে বানানো কিছু একটা, এত দূর থেকে ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না ওটা কী।

'দেখে ফেলেছেন তা হলে!' টাপেন্স কোন্‌দিকে তাকিয়ে আছে এবং ওর প্রশ্নটার মানে কী তা বুঝতে পেরে বলল টনি। 'ওটা একটা প্যারাশুট। ওটার সাহায্যে এক জার্মান এজেন্ট নেমেছে এখানে। ল্যাণ্ডিংটা মোটামুটি নিরাপদই ছিল, কিন্তু ধরা পড়তেও বেশি সময় লাগেনি মহিলার।'

'মহিলা?'

'হ্যাঁ। হাসপাতালের নার্সের বেশ ধারণ করেছিল সে।'

'তা-ও ভালো...নানের বেশভূষা ধারণ করেনি। লোমশ পেশীবহুল হাতের "অধিকারিণী" বেশ কিছু নানের কথা শোনা যাচ্ছে ইদানীং।'

'ওই মহিলা নার্সও না, নানের ছদ্মবেশে লুকিয়ে-থাকা কোনও পুরুষও না। তবে সে যে একজন জার্মান এজেন্ট সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমাদের। ওর উচ্চতা মাঝারি। মাঝবয়সী। হালকাপাতলা শরীর, কালো চুল।'

'আমার মতোই,' বলল টাপেন্স।

'ওর জামার পকেট থেকে জার্মান ভাষায় লেখা একটা নোট পাওয়া গেছে। তাতে লেখা ছিল: লেদারব্যারো—স্টোন ক্রস। পুবদিক। ১৪ সেইন্ট অ্যাসাল্‌ফ্‌'স রোড। ডক্টর বিনিয়ন।'

মুখ তুলে তাকাল টাপেন্স। পাহাড়ি রাস্তাটা উঠে গেছে আরও উপরের দিকে। শেষমাথায় যেখানে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে রাস্তাটা, সেখানে একটা স্টোন ক্রস দেখা যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে টনির দিকে তাকাল টাপেন্স।

'ওটাই,' বলল টনি। 'সাইনপোস্ট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে ওই জায়গা ধরে পুবদিকে গেলে পাওয়া যাবে সেইন্ট অ্যাসাল্‌ফ্‌'স রোড।'

'কতদূর যেতে হবে?'

'মাইল পাঁচেক।'

মুচকি হাসল টাপেন্স। 'লাঞ্চের আগে পাঁচ মাইল হাঁটা নেহাৎ মন্দ না। আশা করি ডক্টর বিনিয়নের সঙ্গে দেখা হলে আমাকে লাঞ্চ অফার করবেন তিনি।'

'জার্মান ভাষা পারেন, মিসেস বেরেসফোর্ড?'

'টুকটাক।'

'কাজটা কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে আপনার জন্য।'

'অস্বীকার করছি না। কিন্তু ডক্টর বিনিয়নের জানার কথা না, ধরা পড়েছে প্যারাশুটিস্ট জার্মান এজেন্ট, এবং ওই মহিলার বদলে তাঁর কাছে পাঠানো হচ্ছে আমাকে। একজন প্যারাশুটিস্টের ধরা পড়ার খবরও বোধহয় জানে না এই এলাকার লোকজন।'

'না, জানে না। ওই মহিলার ব্যাপারে চীফ কন্সটেবলের কাছে রিপোর্ট করেছিল আমাদের দু'জন লোক, এখন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই আছে দু'জনই।'

'প্যারাশুটটা সরিয়ে নেয়া হয়নি এখন পর্যন্ত। কৌতূহলী লোকজন অনেককিছু অনুমান করে নিতে পারে। বিশেষ করে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন।'

হাসল টনি। 'মাই ডিয়ার মিসেস বেরেসফোর্ড, এই জায়গায় প্রতিদিনই দু'-একজন প্যারাশুটিস্ট ল্যাণ্ড করে। তাদের কেউ আমাদের লোক, কেউ আবার ভিনদেশী। আজ পর্যন্ত প্রায় শ'খানেক প্যারাশুটিস্ট ল্যাণ্ড করার রেকর্ড আছে এখানে। কাজেই আমার মনে হয় এখানকার লোকজনের কৌতূহল থিতিয়ে এসেছে এতদিনে।'

'ঠিক আছে, কাজ শুরু করা যাক তা হলে।'

'আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা-পুলিশ আছেন, মেকআপ-এক্সপার্ট। আসুন আমার সঙ্গে।'

কাছের একটা ঝোপের আড়ালে ভগ্নপ্রায় একটা চালাঘর আছে, ওটার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মাঝবয়সী এক মহিলা।

টাপেন্সকে আপাদমস্তক দেখল সে, তারপর অনুমোদন দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

চালাঘরের ভিতরে ঢুকল টাপেন্স, উল্টো করে রাখা একটা প্যাকিংকেসের উপর বসল। তথাকথিত মেকআপ-এক্সপার্টের কাছে সঁপে দিল নিজেকে। কাজ শুরু করল ওই মহিলা। একটানা বেশ কিছুক্ষণ কাজ করল সে, তারপর আবারও অনুমোদন দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ভালোমতোই সাজাতে পেরেছি আপনাকে।' টনির দিকে তাকাল। 'আপনার কী মনে হয়, স্যর?'

'বেশ ভালো,' বলল টনি।

হাত বাড়িয়ে ওই মহিলার কাছ থেকে আয়না নিল টাপেন্স, নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। বিস্ময়ে আরেকটু হলে চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু সামলাল নিজেকে।

ভ্রূ'র আকৃতি এমনভাবে বদল করা হয়েছে যে, চেহারার অভিব্যক্তি পাল্টে গেছে আমূল। কোঁকড়ানো নকল চুল লাগানো অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে মাথার দু'পাশে, দুই কানের সঙ্গে; ফলে টান টান হয়ে গেছে চোখের পাশের চামড়া। বিশেষ একজাতের আঠা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে নাকে, ফলে পরিবর্তিত হয়ে গেছে নাকের গড়ন, ওটা এখন চঞ্চুর মতো দেখাচ্ছে। মুখের দুই পাশে বেশ কয়েকটা রেখা এঁকে সেগুলো নামিয়ে দেয়া হয়েছে থুঁতনির দিকে, ফলে টাপেন্সের বয়স যেন একধাক্কায় বেড়ে গেছে কয়েক বছর। ওর দিকে যদি তাকায় কেউ, প্রথম দেখায় বলবে, সে আত্মতুষ্ট একজন মহিলা, তবে চেহারাটা বোকাটে।

'সাবধান থাকতে হবে আপনাকে,' বলল মেকআপ-এক্সপার্ট, ইণ্ডিয়া-রাবারের দুটো ফালি দিল টাপেন্সকে। 'আপনার গালে এগুলো লাগিয়ে দেবো নাকি?'

'এগুলো লাগালে কী লাভ হবে আমার?'

'ফোলা ফোলা দেখাবে আপনার চেহারা। ফলে আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে আপনার শত্রুরা।'

'তা হলে লাগিয়ে দিন।'

ইণ্ডিয়া রাবারের ফালি দুটো লাগিয়ে দেয়া হলো টাপেন্সের দুই গালে।

চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেল টনি। মেকআপ এক্সপার্টের দিকে উল্টো ঘুরে পরনের কাপড় খুলে ফেলল টাপেন্স, নার্সের কাপড় পরে নিল। কাঁধের কাছে একটু টাইট হয়েছে, ওটা বাদ দিয়ে বললে ভালোই ফিটিং হয়েছে। সবশেষে একটা গাঢ় নীল বনেট যখন মাথায় দিল সে, তখন নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না, আয়নায় কাকে দেখছে।

চৌকোনা শক্ত সোলের জুতা পরতে বলা হলো ওকে, কিন্তু মানা করে দিল সে। বলল, 'পাঁচ মাইল হাঁটতে হবে। নতুন কোনও জুতা পরে পায়ে ফোস্কা ফেলতে চাই না। আমি বরং আমার জুতাই পরে থাকি।'

গাঢ় নীল রঙের একটা হ্যাণ্ডব্যাগ দেয়া হলো ওকে, বেশ কৌতূহল নিয়ে জিনিসটা খুলল সে, ভিতরে কী আছে দেখছে। পাউডার আছে, তবে কোনও লিপস্টিক নেই। ইংলিশ মুদ্রায় কিছু খুচরো টাকা আছে। একটা রুমাল আর একটা আইডি কার্ড পাওয়া গেল। কার্ডটা হাতে নিল টাপেন্স। নাম-ঠিকানা দেখল।

ফ্রেডা এল্টন, ৪ ম্যানচেস্টার রোড, শেফিল্ড।

কার্ডটা জায়গামতো রেখে দিল টাপেন্স, নিজের পাউডার আর লিপস্টিকও ঢুকাল। উঠে দাঁড়াল, গোপন মিশনের জন্য প্রস্তুত।

চেহারায় অপরাধবোধ নিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে আছে টনি। বলল, 'আপনাকে এভাবে পাঠাচ্ছি ওখানে...আমার নিজের কাছেই খারাপ লাগছে। কিন্তু না-করেও পারছি না কাজটা। প্রথম

কারণ মিস্টার বেরেসফোর্ড—বাঁচাতে হবে তাঁকে। আর দুই, কবে কখন হামলা করার পরিকল্পনা করেছে জার্মানরা, তা জানাটা খুবই জরুরি।'

ওর কাঁধে মৃদু চাপড় দিল টাপেন্স। 'চিন্তার কিছু নেই। এ-রকম কাজ আগেও করেছি, তাই অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তা ছাড়া কাজটা উপভোগ করছি আমি।'

টনি বলল, 'এত জায়গা থাকতে কেন ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিল ডেব, বুঝতে পারছি এবার।'

বাড়িটার নম্বরপ্লেটে লেখা: ডক্টর বিনিয়ন, ডেন্টাল সার্জন, ১৪ সেইন্ট অ্যাসাল্‌ফ্‌'স রোড।

তারমানে ডক্টর বিনিয়ন আসলে ডাক্তার না।

চোখের কোনা দিয়ে রাস্তার অপরপাড়ের দিকে তাকাল টাপেন্স। রেসিংকারের মতো দেখতে একটা গাড়িতে বসে আছে টনি, এমন ভান করছে যেন অপেক্ষা করছে কারও জন্য, কিন্তু আসলে ওর সমস্ত মনোযোগ এই বাড়ির উপর।

এখানে আসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার সময় একটা ঘটনা ঘটেছে। শহরের উপর দিয়ে দু'বার উড়ে গেছে দুটো প্লেন, টাপেন্সের ধারণা ওগুলো শত্রুপক্ষের। জার্মানরা আসলে নিশ্চিত হতে চায়, চিরকুটে লেখা ঠিকানায় একাই যাচ্ছে নার্স "ফ্রেডা এল্টন"।

মেকআপ-এক্সপার্ট সেই মহিলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে এখানে হাজির হয়েছে টনি। লেদারব্যারো থেকে ঠিক কখন রওয়ানা দিলে, ডক্টর বিনিয়নের বাড়িতে টাপেন্স ঢোকার আগেই জায়গামতো আসতে পারবে, তা হিসেব করেছিল সে; মিলে গেছে সেটা।

দরজার ঘণ্টা বাজাল টাপেন্স। বুঝতে পারছে, সিংহের খাঁচায়

ঢুকতে যাচ্ছে, কিন্তু সে-ব্যাপারে তেমন কোনও দুশ্চিন্তা নেই ওর মনে। বরং ভাবছে টনি আর ডেব্রার সম্পর্কের ব্যাপারে। ওরা দু'জন দু'জনকে ঠিক কতখানি পছন্দ করে?

খুলে গেল দরজাটা।

বয়স্কা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখভাব দেখলে মনে হয়, সহজে বিচলিত হওয়ার মতো মানুষ না সে। চেহারাটা ঠিক ইংরেজদের মতো না।

'ডক্টর বিনিয়ন?' বলল টাপেন্স।

টাপেন্সকে আপাদমস্তক দেখল মহিলা। 'আপনি মনে হয় নার্স এল্টন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ডাক্তার সাহেবের সার্জারিতে আসুন।'

ভিতরে ঢুকল টাপেন্স, কয়েক পা এগোল। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা হলরুমে দাঁড়িয়ে আছে টাপেন্স এখন। ঘরের মেঝেতে লিনোলিয়াম বিছানো।

পথ দেখিয়ে টাপেন্সকে বাড়ির উপরতলায় নিয়ে গেল বয়স্কা মহিলাটা। সার্জারির দরজা খুলে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তার সাহেব আসছেন।'

ভিতরে ঢুকল টাপেন্স।

সার্জারির দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল মহিলাটা।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে টাপেন্স। খুবই সাধারণ একটা ডেন্টিস্ট সার্জারি। ডেন্টিস্ট চেয়ারটা একনজর দেখল সে। ঝকঝক করছে ওটা। ওখানে কেউ কখনও শুয়েছিল কি না সন্দেহ।

টাপেন্স ভাবছে, কে এই ডক্টর বিনিয়ন? কোনও আগন্তুক? লোকটাকে কি আগে কখনও দেখেছে সে? নাকি ডক্টর বিনিয়ন কোনও মহিলা? হয়তো...

সার্জারির দরজাটা খুলে গেল এমন সময়। ঘুরল টাপেন্স।

দরজা জুড়ে যে-লোক দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল টাপেন্স। লোকটা কোনও আগন্তুক না। এবং লোকটাকে আগে একাধিকবার দেখেছে সে। আরও বড় কথা, ওই লোকই যে ডক্টর বিনিয়ন, তা কখনও কল্পনাও করেনি সে।

সার্জারির ভিতরে পা রাখল কমাণ্ডার হেইডক।

চোদ্দ

এতক্ষণ মোটামুটি নির্বিকার ছিল টাপেন্স, এবার যেন টের পাচ্ছে নিজের হৃৎস্পন্দন। যে-লোকের সেলারে বন্দি হয়ে আছে টমি, সে-লোক এখন দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। শয়তানটা কি দেখামাত্র চিনে ফেলেছে টাপেন্সকে?

বিস্ময় বা দুশ্চিন্তার কোনও ছাপ যাতে না-পড়ে চেহারায়, সে-ব্যাপারে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে টাপেন্স।

'এসেছ তা হলে!' বদ্ধ সার্জারির ভিতরে গমগম করে উঠল কমাণ্ডারের কণ্ঠ।

ইংরেজিতে কথা বলছে লোকটা!

এবং ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে না কিছু সন্দেহ করেছে সে।

'হ্যাঁ,' বলল টাপেন্স। তারপর, যেন নিজের পরিচয় দিচ্ছে এমনভাবে বলল, 'নার্স এল্টন।'

যেন কৌতুক শুনেছে এমনভঙ্গিতে হাসল হেইডক। 'নার্স এল্টন! চমৎকার!' টাপেন্সকে দেখল আপাদমস্তক, দৃষ্টিতে কিছুটা হলেও প্রশংসা।

কিছু বলল না টাপেন্স, ঘাড়টা একদিকে কাত করল শুধু। চাইছে যা বলার হেইডকই বলুক।

'সময় নষ্ট না-করে কাজের কথায় চলে যাই,' বলল হেইডক। 'কী করতে হবে তোমাকে, বলছি। আগে বসো।'

সুবোধ বালিকার মতো বসে পড়ল টাপেন্স। 'আপনার সঙ্গে দেখা করে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভালোমতো জেনে নিতে বলা হয়েছে আমাকে।'

'পরবর্তী করণীয়?' মুচকি হাসল হেইডক।

একটুখানি উপহাস কি ছিল লোকটার কণ্ঠে?

'তারিখটা জানো তো?'

'চার,' বলল টাপেন্স।

একটু যেন চমকে উঠল হেইডক। ওর ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'জানো তা হলে?'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'সন সুসি,' বলল হেইডক।

কিছু বলল না টাপেন্স, অপেক্ষা করছে।

'নামটা শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল হেইডক।

'না।'

'শোনোনি?'

'না।'

হাসছে হেইডক। হাসিটা অদ্ভুত ঠেকল টাপেন্সের কাছে।

'সন সুসির নাম শোনোনি তুমি? আশ্চর্য লাগছে আমার। অথচ আমাকে বলা হয়েছে, তুমি নাকি প্রায় এক মাস ধরে আছো সেখানে।'

চুপ করে আছে টাপেন্স।

সার্জারির ভিতরে মৃত্যুপুরীর নীরবতা।

আরেকবার হাসল হেইডক। 'কিছু বলছেন না যে, মিসেস ব্লেনকেনসপ?'

'আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না, ডক্টর বিনিয়ন। আজ সকালে প্যারাশুটের সাহায্যে ল্যাণ্ড করেছি আমি।'

এবার হা হা করে হেসে ফেলল হেইডক, হাসিটা কুৎসিত ঠেকল টাপেন্সের কাছে।

'প্যারাশুট?' বলল লোকটা। 'আজ সকালে? গল্পটা খারাপ না। তবে সমস্যাটা কোথায়, জানেন? গাছগাছড়ার আড়ালে ক্যানভাসের বড় একটা টুকরো ঠেসেঠুসে ঢুকিয়ে দিলেই সেটা প্যারাশুট হয়ে যায় না।'

হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে টাপেন্সের বুকের ভিতরে, চেহারা স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে।

'আমি ডক্টর বিনিয়ন না,' বলছে হেইডক। 'ডক্টর বিনিয়ন আসলে আমার ডেন্টিস্ট। তিনি খুবই ভালোমানুষ—তাঁর কাছে কিছুসময়ের জন্য এই সার্জারি ব্যবহার করার অনুমতি চাওয়ামাত্র রাজি হয়ে গেছেন।'

'আসলেই?'

'হ্যাঁ, আসলেই, মিসেস ব্লেনকেনসপ। নাকি আপনার অনেকগুলো ছদ্মনামের মধ্যে যেটা আসল সেটা ধরে ডাকবো আপনাকে?'

টাপেন্সের হৃৎস্পন্দন আরও বাড়ল।

'মিসেস বেরেসফোর্ড...সেটাই তো আপনার আসল নাম, না?'

জবাব না-দিয়ে লম্বা করে দম নিল টাপেন্স।

মাথা ঝাঁকাল হেইডক। 'খেলা শেষ, বুঝতেই পারছেন। মাছি

স্বেচ্ছায় উড়ে এসে মাকড়সার জালে আটকা পড়েছে, মিসেস বেরেসফোর্ড।'

মৃদু একটা ক্লিক আওয়াজ হলো। কিছুটা চমকে উঠে টাপেন্স দেখল, একটা পিস্তল চকচক করছে হেইডকের হাতে।

'চেঁচানোর চেষ্টা করবেন না, মিসেস বেরেসফোর্ড,' হেইডকের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন হুমকি। 'যদি ভেবে থাকেন চেঁচিয়ে মহল্লার সব লোককে ডাকবেন, ভুল করবেন। টুঁ শব্দ করার আগেই আপনার কপালে একটা ফুটো হয়ে যাবে, বিশ্বাস করুন। তা ছাড়া যদি একটুখানি চেঁচাতে পারেনও, খুব একটা লাভ হবে না। সবাই জানে, ডক্টর বিনিয়ন যখন তাঁর রোগীদের দাঁত তোলেন, একটু-আধটু চিৎকার করে ওঠে তাদের সবাই।'

'দেখা যাচ্ছে,' হাসার চেষ্টা করল টাপেন্স, 'আপনি নিজে নিজেই সবকিছু বুঝে বসে আছেন, কীভাবে কী করবেন না-করবেন তা-ও চিন্তাভাবনা করা হয়ে গেছে আপনার। তবে যা এখনও চিন্তা করতে পারছেন না তা হলো, আমি যদি সিংহের-গুহায় পা দিয়েও থাকি, কাউকে না-বলে করিনি কাজটা।'

'কাউকে? নীল চোখের ওই ছোকরার...নাকি বলবো বাদামি চোখের...কথা বলছেন তো? অ্যান্থনি মার্সডন না কী যেন নাম? বিশ্বাস করুন, মিসেস বেরেসফোর্ড, আপনার জন্য খুবই দুঃখ হচ্ছে আপনার—অ্যান্থনি আমাদের একজন গোঁড়া সমর্থক। একটু আগে যেমনটা বলেছি...গাছগাছড়ার ফাঁকে ক্যানভাসের টুকরো ভরে রাখার কাজটা কিন্তু সে-ই করেছে। আর ওর কথাই বা বলছি কেন...কাজটা যে-ই করে থাকুক, আইডিয়াটা কিন্তু ঠিকমতোই গলাধঃকরণ করেছেন আপনি।'

'অর্থহীন এসব কথাবার্তা কেন বলছি আমরা?'

'বুঝতে পারছেন না? বুঝিয়ে বলছি তা হলে। আমরা চাই, আপনার বন্ধুরা যাতে আপনাকে সহজে ট্রেস করতে না-পারে।

আরও সহজ করে বললে, আমরা চাই আপনি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন আপনার বন্ধুদের কাছ থেকে। ওরা যখন সন সুসি থেকে খুঁজতে শুরু করবে আপনাকে...যেমনটা করা হয়েছে আপনার স্বামীর বেলায়...কিছুই পাবে না। আসলে কিছুই পাবে না বলাটা বোধহয় ভুল হলো। য়ারো পর্যন্ত আসতে পারবে ওরা, তারপর জানতে পারবে স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন আপনি...কোথাও কোনও ক্লু নেই। এটাই আমাদের কাজের ধরন—কোথাও কোনও ক্লু না-রাখা।'

'আপনাদের কাজের ধরনের প্রশংসা না-করে পারছি না।'

'আর আমি আপনার দুঃসাহস ও সারল্যের প্রশংসা না-করে পারছি না। যা-হোক, কাজের কথায় আসার কথা বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগে, সেটা সত্যি সত্যিই করা যাক এবার। যা যা জানতে চাইবো ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। আমি ভদ্রলোক, কোনও মহিলার উপর অত্যাচার চালাতে চাই না। ...সন সুসিতে কী জানতে পেরেছেন?'

জবাব দিল না টাপেন্স।

'আপনাকে আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, মিসেস বেরেসফোর্ড, আমি ভদ্রলোক, কোনও মহিলার উপর অত্যাচার চালাতে চাই না। দু'জন শক্তসমর্থ পুরুষকে একা সামলানোর মতো জোর রাখি আমি, সেখানে আপনার মতো একজন মেয়েমানুষ তো...। আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

এবারও কিছু বলল না টাপেন্স, বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেইডকের দিকে।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে হেলান দিল হেইডক। 'আপনার ধৈর্যেরও প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু...যদি আপনার স্বামী টমাস বেরেসফোর্ডের, সন সুসিতে যিনি মিস্টার মিডোস নামে পরিচিত, হঠাৎ কিছু হয়ে যায়...' উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে থেমে গেল।

'আমাকে বলা হয়েছে নিরাপদে আছে সে।'

আবারও হা হা করে হেসে উঠল হেইডক। 'কে বলেছে কথাটা? অ্যান্থনি? ওরফে টনি? আসলে ওকে যা বলতে বলা হয়েছে তা-ই বলেছে সে। যা করতে বলা হয়েছে ওকে সে তা-ই করেছে। আপনার স্বামী নিরাপদে আছেন মানে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন আমার কব্জায় আছেন।' থামল সে, দম নিচ্ছে, এইমাত্র বলা কথাটার প্রভাব পড়তে দিচ্ছে টাপেন্সের উপর। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব এখন আপনার উপর। আমার প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলে আপনার স্বামীর বেঁচে থাকার আশা আছে। আর যদি তা না-পারেন, প্রথমে আপনার স্বামীর মাথায় গুলি করা হবে, তারপর তাঁর লাশ নৌকায় করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়া হবে সাগরে।'

মিনিট দু'-এক চুপ করে থাকল টাপেন্স। তারপর বলল, 'কী জানতে চান আপনি?'

'জানতে চাই, কে পাঠিয়েছে আপনাদের দু'জনকে? ওই লোকের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করছেন আপনারা? আজ পর্যন্ত ওই লোকের কাছে কী কী রিপোর্ট পাঠিয়েছেন? এবং...আপনারা ঠিক কী জানতে পেরেছেন আমাদের ব্যাপারে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল টাপেন্স। 'আমি যা বলবো তা কি বিশ্বাস হবে আপনার? কারণ আপনার প্রশ্নের জবাবে যা-খুশি তা-ই বলতে পারি আমি বানিয়ে বানিয়ে।'

'হ্যাঁ, যা খুশি তা-ই বলতে পারেন আপনি, কিন্তু যা বলবেন তা চোখ-কান বন্ধ করে বিশ্বাস করবো না আপনার মতো। আপনার প্রতিটা কথা যাচাইবাছাই করে দেখবো।' চেয়ারটা আরেকটু আগে বাড়িয়ে বসল হেইডক।

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে টাপেন্স। ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে ওর মাথায়। মনে মনে এমন কোনও কথা খুঁজছে, যা

বলামাত্র চমকে যাবে হেইডক।

কথাটা মনে পড়ে গেল টাপেন্সের।

মুচকি হেসে বলল, 'গুসি গুসি গ্যাণ্ডার!'

জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হলো। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হেইডক।

চমকে উঠল টাপেন্স, পিছিয়ে গেল কিছুটা।

রাগে লাল হয়ে গেছে হেইডকের চেহারা। এখন আর ব্রিটিশ নাবিক বলে মনে হচ্ছে না ওকে। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সে একজন ক্রোধোন্মত্ত প্রুশান।

ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে জার্মান ভাষায় সমানে কী যেন বলছে হেইডক। যখন বুঝতে পারল ওর কথার কিছুই বুঝতে পারছে না টাপেন্স, ইংরেজিতে চেঁচিয়ে বলল, 'বোকা! আমি ভেবেছিলাম আপনি সহজসরল, এখন দেখছি আসলে বোকার হদ্দ! কথাটা বলে নিজেকে বিপদে ফেলেছেন আপনি, বিপদে ফেলেছেন আপনার স্বামীকেও।'

কিছু বলল না টাপেন্স।

'অ্যানা!' গলা চড়িয়ে ডাকল হেইডক।

সার্জারির দরজাটা খুলে গেল, বয়স্কা সেই মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে ওই মহিলার হাতে নিজের পিস্তলটা গুঁজে দিল হেইডক।

'নজর রেখো ওর উপর,' বলল জরুরি কণ্ঠে। 'দরকার হলে গুলি করে মেরে ফেলো।' ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অ্যানার দিকে তাকাল টাপেন্স। 'আপনি কি সত্যি সত্যিই গুলি করবেন আমাকে?'

'করবো—যদি কোনও ক্ষতির আশঙ্কা করি আপনার থেকে তা হলে। ...প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমার ছেলে মারা গেছে...আমার

অটো...আপনার মতো ইংরেজদের হাতেই। আমার বয়স তখন আটত্রিশ, আর এখন বাষট্টি। কিছুই ভুলিনি আমি।'

অ্যানার চওড়া, নির্বিকার চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আছে টাপেন্স। ভ্যাণ্ডা পোলোস্কার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। ভয়জাগানো সেই একইরকম হিংস্রতা, সেই একইরকম মাতৃত্ব। কারও কাছ থেকে একটুখানি বিপদের আভাস পাওয়ামাত্র...

অদ্ভুত একটা আন্দোলন যেন হঠাৎ জেগে উঠল টাপেন্সের মগজে। কী যেন একটা মনে পড়ি পড়ি করেও মনে পড়ছে না। সেটা জানে টাপেন্স, কিন্তু এখন মনে করতে পারছে না। রাজা সলোমনের...কী যেন একটা ঘটনা...

সার্জারির দরজাটা খুলে গেল এমন সময়। ভিতরে ঢুকল কমাণ্ডার হেইডক। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো চেঁচাল, 'কোথায় ওটা? কোথায় লুকিয়েছেন আপনি ওটা?'

কীসের কথা জানতে চাইছে হেইডক?

কী লুকিয়েছে টাপেন্স?

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে টাপেন্স। ধীরে ধীরে বলল, 'আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো, কমাণ্ডার, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ভালো না।'

অ্যানার দিকে তাকাল হেইডক। 'বেরিয়ে যাও!'

পিস্তলটা হেইডকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে যত-জলদি-সম্ভব বেরিয়ে গেল অ্যানা।

ধপাস করে আগের চেয়ারটাতে বসে পড়ল হেইডক, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টাপেন্সের দিকে। 'এসব করে পার পাবেন না আপনি। সত্যি কথাটা আপনার ভিতর থেকে বের করে ছাড়বো আমি।'

"দরদাম" করার মতো কিছু একটা পাওয়া গেছে, তাই টাপেন্স বলল, 'কোন্ কথা বের করে নেবেন আমার ভিতর

থেকে?'

'একটু আগে যা বলেছেন সেটা।'

'তা-ই? যদি বলি সেটা ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছি কাউকে?'

'কীভাবে? চিঠি লিখে? গতকাল পর্যন্ত যতগুলো চিঠি লিখেছেন আপনি সেগুলোর সব পরীক্ষানিরীক্ষা করেছি আমরা। কাজেই শুধু শুধু ধাপ্পা দেবেন না—কাউকে কিছু জানাননি আপনি এখনও। তবে...আজ সকালে সন সুসি থেকে বেরিয়ে আসার আগে...ওটা...কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছেন সম্ভবত। কোথায় লুকিয়েছেন, তা বলার জন্য ঠিক তিন মিনিট সময় দিলাম আপনাকে।' হাত থেকে ঘড়ি খুলে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল হেইডক।

ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে টাপেন্স। টিক টিক করতে করতে এগিয়ে চলেছে সেকেণ্ডের কাঁটা। একটা একটা করে মুহূর্ত পার হচ্ছে, আর একটু একটু করে সব বুঝতে পারছে টাপেন্স।

সব বুঝতে পারছে সে...

'আর দশ সেকেণ্ড...' মনে করিয়ে দিল হেইডক।

চোখ তুলে তাকাল টাপেন্স। ওর মনে হচ্ছে, স্বপ্ন দেখছে সে। দেখছে, যন্ত্রচালিতের মতো পিস্তলধরা হাতটা উঠছে হেইডকের।

গুনতে শুরু করেছে লোকটা, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ...'

আট পর্যন্ত গোনামাত্র গুলির আওয়াজ হলো।

প্রচণ্ড একটা ব্যথার আশঙ্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল টাপেন্স, কিন্তু ওর কিছুই হয়নি বুঝতে পেরে চোখ খুলল।

চেয়ারে বসা অবস্থাতেই সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে হেইডকের শরীরটা, বিস্ময়ের ভাব এখনও লেপ্টে আছে ওর লালচে চেহারায়।

আস্তে আস্তে হাঁ হয়ে খুলে যাচ্ছে সার্জারির দরজাটা।

একলাফে উঠে দাঁড়াল টাপেন্স, ছুট লাগাল দরজার উদ্দেশে।

গোবরাটে দাঁড়িয়ে-থাকা ইউনিফর্ম পরিহিত লোকগুলোকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে নিল নিজের জন্য, ছুট লাগাল আবার। কিন্তু টুইডের জ্যাকেট-পরা একটা লোক হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ওকে।

মুখ তুলে তাকাল টাপেন্স। 'মিস্টার গ্র্যান্ট!'

'হ্যাঁ, মাই ডিয়ার। সব ঠিক আছে। চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন আপনি।'

হাত নাড়ল টাপেন্স—যেন ঠেলে সরিয়ে দিল অদরকারি প্রশংসাটা। 'জলদি!' তাড়া দিল মিস্টার গ্র্যান্টকে। 'নষ্ট করার মতো একটা মুহূর্তও নেই আমাদের হাতে। গাড়ি আছে আপনাদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ,' বললেন মিস্টার গ্র্যান্ট।

'গাড়িটা কেমন? লক্কড়ঝক্কড়মার্কা নাকি রেসিংকারের মতো?'

'কেন?'

'এখনই সন সুসিতে পৌঁছাতে হবে আমাদেরকে। ওরা যে-কোনও সময় ফোন করবে এখানে, যদি কোনও জবাব না-পায় তা হলে যা বোঝার বুঝে নিয়ে কেটে পড়বে।'

মিনিট দু'-একের মধ্যেই একটা গাড়িতে উঠে পড়ল ওরা কয়েকজন। ওদেরকে নিয়ে গাড়িটা যত জোরে সম্ভব ছুটছে লেদারব্যারোর রাস্তা ধরে। পাহাড়ি পথ ছেড়ে মসৃণ পথে আসামাত্র আরও বাড়ল গাড়ির গতি।

মিস্টার গ্র্যান্ট কিছু বলছেন না, কিছু জানতেও চাইছেন না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, চুপ করে বসে থাকাটাই তাঁর একমাত্র কাজ। ওদিকে টাপেন্স উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে স্পিডোমিটারের দিকে। গাড়িতে উঠেই শোফারকে আদেশ করেছেন মিস্টার গ্র্যান্ট, লোকটার পক্ষে যত জোরে গাড়ি চালানো

সম্ভব তা-ই যেন করে সে।

'টমির কী অবস্থা?' জানতে চাইল টাপেন্স।

'সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সুস্থ,' বললেন মিস্টার গ্র্যান্ট। 'আধ ঘণ্টা আগে উদ্ধার করা হয়েছে তাঁকে।'

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স।

কাছিয়ে আসছে লিয়াহ্যাম্পটন। কাছিয়ে আসছে আরও একটা পাহাড়ি রাস্তা। শহরে হাজির হলো ওরা। এবার কাছিয়ে আসছে সন সুসি।

বোর্ডিংহাউসের সদর-দরজায় জোরে ব্রেক কষল শোফার, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে লাফিয়ে নামল টাপেন্স। ছুটছে। হলের দরজাটা বরাবরের মতোই খোলা। ভিতরে কেউ নেই। সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাল টাপেন্স।

নিজের ঘরের দরজাটা খোলামাত্র থমকে যেতে হলো ওকে। তছনছ হয়ে আছে পুরো ঘর। যেখানে যতগুলো ড্রয়ার আছে সব খুলে ফেলে রাখা হয়েছে মেঝেতে। বিছানার চাদর, জাজিম, বালিশ সব এলোমেলো হয়ে আছে।

পাঁই করে ঘুরল টাপেন্স। করিডর ধরে ছুট লাগাল মিস্টার ও মিসেস কেইলির ঘরের দিকে। ভেবেছিল ঘরের দরজায় তালা থাকবে ভিতর থেকে, কিন্তু হাতল ধরে মোচড় দেয়ামাত্র কিছুটা আশ্চর্য হলো। দরজাটা খোলা।

ভিতরে কেউ নেই। কোনওকিছু এলোমেলো অবস্থাতেও নেই। ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ওষুধের হালকা গন্ধ।

ছুটে গিয়ে বিছানার উপর লাফিয়ে পড়ল টাপেন্স, চাদর-জাজিম উল্টেপাল্টে দেখছে। যা খুঁজছিল, তা পাওয়া গেল জাজিমের নিচে।

বাচ্চাদের পিকচার-বুক।

বইটার নাম গুসি গুসি গ্যাণ্ডার।

ওটা নিয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে নামল বিছানা থেকে; বইটা ধরিয়ে দিল মিস্টার গ্র্যান্টের হাতে। টাপেন্সের পিছু পিছু এই ঘরে হাজির হয়েছেন তিনি।

'কী এটা?' হতভম্ব হয়ে গেছেন মিস্টার গ্র্যান্ট।

কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল টাপেন্স, কারণ দরজার দিকে নজর পড়েছে ওর।

নিঃশব্দে এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে কেউ, তাকিয়ে দেখছে কী ঘটছে ঘরের ভিতরে।

'মিস্টার গ্র্যান্ট,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল টাপেন্স, 'আসুন, "এম"-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আপনাকে। একটু কষ্ট করে ঘুরে তাকান। গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছে সে।'

ঘুরলেন মিস্টার গ্র্যান্ট, তবে তার আগেই পিস্তল বেরিয়ে এসেছে তাঁর হাতে।

ধরা পড়ে গেছে, এবং পালানোর কোনও উপায় নেই। তাই পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা মিসেস স্প্রট।

পনেরো

'শুরুতেই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল আমার,' বলল টাপেন্স।

বড় রকমের ধকল গেছে ওর উপর দিয়ে, তাই এখন একটা গ্লাসভর্তি ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিচ্ছে আস্তে আস্তে। সেই সঙ্গে থেকে থেকে তাকাচ্ছে টমি, অ্যালবার্ট, মিস্টার গ্র্যান্ট আর চীফ

কন্সটেবলের দিকে। বিয়ারভর্তি বিশাল এক মগ নিয়ে বসেছে অ্যালবার্ট, একান-ওকান হয়ে আছে ওর হাসি।

'সব বলো আমাদেরকে, টাপেন্স,' তাগাদা দিল টমি।

'আগে তুমি,' বলল টাপেন্স।

'আমার বলার তেমন কিছু নেই,' বলল টমি। 'নিছক একটা দুর্ঘটনায় পড়ে আবিষ্কার করে ফেলেছি স্মাগলার্স রেস্টের ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের ব্যাপারটা। ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় ভাবছিলাম বেঁচে গেছি, কিন্তু হেইডক যে আসলে কত ধুরন্ধর তা বুঝতে পারিনি।'

মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স। 'তখন বাড়ির ভিতরে ঢুকেই ফোন করে সে মিসেস স্প্রটকে। ফোন রেখেই ড্রাইভওয়েতে চলে যায় মেয়েটা, তবে তার আগে জোগাড় করে নেয় একটা হাতুড়ি। ওঁৎ পেতে থাকে তোমার জন্য। অথচ আশ্চর্য, ওই ঘটনার একটু আগেও ব্রিজ খেলছিল আমাদের সঙ্গে! বড়জোর তিন মিনিটের মতো বাইরে ছিল সে, আমি ভেবেছিলাম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে। যখন ফিরে আসে তখন অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল, ভেবেছিলাম খেলার মজা পেয়ে বসেছে ওকে, তাই তাড়াহুড়ো করে এসেছে। ...ওকে কখনোই সন্দেহ করিনি আমি।'

'আমাদের এই সাফল্যে অ্যালবার্টের কৃতিত্বও কিন্তু কম না,' বলল টমি। 'কুকুর যেভাবে ঘ্রাণ শুঁকতে শুঁকতে খুঁজে বের করে ফেলে মনিবকে, ঠিক সেভাবে আমাকে খুঁজে পেয়েছে সে। নাক ডাকার মতো আওয়াজ করে আর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে ওর কাছে মোর্স কোড পাঠাই আমি, ব্যাপারটা বুঝতে পারে সে। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখা করে মিস্টার গ্র্যান্টের সঙ্গে। সেদিনই রাতে দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে স্মাগলার্স রেস্টে হাজির হন তিনি। বাড়িটা ঘিরে রাখেন তাঁরা। সেলারের গরাদের কাছে আবারও যায় অ্যালবার্ট, বিশেষ পদ্ধতিতে আমাকে জানিয়ে দেয়, সাহায্য এসে

গেছে, আমি যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু না-করি।'

'আজ সকালে যখন স্মাগলার্স রেস্টের বাইরে গেল শয়তান হেইডক,' মুখ খুললেন মিস্টার গ্র্যান্ট, 'সঙ্গে সঙ্গে নিজের লোকদের নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে, দখল করলাম বাড়িটা। তারপর থেকেই ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিল আমার লোকেরা, তাই আজ বিকেলে ফিফথ্ কলামের পরিকল্পনামতো একটা মোটরবোট যখন এল গোপন সেই খাঁড়িতে, ধরে ফেলা হলো সেটাকে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওটার আরোহীদেরও।'

টাপেন্সের দিকে তাকাল টমি। 'এবার তোমার গল্প বলো।'

'মিসেস স্প্রটকে ছাড়া সন সুসির সবাইকে সন্দেহ করেছি আমি। টেলিফোনে "চার তারিখ" সংক্রান্ত কথোপকথনটা যখন শুনি, তারপর থেকেই মিসেস পেরেন্না আর মিসেস ও'রুর্কের উপর সন্দেহ বাড়তে শুরু করে আমার। সাংঘাতিক ভুল করেছি! সবকিছুর মূলে ছিল আপাতদৃষ্টিতে একদম নিরীহ মিসেস স্প্রট। মুহূর্তের মধ্যে কত বিপজ্জনক হতে পারে সে, তা দেখিয়ে দিয়েছে দু'বার।

'আমাদের উপর নির্দেশ ছিল চোখ-কান খোলা রেখে মিশতে হবে সবার সঙ্গে, জানতে হবে কার কী দুর্বলতা আছে, এবং সন্দেহজনক কিছু জানামাত্র রিপোর্ট করতে হবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। টমি উধাও হয়ে যাওয়ার পর থেকে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে শুরু করে পুরো ব্যাপারটা। অ্যালবার্টকে সঙ্গে নিয়ে একটা পরিকল্পনা করছি, হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই অ্যান্থনি মার্সডন এসে হাজির। আমার মেয়ে ড্রেব্রার নাম ভাঙিয়েছে সে, তাই শুরুতে সন্দেহ করিনি ওকেও। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হই। এক, আগে কখনোই দেখিনি ওকে—লণ্ডনে আমাদের ফ্ল্যাটে কখনোই যায়নি সে। দুই, এমন ভান করছিল সে, যেন

লিয়াহ্যাম্পটনে কী করছি আমি তার আদ্যোপান্ত জানে। অথচ ওর আসলে জানার কথা টমির ব্যাপারে, কারণ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে টমিকে পাঠানো হয়েছিল এখানে, আমি এসেছিলাম গায়ের জোরে। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকে আমার কাছে।

'মিস্টার গ্র্যান্ট আমাকে বলেছিলেন, ফিফথ্ কলামের লোকজন সবজায়গায় আছে—এমনকী যে-জায়গার কথা চিন্তায় আসে না সেখানেও। ভাবলাম, ডেব্রার নাম ভাঙিয়ে আমার সঙ্গে চালবাজি করতে অসুবিধা কোথায় ওই গুপ্তসংঘের? কাজেই তথাকথিত অ্যান্থনি মার্সডনের কথা বিশ্বাস হলো না আমার, বরং একটা ফাঁদের উপস্থিতি টের পেলাম ওর কথায়। তখনই একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়—নিজেকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে দেখবো নাকি? ফাঁদের জবাবে পাল্টা ফাঁদ পাতলে কেমন হয়?

'বেকারিগুলো যে-রকম ডেলিভারি-ভ্যান ব্যবহার করে, লিয়াহ্যাম্পটনে আসার সময় সে-রকম একটা ভ্যান নিয়ে এসেছিল অ্যালবার্ট। গুপ্তচরদের কাজে লাগে, সে-রকম কিছু টুকটাক জিনিসও ছিল ওর কাছে। সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে খুদে একটা ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার, পাওয়ার বাটন অন করে রাখলে ক্রমাগত সিগনাল পাঠাতে থাকে, ওটা যে বহন করছে সে কোথায় আছে তা জানা যায় সিগনাল-রিসিভিং ডিভাইসের মাধ্যমে। ডিভাইসটা ছিল অ্যালবার্টের কাছেই, ওর ডেলিভারি ভ্যানে। আর খুদে ট্রান্সমিটারটা ছিল আমার কাছে...কোথায় তা বলতে চাই না। আমি যখন পায়ে হেঁটে রওনা দিই য়ারোর উদ্দেশে, ভ্যানের ড্রাইভিংসীটে বসে নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে আমাকে ফলো করতে অসুবিধা হয়নি অ্যালবার্টের।'

'কিন্তু আপনি যখন ডক্টর বিনিয়নের চেম্বারে গিয়ে ঢোকেন,' বললেন মিস্টার গ্র্যান্ট, 'ততক্ষণে রিসিভিং সিগনাল হারিয়ে

ফেলেছি আমরা। এলাচের যে-প্যাকেটটা আপনাকে দিয়েছিল অ্যালবার্ট, চালাঘরে কাপড় পাল্টানোর সময় যেটা কায়দা করে নার্সকোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন, সেটা...বলা ভালো এলাচগুলো...খুব কাজে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ,' হাসল টাপেন্স। 'পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটতে হয়েছে আমাকে, হেঁটেছি আর পকেট থেকে একটা একটা করে এলাচ বের করে রাস্তায় ফেলেছি প্রতি এক শ' কদম পর পর।'

বিয়ারের মগে আরেকবার চুমুক দিয়ে অ্যালবার্ট বলল, 'কাজটা সফলভাবে করতে পেরেছিলেন বলেই লেদারব্যারোর ১৪ সেইন্ট অ্যাসাল্‌ফ্‌'স রোডের কাছাকাছি যাওয়ামাত্র আবার জীবিত হয়ে ওঠে আমার সিগনাল রিসিভিং ডিভাইসটা। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাই, কোথায় আছেন আপনি। কিন্তু বাড়ির ভিতরে তখন কী হচ্ছে, তা ঠিক বুঝতে পারিনি। ভ্যান ছেড়ে নেমে পড়ি আমি, আরেকটা গাড়িতে নিজের লোকদের নিয়ে বসে-থাকা মিস্টার গ্র্যান্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাই। তিনিও তখন নেমে আসেন গাড়ি থেকে। বাড়ির পেছনদিকে চলে যাই আমরা। একদিকের দরজা খুলে তখন বেরিয়ে এসেছে এক বুড়ি, দেখে মনে হচ্ছিল পালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করা হয় ওকে। নিজের লোকদের নিয়ে সার্জারির দিকে এগিয়ে যান মিস্টার গ্র্যান্ট।'

মিস্টার গ্র্যান্টের দিকে তাকাল টাপেন্স। 'আমি জানতাম আপনারা যাবেন সেখানে। তাই কথা বলা অথবা না-বলার বাহানায় সার্জারির ভিতরে যতক্ষণ সম্ভব আটকে রাখতে চাইছিলাম কমাণ্ডার হেইডককে। একবার সে যখন হুড়মুড় করে বাইরে চলে গেল, তখন ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম—পাছে দেখে ফেলে আপনাদেরকে!'

'যা-হোক, সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে। গ্রেপ্তার করা

হয়েছে টনি আর ওই মেকআপ-এক্সপার্টকে।' বলল টমি। 'কিন্তু, টাপেন্স, মিসেস স্প্রটকে সন্দেহ করলে কীভাবে তুমি?'

'গুসি গুসি গ্যাণ্ডার,' বলে হাসল টাপেন্স। 'কথাটা কমাণ্ডার হেইডককে বলামাত্র ভয়ঙ্কর রেগে যায় লোকটা। ওকে উপহাস করে বলিনি ওটা, তারপরও ওর প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারি, বিশেষ ওই লাইনের বিশেষ একটা মানে আছে ওর কাছে। তখন রাজা সলোমনের কথা মনে পড়ে যায় আমার।'

'রাজা সলোমন!' টমি যেন আকাশ থেকে পড়েছে। 'গুসি গুসি গ্যাণ্ডারের সঙ্গে রাজা সলোমনের সম্পর্ক কী?'

মিটিমিটি হাসছে টাপেন্স। 'একবার একটা বাচ্চাকে নিয়ে ঝগড়া লেগে গেল দুই মহিলার মধ্যে। দু'জনই ওই বাচ্চার মাতৃত্ব দাবি করছে। বিবাদ মীমাংসা না-হওয়ায় বাচ্চাটাকে নিয়ে দু'জনই গেল রাজা সলোমনের কাছে। তিনি সব শুনলেন, তারপর ডাক দিলেন এক জল্লাদকে। বললেন, "কেটে সমান দুই টুকরো করে ফেলো এই বাচ্চাকে। তারপর দুটো টুকরো দিয়ে দাও এই দুই মহিলাকে। ওদের ঝগড়া মিটে যাক।" কিন্তু জল্লাদ যেই ছুরি নিয়েছে হাতে, অমনি বাচ্চার আসল মা বলে উঠল, "না, না, কাটার দরকার নেই, আমি মিথ্যা বলেছি, এই বাচ্চা আমার না। একে দিয়ে দিন ওই মহিলার কাছে।" সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান রাজা সলোমন বুঝে গেলেন বাচ্চার আসল মা কে।

'খেয়াল করেছ ব্যাপারটা? কোনও বাচ্চার আসল মা কোনোদিনও নিজচোখে দেখতে পারবে না ওই বাচ্চার মৃত্যু। শুধু মৃত্যু কেন, বাচ্চাটার কোনও ক্ষতিও সহ্য করতে পারবে না সে। ...ভ্যাণ্ডা পোলোস্কাকে নিজহাতে গুলি করে মেরেছে মিসেস স্প্রট। আমরা সবাই ভেবেছি, মাতৃস্নেহে পাগলপারা মেয়েটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যে ফিফথ্ কলামের একজন কর্ণধার, সে অত নিখুঁতভাবে গুলি করতে পারবে না তো

কে পারবে? অথচ মনে করে দেখো, কমাণ্ডার হেইডকের হাতেও কিন্তু রিভলভার ছিল সে-রাতে। কিন্তু ওই লোকও গুলি চালাতে সাহস পায়নি—পাছে কোনও ক্ষতি হয় বেটির।'

'মানে?' একটু যেন থতমত খেয়ে গেছেন মিস্টার গ্র্যাণ্ট।

'বেটি, মিসেস স্প্রটের মেয়ে না,' শান্ত গলায় বলল টাপেন্স।

চুপ করে আছে বাকিরা।

কথাটা হজম করতে সময় লাগছে।

'মিসেস স্প্রট যদি বেটির আসল মা হতো,' বলছে টাপেন্স, 'সে-রাতে গুলি করতে পারত না ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কাকে।'

'কিন্তু ওই পোলিশ মহিলাকে গুলি করল কেন সে?'

'কারণ ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কাই ছিল বেটির আসল মা,' গলা একটুখানি কেঁপে উঠল টাপেন্সের।

'কী!' চমকে গেছেন মিস্টার গ্র্যাণ্ট।

'হ্যাঁ,' এতক্ষণে মুখ খুললেন চীফ কন্সটেবল, 'ঠিকই বলেছেন মিসেস বেরেসফোর্ড। খোঁজখবর করতে করতে আসল তথ্য জানতে পেরেছি আমরা। কপর্দকহীন অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে আসতে হয়েছিল ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কার পরিবারকে। তখন প্রত্যেক শরণার্থীর উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে, কাজের সুযোগ পাচ্ছে না কেউই। সরকারিভাবে যে-ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা দিয়ে খেয়েপরে বেঁচে থাকা মুশকিল। তাই দুটো পয়সা কামাই করার আশায় বেটিকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় ওর মা। এবং ওই মেয়েকে কিনে নেয় মিসেস স্প্রট।'

'কেন?'

'ক্যামোফ্ল্যাজ,' বলল টাপেন্স। 'চমৎকার মানসিক ক্ল্যামোফ্ল্যাজ। গুপ্তচর নিয়ে কারবার আমাদের...সঙ্গে বাচ্চা আছে এ-রকম মহিলাকে গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করবে কে? এবং ওই ক্যামোফ্ল্যাজের কারণেই ধোঁকা খেয়েছি আমিও, কখনোই সন্দেহ

করিনি মিসেস স্প্রটকে, অথবা দু'-একবার একটু খটকা লাগলেও সিরিয়াসলি নিইনি ব্যাপারটা। যতবার ভাবতে গেছি মিসেস স্প্রটকে নিয়ে, ততবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে বেটির চেহারা—পরোক্ষভাবে আমার মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দিতে পেরেছে মিসেস স্প্রট। আর এটাই ওর সফলতা।'

'কিন্তু...ভ্যাণ্ডা পোলোস্কা হঠাৎ হাজির হতে গেল কেন লিয়াহ্যাম্পটনে?'

'বাচ্চা বিক্রি করে দিলেও মা'র মন—নিজেকে কতক্ষণ সামলে রাখতে পারত বেচারী? তা ছাড়া ওই একটাই সন্তান ছিল ওর। নিয়তির কী খেলা—যার কাছে বাচ্চা বিক্রি করেছে সে, সে-মেয়েই কাপড় সেলাই করেছে পোলিশ শরণার্থীদের জন্য। কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মিসেস স্প্রটের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল ওই কাপড়ের-প্যাকেটে। ...মেয়েকে একনজর দেখার আশায় লিয়াহ্যাম্পটন পর্যন্ত চলে আসে ভ্যাণ্ডা পোলোস্কা, তারপর শেষপর্যন্ত যখন দেখা পায় মেয়ের, যখন সুযোগ পায়, তখন অতি আবেগে ওর আধপাগল মাথাটা পুরো পাগল হয়ে যায়...বেটিকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে সে। অথচ আমরা ভেবেছি, কিডন্যাপ করা হয়েছে মেয়েটাকে।'

থেমে একটু দম নিল টাপেন্স, তারপর আবার বলল, 'আমার মুখ থেকে ভ্যাণ্ডা পোলোস্কার বর্ণনা শুনেই বুঝে গিয়েছিল মিসেস স্প্রট, বেটিকে তুলে নিয়ে গেছে কে এবং কেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে, বুঝতে পারে কিডন্যাপিং-এর ঘটনাটা যদি চাউর হয়, যদি নাক গলাতে আসে পুলিশ তা হলে অসুবিধা হবে ওর—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে সাপ। সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগায় নিজের ঘরে, নিজেই লিখে নিয়ে আসে একটা কিডন্যাপিং নোট। এমন ভান করে, যেন ওটা দিয়ে একটা পাথরের টুকরো মুড়িয়ে টুকরোটা ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে ওর ঘরের

জানালা দিয়ে।

'বেটির অপহরণের ঘটনাটা কমাণ্ডার হেইডক আর মিসেস স্প্রটের পরিকল্পনার বাইরে ছিল, তাই কমাণ্ডারকে জড়িয়ে ফেলাটা দরকার ছিল মিসেস স্প্রটের জন্য। এবং তা সফলভাবে করতেও পেরেছে সে। তারপর...পাহাড়ি ঢালের উপর সুযোগ পাওয়ামাত্র..."জীবনে আগ্নেয়াস্ত্র না-চালিয়েও" এক গুলিতে খুলি উড়িয়ে দিয়েছে ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কার। ওই মহিলাকে খুন করে মিসেস স্প্রট আসলে নিজের ক্যামোফ্ল্যাজটা ধরে রাখতে চেয়েছিল। চেয়েছিল, ওকে যাতে আর কখনোই বিরক্ত করতে না-পারে ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কা। ...দেখতে যতই সহজসরল মনে হোক না কেন, মিসেস স্প্রট আসলে শয়তানের হাড্ডি—কমাণ্ডার হেইডকের চেয়েও বড় শয়তান। কারণ সে শুধু ভ্যাণ্ডা পোলোন্স্কাকে খুনই করেনি, কূটচাল চেলে ফাঁসিয়েছে কার্ল ভন ডেইনিমকেও।'

'বলেন কী! কীভাবে?'

'আমার ঘরে বেটিকে খেলতে দেখেছে আমার জুতোর ফিতা নিয়ে। পানিভর্তি গ্লাসে জুতোর ফিতা চুবানোর কাজটা, আমি যেমন ভেবেছি কার্লকে দেখে শিখেছে বেটি, মিসেস স্প্রটও তা-ই ভেবেছে। ততদিনে নিজেদের পেছনে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ফিফ্থ্ কলাম। তাই ঠিক কোন্ কোন্ "প্রমাণ" কার্লের ঘরে রেখে দিলে ঠিকমতোই ফাঁসবে বেচারা, তা ভেবে নিতে বেশি সময় লাগেনি মিসেস স্প্রটের।'

'জেনে ভালো লাগছে, কার্ল আসলে গুপ্তচর না,' বলল টমি। 'ছেলেটাকে ভালো লেগেছে আমার।'

মিস্টার গ্র্যান্টের দিকে তাকাল টাপেন্স, দৃষ্টিতে উদ্বেগ। 'আপনারা আবার গুলিটুলি করে মেরে ফেলেননি তো ছেলেটাকে?'

মাথা নাড়লেন মিস্টার গ্র্যান্ট। 'না, ওর কিছু হয়নি। আসলে...বলেই ফেলি, অন্যায়ভাবে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে এনেছি পুলিশের কাছ থেকে। মিস্টার বেরেসফোর্ডের কাছ থেকে শুনলাম, এখানে নাকি প্রেম-ভালোবাসার মামলাও চলছিল।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে টাপেন্সের চেহারা। 'খুব খুশি লাগছে আমার, বিশেষ করে শিলার জন্য। ইস্‌স্‌, বেচারীর মা-টাকে সন্দেহ করে কী ভুলই না করেছি!'

মিস্টার গ্র্যান্ট বললেন, 'মিসেস পেরেন্না আসলে আই.আর.এ.'র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, নিশ্চিত হয়েছি আমরা। কিন্তু তার বেশি কিছু করেন না তিনি।'

'মিসেস ও'রুর্ককেও সন্দেহ করেছি আমি। কখনও কখনও কেইলি দম্পতিকেও।'

'আর আমি সন্দেহ করেছি মেজর ব্লেচলিকে,' বলল টমি। 'এবং,' আরেকদিকে তাকাল, 'খোদ মিস্টার গ্র্যান্টকে।'

হা হা করে হেসে উঠলেন মিস্টার গ্র্যান্ট, তাঁর সঙ্গে যোগ দিল বাকিরা।

হাসি থামলে মিস্টার গ্র্যান্ট বললেন, 'মিসেস স্প্রট দেখতে কী সাধারণ! অথচ কত বিপজ্জনক একটা মানুষ! একইসঙ্গে তুখোড় একজন অভিনেত্রী। এবং দুঃখের সঙ্গে বলছি, জন্মসূত্রে একজন ইংরেজ। একজন বিশ্বাসঘাতিনী।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল টাপেন্স।

'গুসি গুসি গ্যাণ্ডার শুনে কেন অত খেপে গিয়েছিল হেইডক,' বললেন মিস্টার গ্র্যান্ট, 'সেটা বলা যাক। বেটির যে-পিকচার বুকটা নিয়ে কেইলি দম্পতির বিছানায় জাজিমের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন মিসেস বেরেসফোর্ড, ওটার নাম গুসি গুসি গ্যাণ্ডার। ছেঁড়াফাটা একটা ছড়ার বই, লিট্‌ল্‌ জ্যাক হর্নারের কাহিনি থাকার

পরও বেটি পছন্দ করে না ওটা, কিন্তু হেইডক আর মিসেস স্প্রটের জন্য ওটা অমূল্য। কারণ ওটাতে অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা ছিল আরও কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের নাম—চার তারিখের হামলায় সাহায্য করার কথা ছিল ওদের সবার। ওদের দু'জন চীফ কন্সটেবল। একজন এয়ার ভাইস মার্শাল। দু'জন জেনারেল। একজন সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ-উপকরণ শাখার প্রধান। একজন মন্ত্রী। পুলিশের সুপারইনটেনডেণ্ট আছে কয়েকজন। লোকাল ভলাণ্টিয়ার ডিফেন্স অর্গানাইযেশনের কমাণ্ডার আছে বেশ কয়েকজন। সেনাবাহিনী আর নৌবাহিনীর অফিসারও আছে কয়েকজন, সঙ্গে আছে আমাদের ইণ্টেলিজেন্স ফোর্সের বিশ্বাসঘাতকরা। কাঁচা টাকা দিয়ে কিনে নেয়া হয়েছিল ওদের সবাইকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওদের সবার নাম জেনে গেছি আমরা।' টাপেন্সের দিকে তাকালেন মিস্টার গ্র্যাণ্ট। 'বইটার ব্যাপারে আপনার সন্দেহ হলো কীভাবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টাপেন্স। 'টমির কিডন্যাপ হওয়ার কয়েকদিন আগের ঘটনা। তখন আমার ঘরে ছিল বেটি, ওই পিকচার বইটা চাইছিল। নতুন কেনা বই দিয়ে ওকে শান্ত করতে চাইছিল মিসেস স্প্রট, কিন্তু পারছিল না। অথচ আমি নিশ্চিতভাবে জানি, পুরনো বইটা আছে মিসেস স্প্রটের ঘরেই। ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগে আমার কাছে, কিন্তু কিছু মনে করিনি তখন। আজ টনির চিঠি পেয়ে সন সুসি ছাড়ার আগে যখন আমার ঘরে ঢুকি, তখন আমার মনে হয় সার্চ করা হয়েছে ঘরটা। অস্পষ্ট একটা সন্দেহ পেয়ে বসে আমাকে, এবং সেটা গিয়ে পড়ে মিসেস স্প্রটের উপর। তার একটু আগে 'গুসি গুসি গ্যাণ্ডার' ছড়াটা বলছিল বেটি, আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চাইছিল সে, কিন্তু ওর মা ওকে নিয়ে বাইরে চলে যায়। চট করে গিয়ে ঢুকি ওদের ঘরে, পিকচার বুকটা খুঁজে বের করে কেইলি দম্পতির ঘরে যাই। তাঁদের বিছানার নিচে

লুকিয়ে রাখি ওটা। তখন পর্যন্ত জানতাম না, কী জিনিস লুকাচ্ছি। আসলে চাইছিলাম এমন কিছু একটা করতে, যাতে একটুখানি হলেও ধাক্কা লাগে মিসেস স্প্রটের মনে। ডক্টর বিনিয়নের সার্জারিতে কমাণ্ডার হেইডকের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারি, বইটা ওদের কাছে কত মূল্যবান।'

'ভাগ্যিস সন্দেহটা পেয়ে বসেছিল আপনাকে!' বললেন মিস্টার গ্র্যান্ট। 'এবার আমরাও প্রস্তুত। ফিফ্‌থ্ কলামের সবাইকে বুঝিয়ে দেবো, কত ধানে কত চাল!'

ষোলো

পান্নার মতো রঙের চমৎকার একটা ইভ্‌নিং ড্রেস পরে আছে শিলা, ঠোঁটের কোনায় ভুবনমোহিনী হাসি ঝুলিয়ে এগিয়ে আসছে টমি-টাপেন্সের দিকে। কাছে এসে হ্যাণ্ডশেক করল ওদের সঙ্গে।

'কথা দিয়েছিলাম আসবো,' বলল সে, 'এসেছি। কিন্তু আমাকে তলব করা হয়েছে কেন তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কারণ আমরা তোমাকে পছন্দ করি,' হাসতে হাসতে বলল টমি।

'আসলেই?' বলল শিলা। 'কিন্তু কেন? আপনাদের কারও সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করতে পারিনি আমি।'

টাপেন্স বলল, 'শুনেছি তুমি নাকি চমৎকার নাচতে পারো। তোমার নাচ দেখতে চাই আমরা। আমরা এমন কাউকে হাজির করাতে চাই, যে তোমার পার্টনার হতে পারবে নাচের সময়।'

'কিন্তু আমি নাচতে চাই না। নাচ-গান এখন জঘন্য লাগে আমার। আপনারা যেভাবে আসতে বলেছিলেন আমাকে, তা-ই করেছি, এবার দয়া করে বলুন আসল ঘটনা কী।'

'আমার মনে হয় তোমার জন্য যে-পার্টনার খুঁজে বের করেছি আমরা, তাকে অপছন্দ হবে না তোমার,' হাসছে টাপেন্সও।

'আমি...' কথা শেষ করতে পারল না, কারণ কার্ল ভন ডেইনিমের উপর নজর পড়েছে ওর। সঙ্গে সঙ্গে জবান বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রণয়পূর্ণ দুই চোখে শিলার দিকে তাকিয়ে আছে কার্ল, ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে মেয়েটার দিকে।

শিলার মনে হচ্ছে, পুরো পৃথিবী মিথ্যা, শুধু কার্ল সত্যি।

'তুমি?' কোনওরকমে বলতে পারল সে।

'হ্যাঁ,' শিলার কাছে এসে দাঁড়াল কার্ল। 'আমি।'

বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল শিলা, আস্তে আস্তে রঙ ফিরে আসছে ওর চেহারায়। আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে ওর দুই গাল। শোনা যায় কি যায় না এমনভঙ্গিতে বলল, 'তুমি কি...এখনও...পুলিশের হাতে বন্দি?'

আরও কাছে এসে শিলার একটা হাত ধরল কার্ল। 'না, প্রিয়তমা, আমাকে যদি নিয়ে গিয়ে বন্দি করা হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত কারাগারেও, তবুও তোমার ভালোবাসার টানে ফিরে আসতে পারতাম সেখান থেকে। ...তবে, আজ একটা ব্যাপারে ক্ষমা চাইবো তোমার কাছে।'

'ক্ষমা!' আশ্চর্য হয়ে গেছে শিলা।

টমি-টাপেন্সের দিকে তাকাল কার্ল, চোখের ভাষায় অনুমতি প্রার্থনা করছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল টমি, 'বলে দাও।'

'আমি আসল কার্ল ভন ডেইনিম না।'

শিলার মুখে রা নেই, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মুখোমুখি দাঁড়ানো যুবকের দিকে।

'কার্ল ভন ডেইনিম ছিল আমার বন্ধু,' বলছে যুবক। 'কয়েক বছর আগে ইংল্যাণ্ডে এসেছিল সে, তখন পরিচয় হয়েছিল ওর সঙ্গে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে জার্মানিতে গিয়েছিলাম আমি, তখন আরও গাঢ় হয় আমাদের বন্ধুত্ব।'

'তু...তুমি...' তোতলাচ্ছে শিলা, 'আসলে কে?'

'আমি ছিলাম জার্মানিতে নিযুক্ত একজন ইংরেজ গুপ্তচর। খুবই গোপন একটা মিশনে পাঠানো হয়েছিল আমাকে সেখানে।'

'তুমিও একজন গুপ্তচর?'

মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'জার্মানিতে থাকতে দু'বার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি আমি। তখন একটা চিন্তা ঢোকে আমার মাথায়। আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে যাচ্ছে কীভাবে? আমি কোথায় আছি তা কীভাবে জেনে যাচ্ছে শত্রুপক্ষ? আমার উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাচ্ছে কেন? জবাব পেতে বেশি দেরি হয়নি—আমাদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টেরই কোথাও-না-কোথাও ফুটো আছে।

'যুদ্ধ লেগে গেল, জার্মানিতে আটকা পড়ে গেলাম আমি। কার্লের বাবা আর দুই ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। পালাতে সক্ষম হলো কার্ল, ওর সঙ্গে জুটে গেছি আমিও। তখন আমার মাথায় প্রথম যে-প্রশ্নটা আসে তা হলো: জার্মান কর্তৃপক্ষ কি ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড় দিচ্ছে কার্লকে? ভাবলাম, ওরা কি চাইছে ইংল্যাণ্ডে যাক কার্ল? উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে পরের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? ওকে দিয়ে কি বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায় নাৎসিরা?

'যা-হোক, আমরা তখন লুকিয়ে আছি জার্মানির একজায়গায়। বুঝতে পারিনি, আমার বন্ধুর মনটা ততদিনে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে অসহ্য এক

বিষাদ আর নিদারুণ হতাশায় ভুগছিল সে, সেই সঙ্গে সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল ওর নিজের কী হবে সে-কথা ভেবে। ব্যাপারটা যখন টের পেলাম ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক—একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার বন্ধু কার্ল ওর বিছানায় পড়ে আছে মড়ার মতো, আত্মহত্যা করেছে। মরার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে আমার জন্য।

'ওটার বিষয়বস্তু: নাৎসিদের হয়ে কাজ করতে চায় না সে, কিন্তু ওকে একরকম ধরেবেঁধে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে চাইছে নাৎসি মদদপুষ্ট একটা সংগঠন, তা-ও আবার লিয়াহ্যাম্পটনের মতো অখ্যাত এক জায়গায়।

'চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখামাত্র বুঝে গেলাম, কীভাবে জার্মানি থেকে পালিয়ে আসতে হবে আমাকে।

'আমার কাপড় পরালাম কার্লকে, নিজে পরে নিলাম ওর কাপড়। পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম ওকে। সাইলেন্সারযুক্ত পিস্তল দিয়ে নিজের মাথায় গুলি করেছে সে, তাই বিকৃত হয়ে গেছে ওর চেহারা, তা ছাড়া তখন যে-বাড়িতে ভাড়া থাকি আমরা সেটার বুড়ি মালকিন চোখে ঠিকমতো দেখে না। তাই ওই বাড়ি ছেড়ে পালাতে অসুবিধা হলো না আমরা।

'এবং কার্ল ভন ডেইনিমের ছদ্মপরিচয় আর কাগজপত্র নিয়ে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা রাখতেও বেশি দিন লাগল না। সন সুসিতে যেতে বলা হয়েছিল কার্লকে, তাই অনেকটা কৌতূহলের বশে আর কিছুটা মৃত বন্ধুর প্রতি কর্তব্যের খাতিরে গেলাম সেখানে।

'ছাত্রজীবনে রিসার্চ কেমিস্ট্রি ছিল আমার প্রিয় বিষয়; কাকতালীয় হলেও সত্যি, ওটাই ছিল কার্লের ধ্যানজ্ঞান। লিয়াহ্যাম্পটনে পা রেখেই টের পেলাম, স্থানীয় একটা কেমিকেল কারখানায় যাতে কাজ পেতে পারি, বলা উচিত ওই কারখানায়

যাতে কাজ পেতে পারে কার্ল সেজন্য সবকিছু আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। রিসার্চ কেমিস্টের ছদ্মবেশে শুরু করে দিলাম আমার নতুন "পেশাজীবন"। এবং যেদিন টের পেলাম আসলে বলির পাঁঠা বানানোর জন্য আমাকে, বলা ভালো কার্লকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়েছে নাৎসিরা, সেদিন পুলিশের হাতকড়া পড়ে গেছে আমার হাতে।

'দোষ না-করেও দোষী হয়েছি আমি, তারপরও চুপ করে থেকেছি—যেদিন গ্রেপ্তার হয়েছি সেদিন কিছু বলিনি। চাইছিলাম, নাৎসিদের পরিকল্পনামতোই ঘটতে থাকুক সবকিছু, তাতে ওদের সতর্কতায় ঢিল পড়তে পারে। তা ছাড়া, জানতাম, আমাকে গুলি করে মারার আগে একবার-দু'বার না, কম করে হলেও এক হাজারবার জেরা করবে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের লোকজন; দরকার হলে ফায়ারিং স্কোয়াডে যাওয়ার আগে স্বীকার করবো সব কথা। কিন্তু...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ...তার আর দরকার হয়নি। ধন্যবাদ মিস্টার গ্র্যান্টকেও...আমি "ধরা পড়েছি" শুনে একদিন দেখতে গিয়েছিলেন তিনি আমাকে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন আমি আসলে কে। আর মিস্টার বেরেসফোর্ড এবং তাঁর স্ত্রীর কথা না-হয় না-ই বললাম।'

নীরবতা।

চুপ করে আছে শিলা।

বেশ কিছুক্ষণ পর বলল, 'এসব কথা আগেই আমাকে জানানো উচিত ছিল তোমার।'

'স্বীকার করছি সেটা। কিন্তু কাজটা করতে পারিনি। আমি দুঃখিত।'

যুবকের দিকে একইসঙ্গে রাগ আর গর্বের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শিলা। ওর রাগটা উধাও হয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না। বলল, 'তোমার আসল নাম কী?'

আবারও শিলার হাত ধরল যুবক, খুশিতে চকচক করছে ওর দুই চোখ। 'সেটা না-হয় নাচতে নাচতে বলি তোমার কানে কানে?'

খুশিতে চকচক করে উঠল শিলার দুই চোখও। 'চলো।'

হলরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, আজ একটা ভোজ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সন সুসিতে।

শিলা আর ওর ড্যান্স পার্টনারের দিকে তাকিয়ে আছে টাপেন্স। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আশা করি দাম্পত্যজীবনে সুখী হবে ওরা দু'জন।'

টমি বলল, 'তবে তা হতে হলে বিদ্রোহী বিদ্রোহী যে-ভাব আছে শিলার মধ্যে, সেটা বর্জন করতে হবে।'

'আর ওই ছোকরাকে বাদ দিতে হবে অন্যকে খামোকা সন্দেহ করার প্রবণতাটা।'

'বুঝে গেছ তা হলে!' হাসছে টমি। 'আমরা যেমন সন্দেহ করছিলাম ওকে, সে-ও কিন্তু তেমন পাল্টা সন্দেহ করছিল আমাদেরকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর টাপেন্স বলল, 'সবকিছুই তো মিটমাট হয়ে গেল। শুধু একটা বাদে।'

'কী?'

'বেটি। কী হবে ছোট্ট বাচ্চাটার?' মিনতিভরা দৃষ্টিতে টমির দিকে তাকিয়ে আছে টাপেন্স।

'কী হবে মানে! নতুন একটা মা পেয়ে গেছে না বাচ্চাটা?'

'নতুন মা!'

'কেন, তুমি যখন থেকে মেয়েটাকে দত্তক নেয়ার কথা ভাবছ, তখনই তো নতুন একজন মা পেয়ে গেছে সে।'

'ওহ্, টমি! এজন্যই তোমাকে এত ভালো লাগে। তুমি কীভাবে যেন আমার মনের কথা বুঝে যাও সবসময়।'

‘এবং তুমিও সবসময় আমার মনের কথাটাই চিন্তা করো বলে তোমাকেও ভালো লাগে আমার।’

হাত বাড়িয়ে টমির একটা হাত ধরল টাপেন্স। ‘সবসময় একরকম চিন্তা করি বলেই এত ঝামেলার পরও আমরা সুখী, তা-ই না?’

টাপেন্সের হাতে মৃদু চাপড় দিল টমি। ‘হ্যাঁ, ঠিক তা-ই।’

***

মূল উপন্যাস: এন অর এম?

বেরিয়ে গেছে
অনুবাদ
আগাথা ক্রিস্টি-র

বেনামী চিঠি

রূপান্তরঃ সায়েম সোলায়মান

ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং-এর পর আমার জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছিলঃ সম্পূর্ণ বিশ্রাম। তাই নিরিবিলি মফস্বল শহর লাইম্স্টকে হাজির হয়ে ভেবেছিলাম, ঠিক জায়গাতেই এসেছি। কিন্তু কল্পনাও করিনি, জড়িয়ে যেতে হবে একের পর এক রহস্যময় বেনামী চিঠির সঙ্গে। ভাবিনি, শুনতে হবে কারও আত্মহত্যার খবর, জানতে হবে খুন হয়েছে কেউ। ঘুণাক্ষরেও ধারণা ছিল না, ভালোবেসে ফেলব কাউকে নিজেরই অগোচরে। এবং আটপৌরে চেহারার চিরকুমারী মিস মার্পলকে দেখেও বুঝিনি, মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁর। খুনিও হয়তো টের পায়নি, মিস মার্পলকে আসলে খবর দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে লাইম্স্টকে।

...রহস্যরানি'র অমর চরিত্র মিস মার্পল-এর একটি অনবদ্য কাহিনি-সংকলন এটি, একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসসহ আছে ছ'টি বড় গল্প—আপনার জন্য মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের সুবর্ণ সুযোগ।

দাম ■ একশ' নয় টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী